অভাব।

প্রাকৃতিক জগতের কথা বলিতেছি না, মানব জগতের দিকে চাহিলে অনেক অভাব পরিলক্ষিত হয়। মানুষের যাহা কিছু—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, খ্যাতি ধন ও মান উপার্জ্জন, সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণালঙ্কৃত আত্মীয় স্বজনের সহিত সুখ ও শান্তিতে বাস, নীরোগ ও নিষ্পাপ হইয়া জীবন যাপন, এ সকল এক জনের ভাগ্যে কথনই ঘটে না, সুতরাং মানুষের তৃষ্ণায়ও শেষ হয় না। একটী আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইলে আর একটী পাইতে লোকের স্বভাবতঃ আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা পূর্ণ না হইলেই মানুষ দারুণ অশান্তি ভোগ করে। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে আকাঙ্ক্ষাই অনেক সময়ে অভাব বাড়াইয়া দেয়। এই অশান্তি ঘুচাইবার জন্যই জ্ঞানিগণ "নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হও" বলিয়া এত উপদেশ দিয়াছেন। লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়া, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়াই মানুষের কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজের অবস্থায় কয়জন সন্তুষ্ট? আমাদের চারি পাশে কত লোক কত অভাবে পড়িয়া আকুল হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হয়তো এক জন খাইতে পায় না, তাহার দারুণ অভাব; আর একজন মনের মত জিনিস পায় না, তাহারও দারুণ অভাব। বাবু, টাকার অভাবে কষ্ট পাইতেছেন, বৌ ঠাকুরাণী একটী সুন্দর জরীর ফিতার অভাবে কষ্ট পাইতেছেন, অভাব কার নাই? তবে কাল্পনিক বা সৌখীন অভাবগুলি ঘরে ঢুকিতে না দেওয়াই ভাল। একে তো মানুষ কত বাস্তবিক অভাবে পড়িয়া দুঃখ পাইতেছে, তাহার পরে কাল্পনিক অভাব যেন সে দুঃখের সীমা না বাড়াইয়া দেয়, এই বিষয়ে সকলেই সাবধান হইবেন।

মানবের এই এক কেমন সংস্কার যে যখন যে জিনিষের অভাব হয়, তখন সেই জিনিসই "বড় মিষ্ট, বড় সুন্দর" বলিয়া মনে হয়। গ্রীষ্মের সময়ে শীতের মধুরতা, শীতের সময়ে গ্রীষ্মের উপকারিতা, বসন্তের দিনে শরৎ, শরতের দিনে বসন্ত যেন শতগুণ সৌন্দর্য্য ঢালিয়া আমাদের স্মৃতিপথে বিরাজ করে। যখন রোগ আসিয়া আক্রমণ করে, তখনই সুস্থ শরীরের সুখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পাই, যখন দরিদ্রতার ভীষণ ছায়া চক্ষের সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন ধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। যে দিন বাড়ী হইতে স্থানান্তরে যাই, সে দিন আত্মীয় স্বজনের তো কথাই নাই, বাড়ীর পোষা পশু পাখী, ঘর দরজা, গাছটী লতাটী তাহারাও যেন কত ভালবাসার বাঁধনে আমাদের মন প্রাণ বাঁধিতে থাকে। কাহাকে কত ভালবাসি তা সেই ছাড়াছাড়ির দিনেই বুঝিতে পারি। যখন আপনার জন কাছে না

থাকে, তখন তাহাতে মন এত সংযুক্ত থাকে, যে তাহার প্রতি অণু পরমাণুর খবর পর্য্যন্ত জানিতে পারি! দূরে থাকিলে মনে হয়, মা'কে সুখী করিবার জন্যে, এ বিশাল বিশ্বও অনন্ত স্রোতে ভাসাইতে পারি! আমার জন্য মা'র কত সহিতে হয়, কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, আমার মত হীন, অধমকেও মা' কত পবিত্র, উন্নত স্নেহ ধারায় স্নান করাইতেছেন, কি করিয়া আপনা ভুলিয়া আমার কল্যাণার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন! তখন তাঁহার পূর্ণ ছবিই যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, তাই তখন ইচ্ছা করে যে মায়ের পদতলে এ অযোগ্য প্রাণ শত বলি দিয়া এ মহাপাপের—এ অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত করি! এ অপরিসীম স্নেহের যথাসাধ্য প্রতিদান করি।—মায়ের কাছে আসিলে তো কই, ততখানি পারিয়া উঠি না! আবার মা'কে মনের দুঃখ জানাইতে ইচ্ছা করে,আবার আপনার সুখ দুঃখের উপর দৃষ্টি পড়ে,আবার ব্যারাম হইলে মা কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করেন তেমন ইচ্ছাও করে! প্রাণের সে ধৈর্য্য, সে পণ, সে অনুভূতি কে জানে আবার প্রাণের ভিতর কেমনে মিশিয়া যায়! মানুষ বড় দুর্ব্বল! মানুষ বড় স্বার্থপর! আবার মানুষ বড় "আত্মবিস্মৃত"!

যতক্ষণ আমরা কোন পদার্থের মধ্যে জড়াইয়া থাকি, ততক্ষণ তাহার রমণীয়তা, তাহার মধুরতা, ভোগ করিতে পাই না। যেন সে জিনিসটাতে আমাদের অনুভূতি পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে। তার পর যখন সে জিনিসটা হইতে সরিয়া পড়ি, তখনই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। আগে বুঝি না বলিয়াই শেষে তাহা মধুরতম হইয়া উঠে! তাহার মাধুরী তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটাইয়া আমাদের চেতনা ডুবাইয়া দেয়! তাই প্রিয় বস্তুর স্মৃতিতে আমরা পাগল হইয়া যাই! তাই আত্মীয় স্বজনের শোকে মানুষ আত্মবিহ্বল হইয়া পড়ে! যতদিন সে কাছে থাকে, ততদিন তাহার রহস্য ভেদ করা যায় না, তার পর সে যখন চলিয়া যায়, যখন ইহলোকে আর তাহার ছায়াও দেখা না যায়, তখনই সে যে কি ছিল তাহা বুঝিবার ক্ষমতা হয়! তখন তাহার ইতিহাস লিখিতে পারি, এবং গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিতে পারি। এ জগতে থাকিতে সে যত ভালবাসা পাইয়াছে, পরজগতে গেলে সেই ভালবাসা সহস্রমুখী হইয়া তাহার পানে ধাবিত হয়; তখন যথার্থই সে "সকলের সব, সবের সকল"! এই ভাবের উচ্ছ্বাসেই একজন কবি বলিয়াছেন,

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে, বরমপি বিরহো ন
সঙ্গম স্তস্যা।
সঙ্গে সৈব যদেকা, ত্রিভুবন মপি
তন্ময়ং বিরহে॥"

অর্থাৎ বিচ্ছেদ ও মিলন পরস্পরকে

তুলনা করিলে বরং বিচ্ছেদকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, মিলন শ্রেষ্ঠ নহে। (কারণ) মিলনের সময়ে আমি ও সে (প্রিয় ব্যক্তি) এক হইয়া যাই, বিচ্ছেদের সময়ে ত্রিভুবনই সে ময় হইয়া উঠে। কেন না সর্ব্বত্রই তাহার কথা মনে জাগরূক থাকে।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে সকলই মঙ্গলপ্রদ। অভাবকে আমরা বড় দুঃখদায়ক মনে করি, কিন্তু অভাব হইতেই অনেক সময়ে মানবের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হয়। অভাবে না পড়িলে মানুষ থাকে না। যে চির-দিন সুখ সচ্ছন্দে কাটাইয়াছে, এক দিনের জন্যেও কোন বাস্তবিক অভাবে পড়ে নাই, তাহার হৃদয়ে "মহত্ব" জন্মে নাই। ব্যক্তি বিশেষের স্বতন্ত্র অবস্থা হইতে পারে, সাধারণের কথাই আমরা বলিতেছি। অভাবে পড়িয়াই মানুষ দুঃখী, দুঃখ হইতেই উন্নতি ইচ্ছা, উন্নতির ইচ্ছার ফলেই মনুষ্যত্ব, এইরূপ ঘটনাই সর্ব্বদা দেখা যায়। স্ত্রীর কাছে অপমানিত হইয়াই কালিদাস "সরস্বতীর বর পুত্র", দেশের বড় বিপ্লবের সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াই শিবজী "মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি," নিজে বৈধব্যদশা ভোগ করিয়াছেন বলিয়াই বুঝি রমাবাই আজি সারদাশ্রম প্রতিষ্ঠাকারিণী। অভাবে না পড়িয়া মানুষ, মানুষ হইয়াছে কবে?

অভাব আমাদের স্বার্থপরতা চূর্ণ করিয়া দেয়, সহানুভূতির সীমা বাড়াইয়া দেয় এবং ঈশ্বরকে "আপনার" বলিয়া চিনাইয়া দেয়। আমরা নিজে দুঃখ পাইলেই পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারি, তাই সে সময়ে পরের সুখের অনুরোধে নিজের সুখ দুঃখও উপেক্ষিত হয়। যখন এ যাতনা-ময় সংসারের উপর বিরক্তি আসিয়া পড়ে, তখনই বিশ্বমাতার স্নেহমাখা কোলে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করে; যখন জগৎ বালুকারণ্যের মত ধু ধু করিতে থাকে, একটু সুখের ছায়া একটু শান্তির সলিল কোথাও পাওয়া যায় না, তখন সেই প্রেমময় করুণাময় দেবতাকে ডাকিলে যেন সকল বিভীষিকা লুকাইয়া যায়, প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব আরাম ঢালিয়া দেয়! যদি জগতে অভাব না থাকিত, তবে কয়জনে ঈশ্বরের পবিত্র নাম মনে করিত? কয়জনের বুকে বিমল সুখের তরঙ্গ উঠিত? জগতের কয়জন চৈতন্য দেবের মত কেবল হরিনামের ভিখারী হইয়া সংসার ছাড়িতে পারে? সে দিগন্তব্যাপী উচ্ছ্বাস কয়জনের মরমে বহিয়া থাকে? এই সকল দেখিয়াও কি আমরা অভাবের প্রয়োজনীয়তা বুঝি না?

আমরা আগেই বলিয়াছি অভাব দুই প্রকার—এক কাল্পনিক অভাব আর বাস্তবিক অভাব। নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়াই কাল্পনিক অভাব মোচনের উপায়। আর রোগী, শোকী, দরিদ্র মূর্খ প্রভৃতি লোককেই বাস্তবিক

অজ্ঞানগ্রস্ত বলা যায়। ইহারা প্রকৃত দয়ার পাত্র। রোগীকে সেবা, শোকীকে সান্ত্বনা, দরিদ্রকে অর্থ, মূর্খকে বিদ্যা প্রভৃতি দান করিয়া দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করা মনুষ্যমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। দয়াময় জগদীশ্বর মানব হৃদয়ে দয়া দিয়াছেন, জগতে দয়ার পাত্র রাখিয়াছেন, ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতে পারিলেই মানব জীবন সফলতা লাভ করে।—ম।

মিসরীয় নারী।

(২৯৩ সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠার পর)

মামাতো, পিশতুতো প্রভৃতি নিকট সম্পর্কীয় ভাই ভগিনীর সহিত বিবাহ মিসরীয়দিগের অধিক বাঞ্ছনীয়। যখন এরূপ পাত্র পাত্রী না পাওয়া যায়, তখন অন্যত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালিকা যৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার বিনা সম্মতিতে পিতা মাতা বিবাহের সমস্ত কথা ঠিক করিয়া রাখেন; তাহার পর কন্যার সম্মতি লইতে হয়। যত দিন না সন্তান পৃথক থাকিতে সমর্থ হয়, তত দিন পিতা পুত্র ও পুত্রবধূকে প্রতিপালন করেন। স্ত্রী যত দিন স্বামীর নিকট অবগুণ্ঠন বিমুক্ত না করে, তত দিন বিবাহ সাব্যস্ত নয়। বিবাহ দিবার সময় কন্যাকে দান সামগ্রী দিতে হইবেই হইবে; কিন্তু এদেশের মত বরের উদর পূরণ জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইবার প্রথা নাই, ঈশ্বর করুন যেন কুত্রাপিও এরূপ প্রথা না হয়। বরকর্ত্তাও কন্যাকর্ত্তাকে কিছু দান করিয়া থাকেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উদ্বাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে কন্যাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া জন্মের মত বিদায় দান করেন। ধনবান্ বর কন্যাকে অর্থ বা বস্ত্র দান করিয়া থাকে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মতে মিসরীয় নারীরাও বড় পরিহাস-প্রিয়। কন্যা ও তৎসঙ্গিনীগণ কর্ত্তৃক বর অনেক সময় প্রতারিত হইয়া থাকে। কন্যাকে চৌকির উপর বসাইয়া ও বস্ত্রাদি জড়াইয়া দীর্ঘকায় করিয়া তাহাকে প্রতারণা করা হয়।

বালকগণ অতি অল্পকাল মাত্র বিদ্যালয়ে পড়িতে পায়; সুতরাং একটু পড়া ও সেলাই ভিন্ন তথায় আর কিছু শিক্ষা হয় না। মহানগরী কেরোর বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য কিছু ব্যয় করিতে হয় না। ইহার অঙ্গীভূত মেডিকেল স্কুলে স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত একটি বিভাগ আছে। স্ত্রী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে এই অতীব বাঞ্ছনীয় সাধু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ কখনও বিশ্বাস হয় না। সচরাচর

চিকিৎসকগণ অবরোধে প্রবেশ করিতে পারেন না বলিয়াই স্ত্রীলোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। নদীর তটস্থ বড় বড় নগর গুলিতে বালকদিগের জন্য গ্রীক্‌ যাজক ও রোমান ক্যাথলিক্‌ মঙ্কগণ বিদ্যালয় করিয়াছেন। অল্পসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে, কারণ তত্রত্য লোকদিগের বালিকার পাঠ ও গণনা শিক্ষা সম্বন্ধে বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে। আত্মীয়বর্গের সন্তান ভিন্ন অন্যান্য বালকদিগের সহিত একত্রে এক ঘরে উপবেশন করা বালিকাদিগের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তাহারা গৃহের বাহিরে উহাদিগের সহিত অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতে পারে। এদেশে আমেরিকান খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের স্কুল কলেজ আছে। তথায় ১৩৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। ৬টী বালিকাবিদ্যালয়ে গড়ে ৬৫০ বালিকা অধ্যয়ন করে, এতদ্ভিন্ন আরও ৫০টী বিদ্যালয় আছে,এগুলি যদিও খৃষ্টীয় নয়, কিন্তু খৃষ্টানদিগের যত্ন ও উৎসাহে পালিত।

মিসরীয় ভার্য্যা দুইবার পরিত্যক্তা হইতে পারেন। পরিত্যাগ কালে স্ত্রী-ধন প্রত্যর্পিত হয়; এবং যে তিন মাস কাল তিনি ভর্ত্তান্তর পরিগ্রহ করিতে না পারেন, সে তিন মাস তাঁহার পূর্ব্ব স্বামী তাঁহার ভরণ পোষণের ভার লন। স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্‌ থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরিত্যক্ত না হইয়া প্রতিসপ্তাহে খোর পোষ স্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। দুই বৎসরের ন্যূন বয়সের সন্তানকে পরিত্যক্তা পত্নী আপনার নিকট রাখিতে পারেন,কিন্তু ইহার বয়ঃক্রম সাত বৎসর হইলে পিতা তাহার দাবি করিতে পারেন। বর বিবাহের পণ রক্ষা করিতে না পারিলে, স্ত্রীকে দণ্ড স্বরূপ কিছু অর্থ দিলে তিনি অনায়াসে তদ্দণ্ডে অন্য পাত্রকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অধিকারিণী। মিসর দেশ এককালে সভ্য ছিল, এখন অসভ্য,অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন। আবার যত সভ্য হইবে, স্ত্রীজাতির সম্মাননা করিতে তত শিখিবে। হিন্দু জাতির প্রকৃত উন্নতাবস্থায় স্ত্রীলোকের কত মর্য্যাদা ছিল, মনু প্রভৃতি ঋষিবাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিন্দু সৌভাগ্য রবি অস্তাচলে গমন করিলে মুসলমানদের দৃষ্টান্ত বা প্রভাবে হিন্দু নারীগণ পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় অবোরোধবর্ত্তিনী হন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, নারীগণকে যত অধিকার দেওয়া সম্ভব, ধর্ম্মবীর মহম্মদ আপনি কোরাণে তাহা বিধিবদ্ধ করেন নাই—এমন কি ঈশ্বরোপাসনা করিতেও তাঁহাদিগকে এক প্রকার বঞ্চিত করিয়াছেন।

মুসলমানেরা নারীকে যে লেখা পড়া শিখান না এমত নহে। তবে ইহাদিগের মতে পাখীকে পড়ান ও স্ত্রীলোককে লেখা পড়া শিখান উভয়ই

সমান। ফল কথা ইহারা তাঁহাকে দুর্ব্বল অধিকার মাত্র প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীর আদেশানুবর্ত্তিনী না হইলে প্রহারিতা হইয়া থাকেন। তবে আদালতে স্ত্রীলোকের ইজ্জত রক্ষা করা হয়। স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কলহ করিলে ও বিচারালয়ে তাঁহাদিগের নামে অভিযোগ হইলে, স্ত্রীর দণ্ড না হইয়া স্বামীর দণ্ড হয়। এক জন দোষ করিল, শাস্তি হইলে আর এক জনের, একেই বলে কাজির বিচার। কিন্তু ইহার যুক্তি এই হইতে পারে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই সুতরাং পাপ পুণ্যের দায়িত্ব নাই। বস্তুতঃ মুসলমানের চক্ষে স্ত্রীর স্বাধীনতা নাই। স্বামী স্ত্রীকে ইচ্ছামত পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী কেবল ইচ্ছা হইলে কেন বিশেষ যুক্তিযুক্ত কারণেও স্বামী ত্যাগ করিতে পারেন না।

আমাদিগের দেশের অজ্ঞ মহিলাগণের ন্যায় মিসরীয় নারীগণ কুসংস্কারে পূর্ণ। ডাইনে খাইয়া ছেলে মারিয়া ফেলে। মন্ত্র বলে কাহারও পীড়া—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, এই তাহাদিগের বিশ্বাস।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ভারতবর্ষীয় মুসলমান মহিলাগণের সহিত ইহাদিগের অনেকাংশে কি সৌসাদৃশ্য নাই? আছে। যে যে বিষয়ে মিল নাই, সে গুলি কেবল দেশ ভেদে। খৃষ্টীয় প্রচারকগণ মিশরে মুসলমান বালিকাদিগের উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এদেশে প্রায় তদ্রূপ কিছুই হইতেছে না। ইহার কারণ এদেশের মুসলমানেরা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা অদ্যাপিও বুঝেন নাই, যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না, ঘরে মুন্সী রাখিয়া কোরাণ পড়ান, বেশি করেন তো ক খ পড়ান। হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষার অনেক ত্রুটি থাকিলেও মুসলমান ভগিনীদিগের সহিত তুলনায় তাহারা অনেক উন্নত।

হে ভগবন্! অখিল-ভারতনারীর অবস্থা উন্নত কর; কারণ, মহিলাগণের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সংসাধিত না হইলে, ভারতবাসীদিগের সামাজিক উন্নতি কখনই হইবে না, আর সামাজিক উন্নতি না হইলে কুত্রাপি দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না।

হলদি ঘাটের যুদ্ধ।

কি বীরত্ব!—মহত্ত্ব কে বুঝিবে তার?
অসংখ্য যবন সেনা
তার মাঝে মহারাণা—
উদয় সিংহের পুত্র—প্রবলপ্রতাপ—
'প্রতাপ সিংহের' বল,
অদ্ভুত রণকৌশল,

বুঝিবে কি বিশকোটি শৃগালে মার্জার!
ক্ষত্রিয় কুলগৌরব
রাজপুত যোদ্ধা সব
(অসম সাহস কিবা বীরপরাক্রম!)
করি মহারণ সাজ,
'যুবরাজ' সনে আজ
যুঝিলা যবন সেনা করি অতিক্রম।
অধিনেতা মহাবীর,
স্বাধীনতা জননীর
রাখিতে প্রতাপ সিংহ-বীরেন্দ্র কেশরী;
সমর-প্রাঙ্গণে পশি
চালাইছে খর অসি
নাশিছে বিপক্ষ দলে বিদলিত করি।
ভীম নাদে বজ্র প্রায়
গর্জ্জিয়া বলিছে তায়
ধিক্ 'মান সিংহ'—ওরে ধিক্-নরাধম,
রাজপুত কুলাঙ্গার
কাপুরুষ—দুরাচার
যবনের দাস—তোর কিসের বিক্রম?
ভুলি নিজ দেশ হিত
এই কি রে বীরোচিত
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আজ করিলি পালন?
স্বাধীনতা অপহারী
গৌরব বিনষ্টকারী—
যবনের পদানত—ধিক সে জীবন!
ক্ষত্রকুল-ধর্ম্ম ত্যজি
বিধর্ম্মী যবনে ভজি
যে কলঙ্ক কুলাঙ্গার রাখিলি জগতে,
ঘুচিবে না সে কালিমা,—
অপযশ অমহিমা
ঘোষিবে অনন্তকাল—অনন্ত যুগেতে।

প্রাণপণে দেশোদ্ধার
করিতে বাসনা যার
ধন্য ধন্য ধন্য সেই ক্ষত্রিয় তনয়,
দেশহিত মহাব্রতে
দীক্ষিত যে প্রাণ দিতে—
অকাতরে,—সে কি করে মরণের ভয়?
ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম
জীবনের নিত্য কর্ম্ম
শত্রু বধে দৃঢ় পণ—উল্লসিত মন,
শৃগাল কুক্কুর সম
নাহি করি পলায়ন
সম্মুখ সমরে দেয় আত্ম বিসর্জ্জন।
'বীরেন্দ্রকেশরী' আজ
বিরাজে সে রণমাঝ
অসির আঘাতে নাশি অসংখ্য যবন;
'সেলিমের' পানে ধায়,—
মত্ত মাতঙ্গের প্রায়!
নিমেষে বিপক্ষ সেনা করিছে নিধন!
শত্রু সেনা অগণিত
(কভু নহে ভয়ে ভীত)
রাজপুত সেনাপতি—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,
প্রতাপ সিংহের কীর্ত্তি,
নিয়ত গাইবে ক্ষিতি
ক্ষত্রিয় কুল-তিলক—ধন্য বীরদাপ!
গুলি বর্শা খড়্গাঘাতে
রুধির বহিছে গাত্রে
তথাপি উন্মত্ত রণে পশিয়ে আবার,—
বিষম সঙ্কটাপন্ন!
চারিদিগে শত্রু সৈন্য—
অগণ্য,—তাহার মাঝে কে করে নিস্তার,

'বীরমল্ল' হেরি তায়
দ্রুতবেগে ধেয়ে যায়
আসন্ন বিপদ হ'তে করি পরিত্রাণ,
আসন্ন মৃত্যুর মুখে
আপনি চলিলা সুখে
সাধিলা প্রভুর কার্য্য দিয়ে নিজ প্রাণ!
ধন্য ক্ষত্রিয় তনয়ে!
স্বার্থ সুখ বিনিময়ে
কিনিলা অনন্ত সুখ, সার্থক জীবন!
জীবনের পুরস্কার
এ হ'তে কি আছে তার?
দেশহিতে দেহ পাত করে যেই জন।
'আর্য্যকীর্ত্তি হলদি ঘাট'
খুলি হৃদয়-কপাট
পুণ্যক্ষেত্র বলি আজ পূজি গো তোমায়,
সহস্র সহস্র প্রাণ
দিয়ে স্বার্থ বলিদান
শায়িত স্নেহের ক্রোড়ে,—যুঝিয়া যথায়!
রুধিরে রঞ্জিত করি,
কিবা শোভা মরি মরি
রচিলা অমরাপুরী ইন্দ্রের ভবন!
বীরেন্দ্রকেশরী যত
চির জনমের মত
লভিলা অনন্ত সুখ—শান্তি নিকেতন!
জাগরে ভারতবাসী
অজ্ঞান-তিমির নাশি
দেশহিত-মহাব্রতে আত্ম বিসর্জ্জন,—
কর কর কর সবে
কভু কি সম্ভব হবে—
ভারত সৌভাগ্য-রবি ঘুমে অচেতন?

মাতৃশৈল।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী হম্‌বোল্‌ট তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণ বৃত্তান্তে নিম্নলিখিত অদ্ভুত মাতৃস্নেহের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭৯৭ খৃঃঅব্দে সান্ ফরনণ্ডোনগরে স্পেন দেশীয় মিশনারিদিগের এক আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের পাদরী সাহেব তত্রত্য আদিমনিবাসীদিগের শিশু সন্তানগণকে হরণ করিয়া আনিয়া খৃষ্টান করিতেন এবং দাসবৎ তাহাদিগকে স্বদেশীয়বর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিতেন।

একবার তিনি ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে ঐ উদ্দেশে জলপথে কিয়দ্দূর গিয়া দুইটি শিশুর সহিত একটী রমণীকে প্রাপ্ত হইলেন। ঐ নারী শিশু-শিকারী পুরুষদিগকে দেখিয়া পলাইতেছিল, পরে ধরা পড়িল ও নৌকার নিকট আনীত হইল। তাহার স্বামী ও আর দুই তিনটি সন্তান দূরে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল। সে এই বিপদ দেখিয়া এবং হয়ত স্বামী ও সেই সন্তানগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না এই শোকে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

মিশনারী সাহেব তাহাকে বলপূর্ব্বক নৌকাতে তুলিয়া সার ফারনণ্ডোর আশ্রমে আনয়ন করিলেন। হতভাগ্যা নারী স্থলপথে নিজ আবাসে ফিরিয়া যাইবার পথ জানিত না, তথাপি ঐ শিশু দুইটিকে লইয়া কয়েকবার পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। পলাইয়া গেলে পাদ্রী সাহেব তাহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনাইতেন এবং প্রহার করিতেন। অবশেষে তিনি উহাকে সন্তানদিগের হইতে বিচ্যুতা করিয়া আতাবাপো নদীর তীরবর্ত্তী রায়োনিগ্রো প্রদেশের এক মিশনারী আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। নৌকাযানে যাইতে যাইতে ঐ স্ত্রীলোকটি ভাবিল যে কোথায় যাইতেছি? সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিল যে দিকে তাহাদের দেশ, তাহার বিপরীত দিকে নৌকা যাইতেছে। তখন সে পাদ্রি সাহেবের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক নদীর জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। পরে সে নদীর স্রোতে কতক দূর ভাসিয়া গিয়া বাম তীরে এক গণ্ড শৈলের নিকট আশ্রয় পাইল। এই ঘটনাপ্রযুক্ত ঐ গণ্ড শৈল "মাতৃশৈল" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি তীরে উঠিয়া সন্নিহিত অরণ্য মধ্যে লুকাইয়াছিল; মিশনারীর ভৃত্যগণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সন্ধ্যাকালে তাহাকে তথা হইতে ধরিয়া আনিল। হতভাগ্যা নারী পাদ্রী সাহেবের হস্তে প্রথম অবধি পুনঃ পুনঃ প্রহার সহ করিতেছে, ঐ উপলক্ষে নির্দ্দয় পাষণ্ড মিশনারী ভৃত্যেরা জাতক্রোধে তাহাকে কত যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। অবশেষে তাহারা তাহাকে পিচমোড়া করিয়া বাঁধিয়া জাবিতার মিশনারী আশ্রমে উপনীত করিল, জাবিতায় নীত হইয়া সেই নারী এক গৃহে রুদ্ধ হইল। সার ফরনণ্ডো হইতে এই স্থান প্রায় চল্লিশ ক্রোশ অন্তর। এই মধ্যবর্ত্তী স্থান ভীষণ বনাকীর্ণ এবং এমত দুর্গম যে তন্মধ্য দিয়া কেহ কখন কোথাও যাইতে চেষ্টা বা সাহস করে নাই। জলপথ ভিন্ন অন্য পথ ছিল না, কিন্তু পুত্র-বিরহ-কাতরা নারীর পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে। সে সন্তানগণকে দেখিবে, নৃশংস খৃষ্টানদিগের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে এবং তাহাদিগকে লইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবে, ইহার নিমিত্ত কোনও প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। সে মাতৃস্নেহের দুর্দ্দমনীয় বেগে আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। তাহার হস্তের বন্ধনস্থানে ক্ষত হইয়াছিল, আর তাহার সেই স্থান হইতে পলায়ন সম্ভব নহে এই ভাবিয়া তাহার রক্ষকেরা তাহার হস্তের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিও রাখে নাই। সে এই সুযোগে দন্তদ্বারা হস্তের বন্ধন ছেদন

পূর্ব্বক এক দিবস রাত্রিযোগে প্রস্থান করিল। ইহার চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে দৃষ্ট হইল সার করনাণ্ডোর যে কুটিরে সেই অপহৃত অনাথ শিশুদ্বয় রুদ্ধ রহিয়াছে, তাহার চতুষ্পার্শে তাহাদের শোক-কাতরা জননী পাগলিনীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

এই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। একে হিংস্রজন্তুপূর্ণ ভীষণ অরণ্য ; তায় ঘনঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন হওয়াতে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থান তিমিরাবৃত; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক নদীর জল প্লাবিত হইয়া কতক দূর স্থানকে জলময় করিয়া রাখিয়াছে, স্থানে স্থানে কণ্টকময় লতা-গুল্মসকল বৃক্ষে বৃক্ষে জালবৎ বিস্তৃত থাকিয়া পথ অবরোধ করিয়াছিল। এমন অবস্থায় সেই হতভাগিনী কামিনী যে কেমন করিয়া তিন দিবসের মধ্যে এই দুর্গম পথ অতিবর্ত্তন করিল, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। অনাহারে ও রাক্ষবর্গের প্রহারে পূর্ব্বাবধি তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়াছিল। এই কয়েক দিন সে মনুষ্যের যোগ্য আহারীয় বস্তু কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ এই কোমলাঙ্গী কেবল অপত্য-স্নেহের বলে যে দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিয়াছিল, অত্যন্ত বলবান ও সাহসী পুরুষেও তাহা সাধন করিতে সমর্থ হইত না। মাতৃস্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি !

ইহার পরে সেই স্নেহময়ী জননীর অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতে আর লেখনী চালনা করিতে পারি না, মহা পাপিষ্ঠ মিশনারীরা তাহার শরীরের ব্রণ (ঘা) সকল না শুকাইতে শুকাইতে তাহাকে অন্য এক মিশন আশ্রমে পাঠাইয়া দিল। তথায় সে পতি পুত্র মুখ সন্দর্শন বিষয়ে একবারে হতাশ হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল!!

শারদা সদন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পণ্ডিতা রমাবাই পুনানগরে তাঁহার সঙ্কল্পিত শারদাসদন রীতিমত স্থাপন করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে ১৮টী রমণী তাহার ছাত্রী হইয়াছে। আমরা আশা করি সত্বর এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে। হিন্দু বিধবা রমণীগণ সুশিক্ষিত হইয়া আপনাদিগের দুর্ভাগ্য জীবনকে যাহাতে শান্তিপূর্ণ ও সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত করিতে পারে, তাহাই আমাদের বিধবা বঙ্গবধূ বিদুষী রমাবাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরাও জিজ্ঞাসা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই শুভ অনুষ্ঠানটী সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিয়মে পরিচালিত হইয়া ভারত নারীদিগের উন্নতি সাধনে সহায়

হউক। শারদাসদন সম্বন্ধে যে বিবরণ আমরা পাইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

১। উদ্দেশ্য—সাধারণরূপে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাবিধান বিশেষরূপে উচ্চ বর্ণের ও অন্যান্য নিরাশ্রিতা বিধবাদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন এতদুদ্দেশ্যে ১৮৮৯ সালের ১১ই মার্চ্চ শুক্রবার "শারদা সদন" নামক বিদ্যালয় নূতন উইলসন কলেজের পশ্চাৎভাগে চৌপাটী নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। "শারদা সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিম্নলিখিত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল।

২। নিয়ম—যে কোন বিদ্যার্থিনী বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারিণীর নামে লিখিত আবেদন পাঠাইবেন অথবা সমক্ষে যাইয়া দেখা করিবেন। সাহায্যকারী মণ্ডলীর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুকূল অথবা প্রতিকূল মত হইলে জানান যাইবে। যাঁহারা লিখিত আবেদন পাঠাইবেন, তাঁহারা নাম গ্রাম জেলা সমস্ত ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

যাঁহারা বিদ্যালয় হইতে দূরে অবস্থিতি করিবেন, তাঁহাদিগকে একজন স্ত্রীলোক অথবা গাড়ী পাঠাইয়া আনান যাইবে ও পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

৩। বিদ্যার্থিনী—বিদ্যালয়ে প্রথম উচ্চ বর্ণের বিধবা ও অন্যান্য নিরাশ্রয় উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোকদিগকে স্থান দেওয়া যাইবে, তৎপর অন্যান্য বিদ্যার্থিনীদিগকে গ্রহণ করা হইবে। বিদ্যার্থিনীদের বয়স ২০ বৎসরের ন্যূন হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যার্থিনীদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সাহায্যকারী মণ্ডলী বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। তাহাদের স্বভাব চরিত্র ভাল বলিয়া প্রমাণিত না হইলে তাঁহারা গৃহীত হইবেন না।

৪। শিক্ষা—বিদ্যার্থিনীদের শক্তি ও ইচ্ছানুসারে সাধারণ ও বিশেষ এই দুই প্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

সাধারণ শিক্ষা—মহারাষ্ট্রী, গুজরাটি, ইংরেজী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া যাইবে। সেইরূপ ব্যাকরণ, ভূগোল বিদ্যা, খগোল বিদ্যা, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন শাস্ত্র, বনস্পতি শাস্ত্র, প্রাণিশাস্ত্র, ভূগর্ভশাস্ত্র, আরোগ্যশাস্ত্র, শারীর শাস্ত্র, প্রভৃতি আবশ্যকানুসারে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন নীতি, মর্য্যাদা, ব্যবহার, গৃহব্যবস্থা প্রভৃতি আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে।

৫। ব্যাবহারিক শিক্ষা—সেলাই কাজ, বুনন কাজ, উলের কাজ, চিত্র লেখা, চিনা বাসনে ছবি ও চিত্র আঁকা, মাটীর বাসনে চিত্র করা, সুন্দর বাঁশের কাজ ও কিন্ডার গার্টেন নামক বালশিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

৬। বেতন—যাহারা বেতন দিতে সমর্থ, তাহাদের নিকট হইতে লওয়া যাইবে। যাহারা বেতন দিতে অসমর্থ,

তাহাদিগকে ফ্রি ভরতি করা যাইবে।

৭। নিরাশ্রয় বিদ্যার্থিনীদিগকে আশ্রয় দান—সাহায্যকারী মণ্ডলী যাহাদিগকে আপন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ মনে করিবেন, তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র পুস্তক ও বিদ্যালয়ে থাকিতে দিবেন। এই প্রকার বিদ্যার্থিনীদিগের মধ্যেও বিধবাদের বিষয় প্রথম বিবেচিত হইবে।

৮। বিদ্যালয়বাসিনী—যাহারা সাধারণ রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ এবং বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বাড়ী ভাড়া ভিন্ন অন্য খরচ দিতে হইবে। যাহারা সকল খরচ দিতে সমর্থ,শুধু তাহাদের নিকট হইতেই সকল খরচ গ্রহণ করা যাইবে।

৯। ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য—বিদ্যার্থিনীদের ধর্ম্মমত ও রীতি নীতি সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে পণ্ডিতা রমা বাই কিম্বা নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগের নিকট পত্র লিখিয়া অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিবেন। সাহায্যকারী মণ্ডলীর মধ্যে কয়েক জনের নাম :—রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রেনেডে (পুনা),ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকার (পুনা), রাও বাহাদুর শঙ্কর পণ্ডিত (আহমদনগর), রাও সাহেব মহিপতরাম রূপরাম (আহমদাবাদ), অনারেবল কাশীনাথ ত্রৈম্বক তেল্যাঙ (বোম্বাই), রাও সাহেব বামন আবজি মোদক (বোম্বাই), ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাম (বোম্বাই), ডাক্তার সদাশিব বামন কাক (বোম্বাই)।

পণ্ডিতা রমাবাই,

বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপিকা।

আমেরিকার দয়াবতী স্ত্রীগণ।

তুরস্কীয়দিগের সহিত গ্রীকদিগের যে যুদ্ধ হয়,তাহাতে গ্রীকরমণীগণ নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছিল। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমেরিকার কতকগুলি স্ত্রীলোক আপনাদের হস্ত নির্ম্মিত বহুবিধ অলঙ্কার পরিচ্ছদাদির সহিত একখানি জাহাজ গ্রীকদিগের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেন। এই সঙ্গে হার্টফোর্ড নগরের সিগোর্নি সাহেবের পত্নী উক্ত নগরস্থ নারীগণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া গ্রীক নারীদিগের নিকট যে পত্র* প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম এই।:—

ইউনাইটেড ষ্টেটস্
১২ই মার্চ্চ ১৮২৮।

* এই পত্রখানি যেরূপ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত সরল ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা অনুবাদে সম্যক প্রকাশিত হইবার নয়। এইজন্য আমরা মূল ইংরাজী পত্রখানি অবিকল মুদ্রিত করিলাম :—

"United States of America, March 12, 1828. The Ladies of Hartfor d, in Connecticut, to the I adies of Greece.

ভগিনীগণ!

শৈশবাবধি আমরা তোমাদের দেশের যশঃকীর্ত্তন করিয়া থাকি। যে দেশে হোমর, এরিষ্টইদিস্, সোলন ও সক্রেটিস্ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা আমাদের পতি ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রথম বয়স হইতে সেই দেশের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছি। প্রাচীন গ্রীকদিগের মহোচ্চ মহিমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমাদের মনে যে উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের বংশধরদিগের প্রতিও আমাদের অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তুরকীদিগের সহিত যুদ্ধে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত আপনারা যে ভয়ঙ্কর ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের দুঃখে আমরা অতীব দুঃখ অনুভব করিতেছি।

এতৎ সমভিব্যাহারে আপনারা আমাদের অন্তঃকরণের সহানুভূতি প্রকাশক উপঢৌকন স্বরূপ কতকগুলি দ্রব্য পাইবেন। দ্রব্যগুলি অতি সামান্য। কিন্তু যদি আপনারা জানিতেন, যে আমাদের মধ্যে কত দরিদ্র ব্যক্তি কত যত্ন করিয়া এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনারা কতই সুখী হইতেন। যে সকল দরিদ্রা রমণী বহু পরিশ্রমে আপনাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাও আপনাদের বিশ্রাম কালের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা সময় বাঁচাইয়া সেই সময়ে আপনাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী

"Sisters and friends,—From the years of childhood your native clime has been the theme of our admiration: together with our brothers and our husbands, we early leraned to love the country of Homer, Aristides, of Solon, and of Socrates. That enthusiasm which the glory of ancient Greece enkindled in our bosoms has preserved a fervent friendship for her descendants. We have beheld, with deep sympathy, the horrors of Turkish domination, and the struggle so long and nobly sustained by them for existence and for liberty.

"The communications of Dr. Howe, since his return from your land, have made us more intimately acquainted with your personal sufferings. He has presented many of you to us, in his vivid descriptions, as seeking refuge in caves, and under the branches of Olive trees, listening for the footsteps of the destroyer, and mourning over your dearest ones slain in battle.

"Sisters and friends, our hearts bleed for you. Deprived of your protectors by the fortune of war, and continually in fear of evils worse than death, our prayers are with you, in all your wanderings, your wants, and your griefs. In the vessel (which may God send in sefety to your shores!) you will receive a portion of that bounty wherewith He hath blessed us. The poor among us have given according to their ability, and our little children have cheerfully aided, that some of you and your children might have bread to eat, and raiment to put-on. Could you but behold the faces of our littles ones brighten, and their eyes sparkle with joy, while they give up their holidays, that they might work with their needles for Greece;

প্রস্তুত করিয়াছেন। গ্রীকদিগের সাহায্য হইবে এই বলিয়া আমাদের সন্তানগণ ছুটির দিবসে বিরামসুখ ত্যাগ করিয়া কতকগুলি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে। আহা! তাহাদের তৎকালীন উৎসাহোজ্জ্বল এবং হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডল যদি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহা হইলে আপনারা কতই আনন্দ অনুভব করিতেন। বস্তুত আপনাদের ক্লেশ দূর করিবার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগের মধ্যে যেরূপ ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা যদি আপনারা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে অল্পক্ষণের জন্যও আপনাদের প্রফুল্লতার উদয় হইয়া দুঃখভার লঘু বোধ হইত।

ভগিনীগণ! তোমাদের দুঃখের বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তোমরা অনেকে পতি পুত্র হারাইয়াছ, আবার এখন মরণাধিক যন্ত্রণাকর অপমানের ভয়ে ভীত হইয়া রহিয়াছ। আমরা আর কি করিব? আমরা সমুদ্রের অপর পার হইতে তোমাদিগের নিমিত্ত সহানুভূতির হস্ত প্রসারণ করিতেছি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাদিগের শোকদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন; তোমাদের সকল অভাব মোচন করুন, তোমরা যেখানে পলাইতেছ, তিনি সেখানে তোমাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করুন।

Could you see these females who earn a subsistence by labor gladly casting their mite into our treasury, and taking hours from their repose, that an additional garment might be furnished for you; could you witness the active spirit that pervades all classes of our community, it would cheer for a moment the darkness and misery of your lot.

"We are inhabitants of a part of one of the smallest of the United States, and our donations, must, therefore, of necessity, be more limited than those from the larger and more wealthy cities; yet, such as we have, we give in the name of our dear Saviour, with our blessings and our prayers.

"We know the value of sympathy—how it arms the heart to endure—how it plucks the sting from sorrow—therefore, we have written these few lines to assure you, that, in the remoter parts of our country, as well as in her high places, you are remembered with pity and with affection.

"Sisters and friends, we extend across the ocean our hands to you in the fellowship of Christ. We pray that his cross and the banner of your land may rise together over the crescent and the Minaret—That your souls may hail the freedom of ancient Greece restored, and build again the waste places which the oppressor hath trodden down; and that you, admitted once more to the felicities of home, may gather from past perils and adversities a brighter wreath the kingdom of Heaven!

LYDIA H. SIGOURNEY,

Secretary of the Greek Committee of Hartford Connecticut.

মা।

ইষ্টদেবি জননি! তোমার স্বর্গীয় পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে এ দেহের অবসান করিব, ইহাই আমার সংকল্প। বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বর মাতৃভক্ত সন্তানকে অবশ্যই ক্রোড়ে স্থান দিবেন। লোকে যেমন নদী দ্বারা সাগরবক্ষে নীত হয়, তেমনি মাতৃভক্তি দ্বারাই সেই অনন্তদেবের বক্ষে নীত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর মাতৃভক্তকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

মা! তুমি আমার আত্মার পুণ্য ও সনাতন জন্মক্ষেত্র (১)। আমি তোমার জঠরে জন্মলাভ করিয়া তোমারি প্রাণনাড়ী শোষণ করিয়া নিজ প্রাণনাড়ী পোষণ করিয়াছি। ওঃ! তোমার সে উগ্র তপস্যার কথা মনে হইলে আত্মাপুরুষ শুখাইয়া যায়, চেতনাশক্তি নিমীলিত হয়। মাতঃ! তোমার ঋণের এক কণাও আমি এজন্মে শুধিতে পারি নাই, এবং কোটি কল্প তপস্যা করিলেও শুধিতে পারিব না (২)।

তুমি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগতের পরিপূর্ণ তৃপ্তিকামনায় গৃহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। সকলের মুখে অন্নজল দান না করিয়া কখনই নিজ মুখে অন্ন জল প্রদান কর নাই। ব্রহ্মময়ি! তুমি জীবের পালনার্থেই ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তোমার সেই মাতৃরূপিণী ব্রহ্মমূর্ত্তি ধ্যান করিলে আমার হৃদয়মধ্যে অরুণোদয় হয়, হৃৎকুণ্ডে হোমানল প্রজ্বলিত হয়, অন্তরাত্মায় স্বর্গগঙ্গা প্রবাহিত হয়। তোমার সেই স্নেহের কথা মনে হইলে আমার দেহের নাড়ীচক্র অমৃতরসে প্লাবিত হয়, ভক্তিসাগর উথলিয়া উঠে, একপ্রকার অপূর্ব্ব ভাবে আত্মা এরূপ বিমুগ্ধ হয়, যে, বলিতে পারি না, সে অবস্থা আমার শোকের কি হর্ষের!

মা! তোমার সেই স্নেহরসাক্ত শাকান্নে বিধাতা যে মিষ্ট দান করিয়াছিলেন, সে মিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনও পদার্থেই দেন নাই; তাহা দেবলোকেও দুর্লভ। সেই শাকান্নের কথা স্মরণ হইলে অন্তিমকালেও

---

(১) "আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামা সনাতনম্"—(ভারত)।

"যো হ্যয়ং ময়ি সংঘাতো মর্ত্ত্যত্বে পাঞ্চভৌতিকঃ।
অস্যা মে জননী হেতুঃ পাবকস্য যথারণিঃ॥
মাতা দেহারণিঃ পুংসাং সর্ব্বস্যার্ত্তস্য নির্বৃতিঃ।
মাতৃলাভে সনাথত্বমনাথত্বং বিপর্য্যয়ে"॥

অরণি অর্থাৎ যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই কাষ্ঠ যেমন অগ্নির কারণ, মাতাও তেমনি সন্তানের এই পাঞ্চভৌতিক দেহপিণ্ডের কারণ। মাতাই সন্তানের দেহের অরণি, মাতাই সর্ব্ব দুঃখের শান্তি, মাতাই একমাত্র আশ্রয়, মাতা না থাকিলেই লোকে অনাথ হয়।

(২) "যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি" (মনু)

আমার মহাপ্রাণী—'তৃপ্তোঽস্মি'—শব্দে প্রতিধ্বনিত হইবে।

মহাশক্তি মাতঃ! আমি সঙ্কট-পীড়ায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে, তুমি সাক্ষাৎ কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ, দুর্জ্জয় কৃপাণহস্তে তুমি কৃতান্তকে শাসাইয়াছ, তোমার হুহুঙ্কারে যমের হস্ত হইতে যমদণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে, তুমি কালের হস্ত হইতে সন্তানকে কাড়িয়া লইয়াছ। তুমি উগ্রচণ্ডার ন্যায় জ্বলন্ত অগ্নিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সন্তানকে উদ্ধার করিয়াছ, আমি তোমার বক্ষের ছায়ায় কোনও সন্তাপ জানিতে পারি নাই (৩)। তুমি ছিন্নমস্তার ন্যায় স্বহস্তে নিজ মুণ্ড কাটিয়া সেই রুধিরধারায় সন্তানের প্রাণনাড়ীর তর্পণ করিয়াছ। অভয়ে! তুমি একবার ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় তোমার অভয় বক্ষে সন্তানকে ধারণ কর।

জননি! আমি অদৃষ্টচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া তোমায় ছাড়িয়া দূরে গমন করিলে, আবার যতক্ষণ না তোমার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইতাম, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মা সুস্থির হইত না। তোমার আকর্ষণশক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির ন্যায় অলক্ষ্যভাবে অনুক্ষণ ক্রোড়ে আকর্ষণ করে; সেই ক্রোড়ে সংলগ্ন হইলেই সকলের সকল বেগ ও সকল চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়। সেই ক্রোড়ের ছায়ায় সকলের সকল শোক ও সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ হয়। যে গৃহে সেই করুণাময়ীর অধিষ্ঠান, তাহা জীর্ণ পর্ণশালা হইলেও আনন্দধাম, তাহার নিকট বৈকুণ্ঠধামও তুচ্ছ। যে গৃহে মাতা নাই, তাহা স্বর্ণ অট্টালিকা হইলেও শ্মশানের ন্যায় শোচনীয়।

এ জগতে মাতৃস্নেহের শক্তির ইয়ত্তা নাই, তাহা অগাধ ও অপ্রমেয়। সে শক্তির নিকট মহাভূতও (৪) পরাস্ত হয়, দৈবশক্তিও পরাভব মানে। ক্ষুৎ, পিপাসা, বাত, বৃষ্টি, শীত, উষ্ণ, জরা, ব্যাধি, কোন বিঘ্নই মাতৃশক্তিকে বাধা দিতে পারে না। সম্মুখে দুর্জ্জয় গিরি, উচ্ছলিত মহাসাগর, দুর্গম গহন, ভীষণ দাবাগ্নি, দুরন্ত হিমানী, কোনও সঙ্কটই পুত্রপ্রাণার্থিনী উন্মাদিনীর গতিবেগ প্রতিহত করিতে পারে না; মাতার চরণতলে সকলকেই নত হইতে হয়।

এ জগতে কোন্ মহাপুরুষ, কোন্ দিব্যপুরুষ, মাতার নিকট বীরত্ব দেখাইতে পারে? দিব্যপ্রভাব ভীষ্মদেবের শরশয্যা ত কেবল শেষের কয়েক দিনের জন্য; কিন্তু সন্তানধাত্রী জননীর শরশয্যা প্রথম হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত। দিব্য-

(৩) "নাস্তি মাতৃসমা ছায়া"—মাতার ন্যায় ছায়া আর নাই। যে ছায়ায় বসিলে সদা সর্ব্বসন্তাপ দূরে যায়, সেই—"সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী" জননীর ন্যায় ছায়া এ জগতে আর কি আছে?

(৪) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত।

প্রভাব বীস্ত ও একবারমাত্র লৌহ-কণ্টকে বিদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু সন্তানের পাপে গর্ভধারিণী অহরহঃ অমুক্ষণ শোক-শল্যে বিদীর্ণ হইয়া থাকেন। মাতার সে যন্ত্রণা ও সে সহিষ্ণুতা অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কে জানিতে পারে? মা গো! তুমি যখন পুত্রের আরোগ্য-কামনায় ইষ্টদেবতার মন্দিরে সাত দিন সাত রাত্রি অনশনে হত্যা দিয়া পড়িয়া ছিলে, যখন তুমি কঙ্কালসার হইয়া সন্তানের জন্য শবসাধনায় মগ্ন ছিলে, তখন কোন্ যোগী, কোন্ ঋষি, কোন্ সাধক, সে শবসাধনা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে? তুমি যখন পুত্রের আরোগ্য-কামনায় ইষ্টদেবতার স্থানে বীরাসন পাতিয়া সর্ব্বশরীরে জ্বলন্ত হুতাশন ধারণপূর্ব্বক বুক চিরিয়া সেই রক্তে ইষ্টদেবতার পূজা দিয়াছিলে, তখন তোমার সেই জ্বালাময়ী রৌদ্রমূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং রুদ্রদেবও শিহরিয়া উঠিতেন।

মা! আমার শৈশবের কথা সকলি বিস্মৃতি-তামসে অদৃশ্য হইয়াছে। যখন গভীর ধ্যানযোগে নিমগ্ন হই, তখন স্মৃতিপথাতীত সেই সকল অতুবাণ-কালের কথা এক একবার হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হয়, পরক্ষণেই আবার ঘোর অন্ধকারে বিলীন হয়। যখন আমি দোলায় শয়ন করিয়া রোদন করিতাম, শিশুর যে রোদন বিশ্বসংসারের আর কেহই আসিয়া থামাইতে পারিত না, তখন তুমি যত দূরেই থাক, সে রোদন শুনিতে পাইতে, হাতের কর্ম্ম ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিতে; সুদূর হইতে তোমার আগমনের সেই অব্যক্ত পদসঞ্চারের শব্দ আর কেহই শুনিতে পাইত না, কিন্তু সেই সূক্ষ্ম ও অলক্ষ্য মাতৃপদশব্দে আমার হৃদয়তন্ত্রী কেমন বাজিয়া উঠিত, অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ হইতাম। যোগীরা যেমন অনাহত নাদ শুনিতে পান (৫), শিশুরাও তেমনি সূক্ষ্ম মাতৃপদশব্দ শুনিতে পায়।

হা বিধাতঃ! তুমি মাতৃবদনে কি মমতা, কি মাধুরীই দিয়াছিলে! যখন শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া তদীয় স্তন্যরূপী হৃদয়সার পান করিতে করিতে, সেই বদনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতাম, জানি না তখন তাহাতে কি মাধুরী দেখি-

(৫) নাদ অর্থাৎ শব্দ দুই প্রকার, 'আহত' ও 'অনাহত'। যাহা সর্ব্বসাধারণের শ্রুতিগোচর হয়, তাহা 'আহত' নাদ। যোগীরা একতান চিত্তে যোগমগ্ন হইয়া যাহার উপাসনা করেন, যাহা তাঁহাদের হৃৎপদ্মে সূক্ষ্ম ওঙ্কাররূপে প্রতীত হয়, সেই অন্যের অগম্য সূক্ষ্ম ধ্বনিকে 'অনাহত নাদ' বলে; যথা,—

"আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।
তত্রাঽনাহতনাদং তু মুনয়ঃ সমুপাসতে"॥
(সঙ্গীতদর্পণ)

"ধ্যানযোগাপ্রতিষ্ঠৈকসাধ্যং ন সুকরং নৃণাম্।
তস্মাদত্র সুখোপায়ং শ্রীমদাদিমনাহতম্।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ মুনয়ঃ সমুপাসতে"।
(সঙ্গীতরত্নাকর)

তাম! কি ভাবে আত্মা বিমূঢ় হইত!

সর্ব্বসন্তাপহারিণি জননি! উদ্দাম দাহজ্বরের জ্বালায় দেহ দহ্যমান হইলে, সেই জ্বলন্ত দেহ যখন তুমি আসিয়া স্পর্শ করিতে, সন্তানের জ্বালা যন্ত্রণা সকলি জুড়াইয়া যাইত। অমৃতময় মাতৃকরস্পর্শ ভিন্ন আর কোন্ মহৌষধ সে বিষময়ী দাহজ্বালা নিবারণ করিতে পারে? নিদারুণ সুধানলে জ্বলিত ও কঠোর পিপাসায় বিশুষ্ককণ্ঠ হইয়া গৃহে আসিয়া একবার 'মা'বলিয়া ডাকিলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাইত, অন্তরাত্মা যেন আকণ্ঠ অমৃতরসে পূরিত হইত। মা! সন্তানের কষ্ট তুমিই বুঝিতে, এবং সে কষ্টের প্রতীকারের মহৌষধও তুমিই জানিতে। হা মাতঃ! সে স্নেহমমতা, সে নাড়ীর টান আর কোথায় পাইব?

মা! তুমি সন্তানের কুশল ভিন্ন আর কিছুই প্রত্যাশা কর নাই, ভগবানের নিকটও আর কিছুই কামনা কর নাই, সত্য; কিন্তু সন্তান যে তোমায় অসময়েই চিনিয়াছিল, সময়ে চিনিতে পারে নাই, এ অনুতাপে এ আপ্‌সোসে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র স্ফুটিত হইলেও, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

স্ত্রীলোকের অবসর শিক্ষা।

কুসংস্কার, আশঙ্কা, গোঁড়ামি, শাস্ত্রানভিজ্ঞতা অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, এ দেশের বহুসংখ্যক লোক এখনও স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সংখ্যা কম নহে, ইহাঁদের অধিকাংশ স্থিতিশীল শ্রেণীর সভ্য। শাস্ত্রীয় প্রমাণ,অকাট্য যুক্তি, সামাজিক উন্নতি, সময়োচিত প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি যে কোনও বিষয় লইয়া বিচার কর, (বিচার সত্য এবং নিরপেক্ষ হইলেও,) কিছুতেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, স্ত্রীজাতির মধ্যে উত্তমরূপে সুশিক্ষা প্রচলিত না হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। শরীরের একাংশমাত্র স্থূল এবং সম্পূরিত হইলে অন্যাংশ যেমন কৃশ, নিস্তেজ ও অসম্পূরিত হইয়া ক্রমে পক্ষাঘাত নামক উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি করে, সেইরূপ যদি মানব সমাজের কেবল পুরুষজাতির উন্নতি পক্ষে বিশেষ যত্ন করা হয় এবং নারীজাতির শিক্ষা ও সমুন্নতির জন্য সংস্কারক মহাশয়েরা বিরত থাকেন, তাহা হইলে সমাজ কখনই সমুন্নত, সভ্য, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। নারীজাতি সমাজের কিরূপ

প্রয়োজনীয় অংশ, অদ্যাপি অনেক শিক্ষিত লোকও তাহা বুঝেন না। সমাজের উপরে স্ত্রীজাতির কিরূপ আধিপত্য এবং স্ত্রীজাতির উন্নতি ও অবনতিতে সমাজের কিরূপ ফলাফল হয়, ইহা যাঁহারা কখনও প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর ন্যায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারেন না; এইজন্য হিন্দু জাতির সমুদায় প্রাচীন শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিধান আছে। অর্দ্ধশিক্ষা, অল্পশিক্ষা ও কুশিক্ষায় এ দেশীয় অনেক স্ত্রীলোকের স্বভাব বিপরীত হইয়া গিয়াছে এ কথা ঠিক্; কেহ কেহ বা বিদেশীয়া পাদ্রিণী বা শিক্ষয়িত্রীর নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ও দেশাচার এককালে পরিত্যাগ করিয়াছে একথাও ঠিক্; কোনও কোনও স্থানের যুবতীরা বিলাসিনী, পরিশ্রমকাতরা, আদরিণী, সোহাগিনী, বাবু-প্রকৃতিক হইয়া উঠিয়াছেন এবং পূর্ব্বকার রমণীগণের ন্যায় গুরুভক্তি, স্বামিভক্তির আধিক্য দেখাইতে পারেন না, ইহাও অপ্রকৃত কথা নহে। ফলতঃ প্রকৃত শিক্ষা যাহাকে বলে তাহা এখনও প্রকৃতরূপে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। হয় নাই বলিয়া এত গণ্ডগোল ও সাম্প্রদায়িকতা দাঁড়াইয়াছে। যাহাই হউক, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া যাঁহারা শিক্ষা দিতে ইচ্ছা না করেন অথবা গৃহেও পুস্তকাদি পড়াইতে যাঁহারা একেবারেই অসম্মত, তাঁহাদিগকে দুই একটী পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রীলোকদিগকে পুঁথি পড়াও আর নাই পড়াও, তাহাদিগকে "কাজের লোক" করিয়া রাখা উচিত। পুস্তক পড়িতে বা পত্র লিখিতে পারিলেই যে "কাজের লোক" হয় এমন নহে, অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে রমণীদিগকে বুদ্ধিমতী, জ্ঞানবতী, কর্ম্মঠা, পরিশ্রমপরায়ণা এবং "কাজের লোক" করা যাইতে পারে। আমরা এই প্রবন্ধে কয়েকটী উপায়ের প্রস্তাব করিতেছি। যে কোনও শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান গৃহস্থ এতদনুসারে আপনাপন পারিবারিক সীমামধ্যে নারী জাতির সমূহ উপকার সাধন করিতে পারেন এবং সমাজও তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটে আজীবন ঋণী থাকিবেন। উপায়গুলি কঠিন বা ব্যয়সাধ্য নহে; ইহা ধর্ম্ম ও দেশাচার উভয় প্রকারেই সঙ্গত।

প্রথম উপায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পড়িয়া এদেশের মধ্যশ্রেণীর ও তদুপরিস্থ সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন বিলাসী ও বাবু হইয়া পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ "পোজিশন" নামে এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য ইহাঁদিগকে এত প্রকার কৌশল অবলম্বন ও "হঁপি-

স্মারং হইয়া থাকিতে হয় যে, বোধ হয়, ক্রমে ক্রমে এ দেশের ধনিসম্প্রদায় ঘোরতর অলস হইয়া পড়িবেন। বিলাতের পার্লামেণ্টের মেম্বর কিম্বা লর্ড-বংশের লোকেরা অনেকে নিজে বাজারে গিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করেন, জুতার দোকান করিয়া জুতা বিক্রয় করেন, স্বহস্তে বৃক্ষ কাটেন, টোপী প্রস্তুত করেন, মোজার তাঁত কাটেন এবং নানা প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। এদেশে ৫০ টাকা বেতনের কেরাণী মহাশয়ের বাবুগিরি ও বিলাসিতা দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। একশত টাকা বেতনওয়ালা বাবুর সহধর্ম্মিণীর বাবুগিরি, সৌখীনতা, বিলাসিতা, পরিশ্রম-কাতরতা দেখিলে মনে মনে ঘোরতর ঘৃণার উদ্রেক হয়। ভদ্র পরিবার মধ্যে এই সকল বিষম দোষের কি সহজে প্রতীকার হয় না? পুরুষ মহাশয়ের একটু যত্ন থাকিলে এসকল দোষ অনায়াসেই দূরীভূত হয় এবং গৃহস্থও লাভবান হইতে পারেন। অনেক গৃহস্থকে মাসে মাসে কামীজ, কম্ফর্টার, গামোছা, তোয়ালে, দোপাট্টা, বিছানার চাদর, কার্পেটের জুতা, তোষক, উপাধানের আবরণ, উপাধান, ছেলের পোষাক প্রভৃতি ক্রয় করিতে বা প্রস্তুত করাইতে হয়। দেশীয় স্ত্রীলোকেরা অবকাশকাল যদি গল্প, আমোদ, ক্রীড়া প্রভৃতিতে ক্ষেপণ না করিয়া আপনাপন গৃহে এসকল প্রস্তুত করিতে শিখেন, তাহা হইলে গৃহস্থের মাসে মাসে অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায় এবং অবসর কাল কর্ম্মে লিপ্ত থাকা হেতু অন্য দিকে চিত্তবৃত্তিও প্রধাবিত হয় না। ইহার আর এক ফল এই যে, কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে এবং নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ হয়। ক্রমশঃ কর্ম্মে পরিপক্কা হইলে নূতন নূতন যুক্তি ও উপায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তজ্জনিত মেধাশক্তি প্রখরা হইয়া উঠে। উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে এ সকল শিখাইয়া দিলে তাহারা সহজেই কর্ম্ম করিতে পারে, যে হেতু ব্যাপার কিছু কঠিন নহে। সিংগার সাহেবের শেলাইয়ের কল আনাইয়া প্রথমে অল্পে অল্পে শিখাইতে হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শিখাইয়া দিতে হয়। ইহার শুভ ফল এই হয় যে, ঈশ্বর না করুন, যদি স্ত্রীলোকের স্বামী অসময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং সহধর্ম্মিণী অনন্যগতি হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তিতা হন, তাহাহইলে এই উপায়ে সহজে সৎ পথে থাকিয়া আপনার ভরণ পোষণ আপনিই নির্ব্বাহ করিতে পারে, অন্যের গলগ্রহ হইতে হয় না। অনেক পরিবারের বিধবারা এই উপায়ে প্রাণ ধারণ করে। ভদ্র বাবুদের সহধর্ম্মিণী স্বামীর বিয়োগের পরে অর্থ বা সহায়শূন্যা হইলে প্রায়ই বিষম বিপদে পড়েন, কেহ কেহ বা ধর্ম্ম

পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। প্রথমাবস্থা হইতে বিলাসিতার হাত হইতে বাঁচাইয়া ইহাদিগকে এই উপায়ে শিক্ষিতা করিতে পারিলে অনেক সময়ে অনেক প্রকারের উপকার পাওয়া যায়। আমরা বিবেচনা করি, এই উপায়ের বহুল প্রচারে সমাজ ধনী, নারী জাতি পরিশ্রমপরায়ণা এবং সহায়প্রাপ্তা হইতে পারে। কর্ম্মটাও কিছু হীন কর্ম্ম নহে, এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম বা দেশাচারের প্রত্যবায় হয় না। এই সুউপায়টা একবার প্রতি ঘরে ঘরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না? পরিবারকে যদি সুখের আকর, সুস্থতার নিদান, ধনের ভাণ্ডার এবং পরিশ্রম পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিতে চাও, তাহা হইলে এই উপায়টা বিচার করিয়া দেখ।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস লুসির সহিত ফাইফের আরল মহোদয়ের শীঘ্র শুভ বিবাহ হইবে; ইনি স্কটলণ্ডের একজন অতি উচ্চ পদস্থ লোক। যুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত প্রুসীর রাজকুমারী বিক্টোরিয়ার শুভ বিবাহ স্থির হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর পৌত্রের সহিত দৌহিত্রীর বিবাহ, ইহা ইংরাজ নীতিবিরুদ্ধ নহে।

২। অতি বৃষ্টি বশতঃ মার্কিনের পেনসিলভেনিয়া প্রদেশে অতি ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। এই বন্যায় দেড় হাজার লোক মারা গিয়াছে এবং ৮।৯ কোটী টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। প্রবল স্রোতের মুখে যাহা পড়িয়াছে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া গিয়াছে। সমগ্র গ্রাম, গাছ পালা, ঘর বাড়ী গাড়ি ঘোড়া এমন কি একখানা সমগ্র ট্রেণ স্রোতের বেগে ভাসিয়া গিয়াছে। জনষ্টন নগর একবারে অদৃশ্য হইয়াছে।

৩। পারস্যের সাহ বিলাতে পৌঁছিয়াছেন। তিনি মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ গ্রেবসেণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। যুবরাজপত্নী স্বয়ং তথায় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন, রাজকুমারীরাও তৎকালে উপস্থিত ছিলেন।

৪। এবারকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ডবটন কলেজের ছাত্রী কুমারী কারোলিন মার্টিণ্ডেল তৃতীয় স্থানীয় হইয়াছেন, ইহা স্ত্রীজাতির পক্ষে বিশেষ গৌরব। স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র ছাত্রীবৃত্তি থাকাতে পুরুষ প্রতিযোগীদিগের তালিকায় তাঁহার নামভুক্ত হয় নাই।

বামা রচনা

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার উপায়।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা কোন কালেই ছিলনা, একারণ বাঙ্গালীর স্ত্রীলোকেরা কেবল পিঞ্জরবন্দিনী বিহঙ্গিনী স্বরূপ হইয়া আছেন। ইহাদের মনের উৎসাহও নাই, কোন ক্ষমতাও নাই। সৎশিক্ষা পাইলে যে কিরূপ উপকার দর্শে, এই বিহঙ্গিনীরা সে আস্বাদ কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এখনকার নব্যাব্যক্তিগণ বরং এক আধটুকু পড়িতে শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রাচীন গৃহিণীদের লেখাপড়ার সঙ্গে আলাপ নাই। নব্যা স্ত্রীলোকদের হস্তে পুস্তক দেখিলে তাঁহারা জ্বলিয়া যান। সুতরাং প্রাচীন স্ত্রীলোকেদের ভয়ে নব্যাব্যক্তিগণও পুস্তকাদি হাতে করিতে ভয়ার্ত্ত হয়েন। একারণ লিখিতেছি, আমাদের বিবেচনায় ইহা করা কর্ত্তব্য মহাশয়েরা অগ্রে স্থানে স্থানে স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রী রাখিবার ব্যবস্থা করুন, পরে এমন একটি প্রথা আবিষ্কার করুন, যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্ত গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছানুযায়ী স্থানে স্থানে এইরূপ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা করেন। বঙ্গদেশীয় অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন অবকাশমত এই শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা পাইবেন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হউক এই আদেশ প্রতিপালন না হইলে বঙ্গদেশের পৃথক পৃথক ঘরে মাসে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। এইমত ব্যবস্থা করিলেই বঙ্গদেশের অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শিক্ষার উপায় হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত বঙ্গ রমণীর লেখাপড়া শিক্ষার উপায় কিছুই দেখি না। যে স্ত্রীলোকেরা স্বামি সঙ্গে স্থানান্তরে গিয়াছেন, তাঁহাদের লেখাপড়া অক্লেশে হইবে, কিন্তু যাঁহারা স্বামি সঙ্গে যাইতে না পান, তাঁহাদের শিক্ষায় এইমত ব্যবস্থা না করিলে হইতে পারিবে না। বারম্বার বলিতেছি বঙ্গদেশে অন্যায় কুরীতি, এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে কখনও ইহার সংশোধন হইবার উপায় হইবে না। অধিক কি লিখিব আমাদের বঙ্গদেশের পুরুষ মহাশয়েরা এসকল বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না। স্ত্রীলোকদিগকে সৎশিক্ষা কিরূপে দিতে হয়, এদেশীয় পুরুষ মহাশয়েরা ইহা কিছুই জ্ঞাত নহেন। একারণ বঙ্গরমণীর এতাধিক দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। একারণ লিখিতেছি আমার পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবস্থানুযায়ী প্রথা বাহির করিলে বঙ্গরমণীর সৎশিক্ষার উপায় হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। ইহাতে মহাশয়দের কিরূপ মত হয়, ইহা আমরা জানিতে পারিলে পরমানন্দিত হই।

সুসমাসুন্দরী দাসী
কৃষ্ণনগর—ঘোষপাড়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৫ সংখ্যা } শ্রাবণ ১২৯৬—আগষ্ট ১৮৮৯। { ৪র্থ কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গত বি এ, এফ এ ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের সংখ্যা এত অধিক হইল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানার্থে সেনেট হইতে এক কমিসন নিযুক্ত হইয়াছে। এবারে অধিকাংশ বালিকাবিদ্যালয়ের ফল সন্তোষকর হইয়াছে ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। প্রতিযোগী পরীক্ষায় বালকেরা বালিকাদিগের নিকট হারিয়া যাইতেছেন, স্ত্রীলোকদিগকে হীনবুদ্ধি বলিয়া আর কে ঘৃণা করিতে সাহসী হইবে? প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের বৃত্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা, ইহার জন্য সময় এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার জন্য আমাদের লেডী এম এ কি প্রস্তুত হইতে পারিবেন না?

বিধবা-বিবাহ—(১) সুলভ লিখিয়াছেন যশোহরের নাপিত সম্প্রদায় বিধবা বিবাহ প্রচলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। তাহারা ইতিমধ্যে ৩টী বিধবার বিবাহ দিয়াছে। বিবাহের সপক্ষদলের ক্রমশঃ পুষ্টি হইতেছে। (২) বোম্বাইয়ের এক বিধবাকে আত্মীয়েরা উৎপীড়ন করাতে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত তাহাকে

বিধবা-বিবাহ দলের অধিনায়কের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহার বিবাহের উদযোগ হইতেছে।

ভুপালের বেগম—শ্রীমতী নবাব সাহাজান এক বিদুষী রমণী। তিনি "ভাষার ভাণ্ডার" নামে এক অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে উর্দ্দ, ইংরাজী, পারসী, আরবী, সংস্কৃত ও তুরস্ক ভাষার শব্দ ও প্রতিশব্দ সকল আছে। ইনি রাজভক্তির প্রমাণস্বরূপ সীমা প্রদেশ রক্ষার্থ নিজব্যয়ে গোলন্দাজ সৈন্য রক্ষার প্রস্তাব করিয়াছেন।

পারিসের নারীগণ—পারিসে এক নূতন মহিলা-সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী ডিরেইসমিস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই বলিয়া কার্য্যারম্ভ করেন যে তাঁহারা ডিনামাইট, কামান বা দুর্গের সাহায্য ব্যতীত এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সংঘটনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আইনের চক্ষে স্ত্রী পুরুষকে সমান ভাবে দাঁড় করান এবং রমণীগণ এখন যে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত আছেন, তাহাদিগকে তাহা প্রদান করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

যুবরাজ তনয়ের ভ্রমণ ব্যবস্থা—প্রিন্স আলবার্ট বিক্টর আগামী নবেম্বর মাসের প্রারম্ভেই বোম্বাইয়ে পৌছিবেন। রেলযোগে তথা হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে করিতে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবেন। তথা হইতে বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া বড়দিনের সময় কলিকাতায় আসিবেন। এখান হইতে উত্তর পশ্চিমের বড় বড় নগর দর্শন করিতে যাইবেন।

বিজ্ঞান রহস্য—(১) পারিসের নূতন শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ব্রাউন সিকাওয়ার্ড এক নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন তরুণ ও সবল অস্তর ধমনী সকল বৃদ্ধ ব্যক্তির শরীরে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাকে সবল ও যুবা করা যায়। তিনি নিজের শরীরে ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন এবং বলেন তাঁহার বয়স দশ বৎসর ন্যূন হইয়াছে।

(২) মুসো রিচো নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক জীব জন্তুদিগের অনশন মৃত্যুর পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন:—অনাহারে কুকুর ৩৩, ঘোড়া ২১, বিড়াল ২০, মুরগী ১৪, শশক ১৩, ইন্দুর ও ছুঁছা ৩ দিনে মরিয়া থাকে।

(৩) পৃথিবীতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার প্রকার পতঙ্গ এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৫ হাজার প্রকার মৌমাছি ও বোলতা এবং ২৫ হাজার প্রকার প্রজাপতি জাতীয়; ৯০ হাজার প্রকার ভ্রমর ও গোবর পোকা জাতীয় এবং ২৪ হাজার প্রকার দ্বিপতত্র গৃহ-মক্ষিকা প্রভৃতি জাতীয়। ৪ হাজার ৬ শত প্রকার মাকড়সা দৃষ্ট হইয়াছে। বিছা প্রভৃতি আরও কত জাতীয় কীট আছে!!

দুর্ভিক্ষ—ডায়মণ্ড হারবর, বেহার

ও উড়িষ্যায় যদিও বৃষ্টিপাত হইয়া ভবিষ্যতের আশা হইয়াছে, কিন্তু আগামী অগ্রহায়ণ পর্যান্ত লোকদিগকে বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ডায়মণ্ড হারবারে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০৲, বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৫০০৲, এবং আরও অনেক দয়ালু লোক দান করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান মিররের ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সম্পাদকের নিকট টাকা সংগৃহীত হইতেছে।

দুর্ঘটনা—সিন্ধুনদের জলোচ্ছ্বাসে তীরস্থ অনেক গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে এবং অনেক লোক প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। কয়েক স্থানে রেল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সিন্ধুনদের এরূপ উচ্ছ্বাস কেহ কখনও দেখে নাই।

বিক্টোরিয়ার রাজত্ব—মহারাণী বিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সালের ২০এ জুন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন, সুতরাং গত ২০এ জুন তাঁহার ৫৩ বর্ষ রাজত্বের আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের ২ জন মাত্র রাজা তাঁহার অপেক্ষা অধিক দিন রাজত্ব করেন—৩য় হেনরী ৫৬ এবং ৩য় জর্জ প্রায় ৬০ বৎসর। কিন্তু হেনরী প্রায় ৮ বৎসরকাল নাবালক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত রাজত্ব ৪৮ বৎসর মাত্র। জর্জের প্রকৃত রাজত্ব ৫০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক, কারণ প্রায় ৯ বৎসরকাল তিনি জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য শাসন করেন। প্রকৃত পক্ষে দেখিলে বিক্টোরিয়া অবাধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন রাজত্ব করিয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি আরও দীর্ঘায়ু হইয়া সুদীর্ঘকাল পরম সুখে রাজধর্ম্ম পালন করুন।

নারী চরিত।

লেডী মেরী সিপলী।

প্রিয়তম স্বামীর জন্য সতী রমণী অসমসাহসিক কার্য্যে আত্মজীবন অনায়াসে সমর্পণ করিতে পারেন, এই রমণী তাহার দৃষ্টান্ত।

১৭৮৩ সালে কাণ্টরবরী নগরে লেডী মেরী সিপলীর জন্ম হয়। ইনি অতি সম্রান্ত বংশীয়। ইহাঁর পিতা জেমস টিল এবং জননী মেরী ইংলণ্ডের ২য় চার্লসের পুরোহিতের কন্যা। কেণ্টের প্রথম ডিউক যিনি ৮৫৩ সালে দিনামারদিগকে পরাভব করেন, তাঁহার সহিত ইহাঁর রক্তের সংস্রব আছে। ১৭৮১ সালে চার্লস সিপলীর সহিত ইহাঁর শুভবিবাহ হয়। এ ব্যক্তি বিশুদ্ধ সাক্সন বংশীয় এবং বিদ্যাবত্তা ও সচ্চরিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। ইনি উলউইচে সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা

শিক্ষা করেন। ১৪ বৎসরের সময় মিনর্কাতে কার্য্য ভার প্রাপ্ত হন এবং ১৭৭৮ সাল পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করেন। যে বৎসর তাঁহার বিবাহ হয়, সেই বৎসর লিউয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন এবং সেণ্ট লুসিয়ার রক্ষা কার্য্যে সুকৌশল প্রদর্শন করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট যথেষ্ট ধন্যবাদ লাভ করেন। ১৭৯২ সালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ডোবার-কাসল ও হাইট্‌স প্রভৃতি দুর্গের নির্ম্মাণ প্রণালী কল্পনা করিয়া আপনার ইঞ্জিনিয়ারীং বিজ্ঞান ও স্থাপত্য-চিত্র বিদ্যার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেন।

১৭৯৪ সালে প্রধান সেনাপতির আদেশে চার্লস সিপলী উডলী নামক জাহাজে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপে যাত্রা করেন। এই জাহাজ খানি পুরাতন ও বিকল হওয়াতে সঙ্গী জাহাজ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ছিদ্র হইয়া ইহাতে জল উঠিতে লাগিল। একটী ঝটিকায় জাহাজ ভূমধ্য সাগরে জলমগ্নপ্রায় হইয়াছিল, ঈশ্বরকৃপায় জিব্রাল্‌টার বন্দরে গিয়া রক্ষা পায়। ৭ সপ্তাহ পরে আবার যাত্রা করে, কিন্তু ঝটিকার উৎপাতে কেডিজে আশ্রয় লয়। পুনরায় যাত্রা করিয়া বার্বাডোজ দ্বীপ হইতে ৫০ মাইল দূরে আসিয়া এক ফরাসী জাহাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। তৎকালে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের ভয়ঙ্কর শত্রুতা চলিতেছিল। সিপলী পত্নী ও সন্তানগণ সহ কয়েদীরূপে গোয়াডেলোপ নামক স্থানে প্রেরিত হন। এই স্থানের গবর্ণর জেনারল বিক্‌টর হিউগ বড় দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তিনি ইংরাজ কয়েদীদিগকে—বিশেষতঃ ভদ্র বংশীয় ইংরাজদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেন। সুতরাং তাঁহার হস্তে সিপলী পরিবারের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

লেডী সিপলী যে হৃদয়স্পর্শী আত্ম-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাহইতে কিছু কিছু বিবরণ সংগৃহীত হইল। কয়েদীগণ গোয়াডেলোপে চালান যাইবার পূর্ব্বে মেজর সিপলী তাঁহার পরিবারদিগের গমনের সুব্যবস্থার জন্য জাহাজ দেখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি যে বোটে করিয়া জাহাজে যাইতেছিলেন, দুষ্টামি করিয়া শত্রুপক্ষীয় কোন কোন লোক তাহা উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়। তাঁহার পত্নী পাগলের মত হইয়া দেখিলেন স্বামী জলে পড়িয়া হাঁকু পাঁকু করিতেছেন। অনেক কষ্টে যখন তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আহত এবং শরীর অবসন্ন। ধৃতকারীদিগের হস্তে যে কষ্ট ও অপমান সহ্য করিতে হয়, এই তাহার সূত্রপাত মাত্র। যখন এই ইংরাজ পরিবার বন্দর হইতে কারাগারে যাইতেছিলেন, তখন নৃশংসপ্রকৃতি সাধারণ লোক ঠাট্টা, বিদ্রূপ, চিৎকার প্রভৃতি নানা উপায়ে তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা ও বৈর ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণরের নিকট আনীত হইলে তিনি তাঁহাদের ও তাঁহাদের জাতির

প্রতি যথেষ্ট কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কঠোর শাসনের ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া কোমলহৃদয়া রমণীর হৃদয় কিরূপ ভয়ার্ত্ত হইল এবং স্বদেশহিতৈষী স্বামীর চিত্ত কিরূপ কোপজ্বলিত হইতে লাগিল, তাহা কে না বুঝিতে পারেন?

কিছু দিন পরে স্থির হইল কয়েদীদিগের মধ্যে যাহারা অস্ত্রধারণে অসমর্থ, তাহাদিগকে ইংরাজ সেনানিবাস মার্টিনিকে পাঠান হইবে। বিবী সিগলীকে সন্তানগণসহ প্রস্তুত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। তাঁহার একটী সন্তান হামরোগে এরূপ আক্রান্ত যে স্থানান্তরিত করা কঠিন। তাঁহার স্বামীকে সঙ্গে পাঠান হয়, এই প্রার্থনা করাতে গবর্ণর অতি দুর্ব্বাক্যে তাঁহাকে তাড়না করেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন তিন মাসকাল দুরবস্থায় থাকিয়া তিনি আত্মসমর্পণ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং শেষ দেখার মত প্রিয়তমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন।

মার্টিনিকে পৌঁছিবামাত্র সকলে তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহার প্রতি অধিক যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শনে ব্যস্ত হইল। তিনি স্বদেশীয়দিগের এই স্নেহ নিদর্শনের জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেন, কিন্তু স্বামীর বিচ্ছেদে ও তাঁহার সঙ্কট অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার মন এরূপ দুঃখাভিভূত হইল যে বর্ত্তমান সমুদয় সুখ তাঁহার নিকট বিষ বোধ হইতে লাগিল। স্বামীর উদ্ধারের জন্য তিনি নানাবিধ পন্থা কল্পনা করিতে লাগিলেন এবং জাহাজের কাপ্তেন ও সেনার অধ্যক্ষদিগকে সানুনয় ও কাতর ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা সেই উপায় অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিউন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার স্বামীর সমপদস্থ একজন কয়েদী ফরাসী সেনাপতিকে বিনিময় করিয়া তাঁহার স্বামীকে উদ্ধার করা হউক। যদি তাহাতে শত্রুদের মন না উঠে, কয়েক জন নিম্নপদস্থ কয়েদী সৈনিককেও মুক্ত করা হউক এবং তাঁহার স্বামীর উদ্ধার কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হউক। শত্রুপক্ষ সেরূপ অভদ্র তাহাতে মহিলাটীর নিজের জীবন-সংশয় ঘটিতে পারে, এজন্য এ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত না হওয়াতে অবশেষে সংকল্পিত কার্য্য সাধনের জন্য তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করা হয়।

দেখ পতিপরায়ণা রমণী কি সংকট পথে যাত্রা করিলেন! গম্ভীর কল্লোলময় সমুদ্রে এক খানি ক্ষুদ্র তরণীতে বিজাতীয় যে কয়েকটী লোককে স্বামীর জন্য বিনিময় করিতে যাইতেছেন, তাহারাই তাঁহার সঙ্গী। তাঁহার সঙ্গিনী একটী মাত্র কাফ্রি স্ত্রীলোক। অপর লোকের মধ্যে একজন কাপ্তেন ও পাঁচ জন নাবিক। এই আয়োজন লইয়া তিনি সাহসভরে

শক্ররাজ্যে যাইতেছেন, যে রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ঘোর নিষ্ঠুর এবং তাঁহার ও তাঁহার জাতির নামে কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা বেশ জানিয়াছেন॥

একজন অসহায়া রমণীর এইরূপ সাহসিকতা দর্শনে কে না চমৎকৃত হইবেন এবং তাঁহার কৃতকার্য্যতায় ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ না করিয়া কে নিরস্ত থাকিতে পারেন? তিনি নিজেই বলেন যখন ইংরাজ বন্দর পোর্টিরয়াল পরিত্যাগ করিলেন, তখন "তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে" এই ভাবে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিলেন। তাঁহার অপর সাহায্যের মধ্যে যাত্রাকালে তাঁহার বন্ধুদিগের প্রার্থনা ও শুভ ইচ্ছা তাঁহার অনুবল হইল। ছোট পোতখানি রাত্রির ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে অনেক কষ্টে চলিল, কিন্তু নিরাপদে গোয়াডেলোপে পৌঁছিল। ঈশ্বরকৃপায় সেখানে কতকগুলি লোক তাঁহার অনুকূল হইলেন। তাঁহারা গবর্ণরের নিকট তাঁহার জন্য সুপারিস করিলেন। গবর্ণর তাঁহার সাহসিকতা ও পতিপরায়ণতার অসাধারণ উদাহরণ দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং তাহার স্বামীকে তাঁহার সমভিব্যাহারে মার্টিনিকে যাইবার অনুমতি দিলেন। ক্লারেন্সের ডিউক যিনি পরে ৪র্থ উইলিয়ম নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হন, তিনি এই সাধ্বী রমণীর কার্য্যে এত মুগ্ধ হন যে তাঁহার গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া মেজর সিপলীকে স্বহস্তে এক পত্র লেখেন। মেজর সিপলী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে স্বজাতির কল্যাণকর অনেক মহৎ কার্য্য সাধন করাতে মেজর জেনারল পদ ও কুলীন উপাধি প্রাপ্ত হন এবং অবশেষে গ্রানাডার গবর্ণর পদে অভিষিক্ত হন। ১৮১৫ সালের ৩০এ নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। ফরাসীস সম্রাট অষ্টাদশ লুই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ লেডী সিপলীকে সেণ্ট ক্লাউড নগরে বাসস্থান প্রদান করেন এবং তাঁহার ও তৎকন্যাগণের প্রতি অনেক সৌজন্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। বিধবা রমণী এ রাজ-বদান্যতা অধিককাল ভোগ করিতে পারিলেন না—১৮২০ সালে তিনি পতিলোকে গমন করিলেন। তাঁহার শব প্রথমে বলোনের ইংরাজ সমাধি-ক্ষেত্রে প্রোথিত হয়, কিন্তু ১৮৩১ সালের গোলযোগের সময় পাছে তাঁহার প্রতি অত্যাচার হয় এই ভয়ে তাহা ইংলণ্ডে আনীত হইয়া কাণ্টারবারী কাথিড্রলে সমাহিত হইয়াছে। এই সমাধির অধিকাংশ ব্যয় ক্লারেন্সের ডিউক স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

লেডী সিপলী ৩ কন্যা রাখিয়া যান, তাঁহারা সকলেই উচ্চ সম্ভ্রান্ত ঘরে বিবাহিত হন। জ্যেষ্ঠা কন্যা কাথারিন জেন মাতার লিখিত সরল হৃদয়গ্রাহী বৃত্তান্ত নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করেন, তাহাতেই এই গুণবতী রমণীর জীবনী চির-স্মরণীয় হইয়াছে।

চীনজাতির বিবরণ।

(২৯৪ সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

চীনদিগের সংস্কার সকল বড়ই অদ্ভুত। আমরা মস্তকেই বুদ্ধির স্থান বলিয়া জানি, কিন্তু চীনেরা উদরকেই বুদ্ধি ও সাহসের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পায়ের গোড়ালি চুলকাইলে চীনেরা তাহা বুদ্ধি-বিভ্রমের চিহ্ন বলিয়া মনে করে। তাহারা বামপার্শ্বকে সম্মানের স্থান বলে। ইয়ুরোপে টুপি খোলা সম্মান করার চিহ্ন, কিন্তু চীনে টুপি খোলা অপমানের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। সকল দেশের নগরস্থ সকল লোকেই বাটীতে বাস করে, কিন্তু চীনে দেখিতে পাইবে তাহাদের মধ্যে নগরস্থ লোকের অনেকেই নৌকাতে চিরকাল বাস করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। নৌকাই তাহাদের বাটী, সেখানেই তাহাদের সংসার। বাটীতে বাস অপেক্ষা নৌকায় বাস ভাল, অনেক নাগরিক চীনের সংস্কার। বিবাহ কার্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার আমোদের কার্য্য তাহারা নৌকাতে সম্পন্ন করে। ইয়ুরোপে শোকার্ত্ত ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে, কিন্তু চীনে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাই শোক প্রকাশের চিহ্ন। চীনে বৃদ্ধলোক পীড়িত হইলে পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার এই রোগের চিকিৎসা জন্য যে টাকা খরচ হইবে, সে টাকা তুমি চিকিৎসায় খরচ করিতে চাও, না যাহাতে তোমার শবাধার (সমাধি দিবার কফিন) উৎকৃষ্ট হয়, তাহাতে খরচ করিতে চাও। বৃদ্ধ রোগী সমাধি দিবার কফিন যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, তাহাতেই খরচ করিতে বলেন। চিকিৎসক মনোযোগ করিলে সকল রোগই আরাম করিতে পারেন, ইহা চীনদিগের সংস্কার। চীনে চিকিৎসক মহাশয়দিগকে অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, চিকিৎসক যদি কোন রোগীর রোগ আরোগ্য করিবেন, এই চুক্তি করেন, আর দৈবাৎ যদি সে রোগীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে চিকিৎসকের আর নিস্তার নাই। এরূপ ঘটনা হইলে চিকিৎসক কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত হয়েন। কিন্তু তিনি যেখানেই লুক্কায়িত হউন না কেন, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা তাহাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া বাহির করে, ও বাঁশ দ্বারা অত্যন্ত প্রহার করিতে থাকে। চীনে বাঁশ দ্বারা প্রহার করাই রীতি। সম্রাট হইতে মেজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকলের পার্শ্বে এক একটা বাঁশ থাকে, সম্রাট পার্শ্বস্থ মন্ত্রীর উপর কোন কারণে কুপিত হইলে তৎক্ষণাৎ নিজ পার্শ্বস্থিত বাঁশ দ্বারা মন্ত্রীকে প্রহার করিতে থাকেন। আদালতে বাদী প্রতিবাদী পরস্পর ঝগড়া করিতেছে, মেজিষ্ট্রেট ক্রোধান্বিত হইয়া, হস্তস্থিত প্রকাণ্ড বাঁশ দ্বারা উভয়কে বিলক্ষণ প্রহার করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রও বাঁশ প্রহার

ভোগ করে। চীনদিগের অদ্ভুত সংস্কারের কথা বলিতে বলিতে তাহাদিগের প্রহার রীতির কথা আসিয়া পড়িল, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

চীনদেশে এক্ষণে অনেক খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজক বাস করিতেছেন, তাঁহারা চীন দেশের অদ্ভুত সংস্কারানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হন। চীনের নিয়মানুসারে মস্তকের সম্মুখস্থ চুল চাঁচিয়া ফেলেন ও পৃষ্ঠদেশে একটা প্রকাণ্ড বেণী ঝুলাইয়া দেন। যখন পাদ্রী মহাশয় বক্তৃতা করিতে থাকেন এবং বক্তৃতার প্রভাবে যখন তাঁহার পৃষ্ঠদেশস্থিত শোভন বেণীটি আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন সে দৃশ্য দেখিতে বড়ই কৌতুকজনক। এই সকল পাদরী মহাশয় চীন ভাষায় অনেক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, ও সেই সকল গ্রন্থ সর্ব্বত্র বিতরণ করেন, কিন্তু চীনেরা এই সকল পাদরীর প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট নয়। চীনদিগের সৌন্দর্য্য জ্ঞান বড় চমৎকার, ক্ষুদ্র চক্ষু ও ক্ষুদ্র পদকেই তাহারা অসামান্য সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে করে, এজন্য সেখানকার সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকেরা অতি শৈশব কাল হইতে পদদেশ ক্ষুদ্র করিবার জন্য যত্ন করেন। তাহাদের মধ্যে বড় পা নীচত্বের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু গরিব লোকদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র পা প্রায় দেখা যায় না। আমাদের দেশ অপেক্ষা চীনে অবরোধ প্রথা কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়। বড় বড় সহরে সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে বাটীর বাহির হইতে প্রায় দেখা যায় না। তা ছাড়া হিন্দুদিগের ন্যায় পূর্ব্বে চীনের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে দেবালয়ে যাইয়া দেব দর্শনের অধিকারিণী ছিল, কিন্তু সম্প্রতি চীন গবর্ণমেন্ট আইন করিয়া সে প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

চীনেরা সচরাচর অল্প বয়সে বিবাহ করে। তাহাদের বিবাহ পদ্ধতি ইয়ুরোপীয় জাতি হইতে ভিন্ন ভাবে সম্পাদিত হয়। ইয়ুরোপে বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা পরস্পর আলাপ করিয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েন, কিন্তু চীনে সেরূপ নিয়ম নাই, তথায় আমাদের দেশের ন্যায় অভিভাবকেরা পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করেন। পরস্পরের অভিভাবকদিগের পাত্র পাত্রী মনোনীত হইলে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু এস্থলে পাত্রের একটু স্বাধীনতা আছে। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বর ও কন্যার সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় যদি বর কন্যা পরস্পর পরস্পরকে মনোনীত করেন, তবেই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সকল সভ্যদেশে কন্যার বাটীতেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু চীনে ভিন্ন রূপ নিয়ম, কন্যা বিবাহার্থ বরের বাটীতে গমন করে। কন্যা যানারোহণ করিয়া বরের বাটীতে যাত্রা করেন। তিনি যে যানে যাত্রা করেন, তাহার দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আর সে চাবি কন্যার একজন আত্মীয়ের নিকট থাকে। কন্যার যান বরের বাটীতে

পৌঁছিলে, বরের নিকট চাবি সমর্পিত হয়। বর যানের দ্বার ,খুলিয়া কন্যার অবগুণ্ঠন মোচন করেন। তখন যদি তাঁহার কন্যা মনোনীত হয়, তবেই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, নতুবা বর বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এরূপ স্থলে কন্যার অভিভাবকেরা আপনাদিগকে বড়ই অপমানিত বোধ করেন,সুতরাং ঘোর বিভ্রাট ঘটে। কিন্তু পুরোহিতের যত্নে এরূপ বিভ্রাট ঘটিতে প্রায় দেখা যায় না। বর প্রথমতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, পুরোহিত অনেক যত্নে শেষকালে তাহাকে বিবাহে সম্মত হইতে বাধ্য করেন, তৎপরে বহুতর বৈবাহিক আচার আচরিত হইয়া, বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। বাহুল্য ভয়ে সে সকল এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

চীন দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। অন্য দেশের ন্যায়, চীনে কোন উচ্চ বংশীয় সম্প্রদায় নাই, পণ্ডিত ব্যক্তিই উচ্চ বংশীয়ের সম্মানে সম্মানিত হয়েন। বিদ্যার এতদূর গৌরব হেতু, চীনের সাধারণ লোকেরা বিদ্যা লাভার্থ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, এজন্য সেখানে অনেক উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় দৃষ্ট হয় ও অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি সামান্য উপাধি জন্য পরীক্ষা দিতে দেখা যায়।

চীনদিগের শিষ্টাচার বড়ই উন্নত প্রকারের। সকল ধর্ম্মাবলম্বী চীন নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রশংসা করিবে, অথচ তাহাতে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বিরক্ত হইবে না, ইহাই তাহাদের শিষ্টাচার। তাঁহারা তাঁহাদিগের শিষ্টাচারকে ইহা অপেক্ষা আরও দূরে লইয়া যান। খৃষ্টীন, মুসলমান, কনফিউসান ও বৌদ্ধ এই চতুর্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া বন্ধুর ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে থাকেন, তৎপরে তাঁহারা এই কথা বলেন ধর্ম্ম মত ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধি একই পদার্থ, অতএব আমরা ভাই ভাই। উপরোক্ত কথা গুলি চীনেরা একপ ভাবে বলিলে আরো ভাল হয়, যে ধর্ম্ম মত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম্ম একই পদার্থ, অতএব আমরা ভাই ভাই। চীনদিগের এইরূপ শিষ্টাচার যখন সমস্ত জগতে অবলম্বিত হইবে, তখন এ জগৎ অন্য প্রকারের শ্রী ধারণ করিবে।

চীনে অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি অতি কঠোর ভাবে প্রদত্ত হয়। একটা তিন চারি হাত তক্তা তাহার মধ্যে একটা গর্ত্ত করা হয়, সেই তক্তাটা অপরাধী ব্যক্তির গলদেশে দেওয়া হয়। কত দিন যে তাহাকে সেই তক্তা বহন করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, উপযুক্ত সময়ে তাহা খুলিয়া লওয়া হয়। যত দিন সেই তক্তা তাহার গলায় থাকে, তত দিন সে নিদ্রা যাইতে পারে না, আহার করিতে পারে না, সুতরাং অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে থাকে। আদালতে অপরাধী বাঁশ দ্বারা অত্যন্ত কঠোর ভাবে প্রহারিত হন। শাস্তি বিষয়ে বড় ছোট

ইতর বিশেষ নাই, অপরাধী হইলে সকলকেই সমান ভাবে একরূপ শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়।

পূর্ব্বে চীনের অভ্যন্তরীণ প্রদেশে, ইংরাজ কি ফরাসী কি অন্য কোন জাতির প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না ও কোন বিদেশীয় বণিককে রাজ্যের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যে চীন গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। অর্দ্ধ শতাব্দী হইল ইংরাজ ও ফরাসীর নিকট চীন পরাজিত হইলে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই সন্ধির নিয়মানুসারে এক্ষণে বিদেশীয় লোককে রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে বিদেশীয় বণিকদিগকে রাজনির্দ্দিষ্ট কয়েক জন বণিকের নিকট পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইত, তাহাতে বিদেশীয় বণিকদিগের চীন বাণিজ্যে বড় অধিক লাভ হইত না, বরং কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। এই সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চীনে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা চালাইতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে চীনে বাণিজ্যার্থ ইংরাজদিগের যত জাহাজ আসিত, তাহার মধ্যে অধিকাংশ জাহাজেই অন্যান্য দ্রব্যাপেক্ষা মাদক দ্রব্যই বহুল আমদানী হইত। কিন্তু চীন গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্য যাহাতে দেশ মধ্যে আমদানী না হয়, এই জন্য বিশেষ যত্ন ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাদিগের এ অনুরোধ কোন কার্য্যকর হইল না, তখন চীন গবর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্যস্থ বিদেশীয় বণিকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন, ও তাহাদের জাহাজস্থিত দ্রব্য সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। এই সূত্রেই ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত চীনদিগের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসী জয়লাভ করেন ও তৎপরবর্ত্তী সন্ধিতে বাণিজ্যের অনেক বাধা দূরীকৃত হয়। পূর্ব্বে চীন গবর্ণমেণ্ট যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এখন চীনে প্রতিনিয়ত সেই ঘটনা ঘটিতেছে। এখন অহিফেন চীনে বহুলরূপে আমদানী হইতেছে। এই মারাত্মক বিষ সেবন করিয়া, চীনের সাধারণ লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। এখন গ্রাম ও নগরে অহিফেন-ভক্ষকের সংখ্যা এত বহুল, যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একটী শক্তিশালী জাতির মুখে, এই মারাত্মক বিষ তুলিয়া দিয়া তাহাদের শক্তি সামর্থ্য ও নৈতিক বল সকলই হরণ করিতেছেন, ইহাই খৃষ্টান ধর্ম্মানুমোদিত বটে। যে খৃষ্ট প্রতিবেশীকে আত্মতুল্য দেখিতে বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উপাসকদিগের এই আচরণই ন্যায়ানুমোদিত তাহার সন্দেহ কি? আমদানী অহিফেন ছাড়া চীনে এক্ষণে অহিফেন চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বোধ হয় আর কিছু দিন পরে চীনে আর বিদেশীয় অহিফেন ব্যবহৃত হইবে না।

চীনদিগের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, তাহারা একটি প্রাচীন সুসভ্য

জাতি। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির ভাগ্যে যেরূপ শোচনীয় অধঃপতন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের সেরূপ অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যা কিছু উন্নতি, বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত একরূপেই আছে। বর্ত্তমান কালে তাহারা কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। তাহারাই মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার প্রথমে জানিয়াছিল, কিন্তু সেই প্রথমে যেরূপ কাষ্ঠফলকে অক্ষর মুদ্রিত হইত, আজও তাহারা সেই কাষ্ঠফলকেই অক্ষর মুদ্রিত করে, বর্ত্তমানের এই উন্নত লৌহ মুদ্রা যন্ত্র তাহারা ব্যবহার করে না। চারিদিকে এত উন্নতি; পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসীরা রেলরোড, টেলিগ্রাফ, বাষ্পীয় পোত দ্বারা ও অন্যান্য প্রকারে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করিতেছে, কিন্তু চীনে এ সব কিছুই নাই—রেলরোড নাই, টেলিগ্রাফের তার নাই ও বর্ত্তমানের আর যা কিছু উন্নতি তাহা তাহারা কিছুই গ্রহণ করে না। সেই প্রাচীন কালের প্রণালীতে তাহারা জাহাজ নির্ম্মাণ করে, ও প্রাচীন কালের নিয়মানুসারে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকা উত্তর অভিমুখে স্থাপিত না করিয়া দক্ষিণাভিমুখে স্থাপিত করে, সেই প্রাচীন কালের প্রণালীতেই তাহাদের সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়। যাহা আছে তাহাই সর্ব্বোত্তম, তা ছাড়া আর কিছুই ভাল হইতে পারে না, এই ভ্রান্ত মতই তাহাদের উন্নতির প্রতিরোধক।

ভাষা বিচার।

ভারতবর্ষের ন্যায় অদ্ভুত দেশ পৃথিবীতে আর নাই। পৃথিবীর কোনও মহাদেশে একত্রে ৩২ কোটী লোকের অধিবাস অসম্ভব। প্রতি অর্দ্ধশত ক্রোশ দূরে এদেশে আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পরিচ্ছদ এবং ভোজনপ্রণালী স্বতন্ত্র। জগতের আর কোথাও ক্রমান্বয়ে ষড়ঋতুর পূর্ণ বিকাশ এবং তৎসহ শতসহস্রবিধ চিত্তরঞ্জক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে ভারতে কবিত্বশক্তি, প্রেম, এবং চিন্তাশীলতার এত প্রাদুর্ভাব; এই কারণে ভারতে বৈরাগ্য, মোক্ষাভিলাষ ও মুক্তির এত দূর চূড়ান্ত অনুশীলন। ভারত কেবল যে মানব দেহের আকার বিচিত্রতার পূর্ণ তাহা নহে, কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন অভিনব দৃশ্য সমূহে পূর্ণ তাহা নহে, ভাষার বিচিত্রতাতে ইহা অদ্বিতীয়। একই দেশে একই ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে এত প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রকার ভাষার সৃষ্টি, প্রচলন ও অনুশীলন আর কোথায় দেখিতে পাইবে? শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, প্রায় ৩৭ প্রকার ভাষা ভারতে প্রচলিত! আরও এমন অনেক ভাষা আছে, যাহা সভ্যজগতে প্রকাশিত হয়

নাই। বাস্তবিক, ভারত ভাষার বিচিত্র লীলাক্ষেত্র। বল দেখি, শব্দতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মহাশয়েরা ভাষাসাগর মন্থনের জন্য ভারতীয় সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া কেমনে আপনাদের মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন? ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভাষী ব্যক্তিবৃন্দকে একতাসূত্রে গ্রথিত করা যেমন দুর্ঘট, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মূলানুসন্ধান করাও তেমনি কঠিন।

উপরে যে ৩৬ প্রকার ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা প্রধানতঃ একই মূল হইতে সমুৎপন্ন। সংস্কৃত ইহাদের প্রকৃতি স্বরূপ। সংস্কৃতে যাঁহাদের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি আছে এবং যাঁহারা তৎসহ দুই একটী প্রাচীন ও প্রচলিত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা সহজে বুঝিতে পারেন। সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন আর কোন ভাষা নাই। ইহা পৃথিবীর অন্যান্য সকল ভাষা হইতে পরিশুদ্ধ, প্রাচীনতম, বিস্তৃত এবং পূর্ণ। কতকগুলি ভাষা একটী মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন, আর কতকগুলি স্বয়ংসিদ্ধ। স্বয়ংসিদ্ধ ভাষার মধ্যে আরব্য, সংস্কৃত গ্রীক, লাটিন, হিব্রু এবং চীনই বিশেষ পরিচিত। শাখা ভাষার মধ্যে ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মন, রোমান, বাঙ্গালা, পারস্য, গুজরাটী, পার্সি, এবং তৈলঙ্গী সর্ব্বপ্রধান। মিশ্রিত বা সঙ্কর ভাষার মধ্যে উর্দ্দু ও হিন্দীর ন্যায় আর কোনও ভাষা অধিকতর দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই, অথবা অতি অল্পকাল মধ্যে বহুস্থান ব্যাপিয়া আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। সঙ্কর, মিশ্রিত এবং শাখা ভাষা ভিন্ন প্রধান প্রধান মূল ভাষাকে ইংরাজিতে ক্লাসিকেল ল্যাংগোয়েজ অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষা কহা গিয়া থাকে। এই সকল ভাষার মধ্যে একটিতেও অভিজ্ঞান না থাকিলে প্রাচীন লোকেরা "পণ্ডিত" বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করেন না। ইউরোপীয় শব্দে এই রূপ লোককে "স্কলার" বলিয়া থাকে।

শব্দশাস্ত্র মন্থন করিলে অথবা নানা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিলে মনে যে কত অপূর্ব্ব আনন্দের অভ্যুদয় হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দেশীয় সাহিত্যে দেশীয় লোকের (ধাতু) প্রকৃতির বিবৃতি পাওয়া যায়; দেশীয় সাহিত্যে দেশের উন্নতি ও অবনতির কারণের অনুসন্ধান করা যায় এবং দেশীয় সাহিত্যে ইতিহাস ও ভূগোলের চরম জ্ঞান লাভ করা যায়। দেশীয় সাহিত্যের আলোচনা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও সভ্য সমাজ উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই, এই কারণে দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। কবিবর নিধু বাবু গাহিতেন "নানান দেশে নানান ভাষা। বিনা স্বদেশীয় ভাষা, পূরে কি আশা?"। কথাটি নিতান্তই প্রকৃত।

বর্ত্তমান কালে সমগ্র ভারতের ভাষা সমূহের বিচার করা এক প্রকার অসম্ভব।

সমুদয় ভারতীয় ভাষার একত্র সংস্কার করিয়া এক সাধারণ ভাষার সৃষ্টি বা প্রচলন করাও দুরূহ ব্যাপার। ইউরোপে এক সময়ে ফরাসী ভাষা (লিংগোয়া ফ্রাঙ্ক) যেমন সাধারণ ভাষারূপে কার্য্য করিয়াছিল, আজি কালি ইংরাজী ভাষা ভারতে প্রকারান্তরে সেই কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত লোকের ভাষা। সাধারণ লোকের নিকটে ইহা এখনও সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইংরাজীর খুব প্রচলন হইলেও ইহা কখনও ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে না, ইহার অনেক কারণ আছে। ইংরাজ যদি কখনও মুসলমানের ন্যায় এদেশে শাসন ও বাস করিতে পারেন এবং ভারতকে আপনার গৃহ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে একথা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজ তাহা কখনও করিবেন না এবং করিতে সক্ষমও নহেন, সুতরাং ইংরাজ শাসন যত দিন, ইংরাজী ভাষার প্রচলনও তত দিন।

ভারতে মুসলমান শাসন কেমন দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল, ভারতীয় ভাষা তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষের কোন দেশে মুসলমান শাসন বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয়, ভাষার দ্বারা তাহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর এক জাতীয় ভাষা আছে, নাম বাঙ্গালা; উড়িয়্যাবাসীর এক জাতীয় ভাষা আছে, নাম উড়িয়া; তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলেও জাতীয় ভাষার প্রচলন দেখা যায়। বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে বহুল সংস্কৃতমিশ্রিত হিন্দী দেখিতে পাইবেন, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যে জাতীয় ভাষা (ন্যাশনাল লাংগোয়েজ) নাই। ইহাদের ভাষা উর্দ্দু, অধিকাংশ পারস্য মিশ্রিত খাস্ উর্দ্দু। উর্দ্দু কি হিন্দুর জাতীয় ভাষা? ইহাত মুসলমানের ভাষা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানের অধিক আধিপত্য জন্মিয়াছিল এবং আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি মুসলমান রাজধানী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই স্থিত। এতদঞ্চলের লোকের ভাষা, পরিচ্ছদ, আহারপ্রণালী অধিকাংশ মুসলমানের মত; জাতিভেদ বিচার করিতে গেলে বলা যায় যে, মুসলমানের সহিত ইহাদের এত অধিক সংসর্গ যে, ইহাদের হিন্দুত্ব অর্দ্ধেকাংশ কমিয়া গিয়াছে। ইহাদের ভাষা (মাতৃভাষা) উর্দ্দু, অনেকে দেবনাগর লিখিতে বা (হিন্দী বলিলে) বুঝিতে পারে না, সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থের উর্দ্দু অনুবাদ পড়ে। ভারতের সর্ব্বত্র দেখ, হিন্দু ও মুসলমান একত্রে বাস করে, উভয়ে ধর্ম্মে ভিন্ন হইলেও যেন ব্যবহারে একই সমাজের লোক। ইংরাজ কখনও কি এমন হইতে পারেন? সুতরাং ইংরাজী ভাষার উপরে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আকাশ।

(১)

বিস্মিত নয়নে চেয়ে থাকি
অসীম অনন্ত দেহ পানে,
ইচ্ছা হয় লুকাতে অণুতে
দূর করি বৃথা অভিমানে।
কূল না পাইয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া
অতৃপ্ত অশান্ত মনে
তোমাকে আবার, দেখি বার বার
মিলাতে আঁখির সনে।
অসীম নীলিমা পানে আমার এ ক্ষুদ্র আঁখি
মেলিয়া বিস্ময়ে আমি অনিমেষে চেয়ে থাকি

(২)

শৈশব হইতে নিরবধি
দেখিতেছি তোমা প্রাণভরে ;
তবুও ত মিটেনারে আশা
তবু তৃপ্তি নাই এ অন্তরে।
পড়িছ নমিয়া, তোমাকে দেখিয়া
গিয়াছি ছুটিয়া কত,
ছুটিয়া ছুটিয়া, না পাই খুজিয়া
ক্লান্ত হইয়াছি তত।
চেয়েছি তোমার পানে হইয়া বিস্মিত
অজ্ঞান এ আঁখি ছুটী করিয়া বিস্তৃত।

(৩)

প্রভাত জাগিয়া তব কোলে
ধরা পানে দেখে উঁকি চেয়ে,
কুসুম অধরে হাসি ভরা,
পাখীগণ উঠিয়াছে গেয়ে।
রঙ্গিল কাপড় দিয়ে, তুমি তারে সাজাইয়ে
কোলের ভিতর রাখি দেখাও সকলে,
দীপ্তিশালী মণিশিরে, পরাইয়া দাও ধীরে,
কেনা জানে সেই মণি কেমন উজলে !
স্বর্গের ও চিত্র হেরি অঙ্কেতে তোমার,
তবু নহে তৃপ্ত আঁখি, দেখি বার বার।

(৪)

সে মণির জ্যোতি ধীরে ধীরে
ছেয়ে ফেলে বিশ্ব চরাচর,
এক বিন্দু থাকে না আঁধার
তব বুকে আলোকের ঘর।
প্রভাত ডুবিয়া যায়, সে মণির পরকাশে,
অদৃশ্য তোমার বক্ষে সারাদিন যায় চলে।
গাইতে সাঁজের কোলে, অস্ফুট মধুর বোলে
শুদ্ধ হয়ে স্নান করি অগাধ সাগর জলে
নিশাদেবী ধীরে ধীরে প্রশান্ত মূরতি ধরে
তারকা চন্দ্রমা সহ ভাসে তব বুক পরে।

(৫)

কত কোটী তারা তব বুকে
ঝিকি ঝিকি উঠে ধীরে জ্বলে,
কোন দিন তার মাঝে শশী
দেখা দেয় কিরণ বিমলে।
দেখিয়া আমরা, কল্পনায় মরা,
বুঝিতে অক্ষম মন,
বিস্ময় মানিয়া, দেখি নিরখিয়া
দেখি ও তারকাগণ,,
কি জানি লিখেছে বিধি নক্ষত্র অক্ষরে
মানবের পরিণাম তব বক্ষোপরে।

(৬)

একটী চন্দ্রমা এক রবি
দেখি মোরা কতই হর্ষিত।

তব দেহ দেখি এক ভাগ*
তাহাতে বা কতই গর্ব্বিত।
অনন্তের ছায়া, তব ওই কায়া
অসংখ্য নক্ষত্র গণ,
কত রবি শশী, ঘুরে দিবানিশি
জানে না নর-নয়ন ;
কত পৃথ্বী কত চন্দ্র কত রবি তারা
নিয়ত তোমার বক্ষে ঘুরে হ'ল সারা।
বিবিধ রঙ্গেতে সাজ কভু,
খেলে কোলে জলদের দল,
কত গিরি তব বক্ষ ভেদি
তবু চেয়ে নিস্পন্দ নিশ্চল!
আমরা সামান্ত নর, কেমনে বুঝি অম্বর
অসীম অনন্ত তুমি, মোরা সীমাধীন।
দৃষ্টির সাহায্য দিয়া, তব বক্ষ বিদারিয়া
যাহা কিছু দেখি তাহা তোমাতে বিলীন।
তাই নিতি নিতি চাই বিস্ময়ে তোমার পানে,
তাইত মোহিত হই অস্ফুট মধুর গানে।

(৮)

প্রসারি অনন্ত দেহ তুমি
করিয়াছ ধরাকে আড়াল,
সকলেই ঘুরে হ'ল সারা,
ঘুরিতেছে ব্রহ্মাণ্ড বিশাল।
ঈশ্বর মহিমা তরে, তাই কি অনন্ত করে
মানবের দৃষ্টিপথে রেখেছেন আঁকি ?
বিশ্বের সঙ্গীত রাশি, তোমাতে রয়েছে ভাসি,
অনিমেষ তোমাপানে তাই চেয়ে থাকি!
অনন্ত প্রেমের ধারা ধরায় বর্ষণ করে
শীতল করোনা নভঃ পাপ-সন্তাপিত নরে।

* চন্দ্রের এক দিক মাত্র পৃথিবীর দিকে থাকে, সুতরাং ইহার অন্য দিক কিরূপ তাহা পৃথিবীবাসীদিগের কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিষয় বিজ্ঞান।

পুত্তিকা ও পিপীলিকা এই দ্বিবিধ ক্ষুদ্র প্রাণী সর্ব্বজন পরিচিত। পৃথিবীর সকল দেশেই ঐ দুই প্রকার প্রাণী দৃষ্ট হয়। তবে সকল স্থানে ঐ জীবের আকার প্রকার সমান নহে। কিন্তু বোধ হয়, ঐ দ্বিবিধ জীবসৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সকল দেশেই একরূপ। যাহা হউক, ঐ দ্বিবিধ জীবের আকার প্রকার, বাসনির্ম্মাণনৈপুণ্য, খাদ্যসংগ্রহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে অনেকে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটী জীবের জীবনে প্রকৃতির সামঞ্জস্য প্রণালী কিরূপ সুস্পষ্ট, কেহ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন কি না, আমার তাহা স্মরণ হয় না। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সে পরিমাণে খাদ্য বৃদ্ধি পায় না। প্রকৃতি কিরূপ অচিন্ত্য কৌশলে লোকসংখ্যা ও খাদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন, তাহা মিল্, ম্যালথস্ প্রভৃতির গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিলক্ষণ জানা আছে।

উপরিলিখিত জীব দুইটীর সংখ্যা-বাহুল্য এবং মনুষ্যের প্রতি উহাদিগের অনিষ্টকারিণী শক্তি দর্শনে আমরা বড়ই বিরক্ত। উহারা আমাদের যে ক্ষতি করে, তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে

পাই ; কিন্তু উহাদিগের দ্বারা আমাদিগের কোনও উপকার হয় কি না, তাহা বিস্তর ভাবিয়াও বুঝিতে পারি না। সুতরাং উহাদিগের প্রতি আমরা বড়ই বিরক্ত। আমরা স্বার্থের দাস। যেখানে নিজ মঙ্গল দেখিতে না পাই, সেখানে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবও দেখিতে পাই না। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, তিনি যদি পৃথিবী ভিন্ন দাঁড়াইবার অন্য স্থান পান, তাহা হইলে পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে পারেন। সেইরূপ মানুষ যদি দেহাভিমান কাটাইয়া আত্মভাবে দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে ভগবান্ প্রকৃতির সহিত কোথায় কি খেলা খেলিতেছেন, তাহা অন্ততঃ কিয়দংশেও বুঝিতে পারে!

যাহা হউক, পুত্তিকা ও পিপীলিকা সংসারের যে সকল কার্য্য করে, তাহা সকলেই জানেন, তাহার বর্ণন অনাবশ্যক। তবে উহাদিগের জীবনে আর একটী প্রাকৃতিক ঘটনা আছে, সে দিকে সকলের পূর্ণ অভিনিবেশ হয় কি না, সন্দেহ। এ দেশে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, "পিপীলিকার পাখা উঠে, মরিবার তরে।" কিন্তু পিপীলিকার পাখা কেন উঠে, কিরূপে উঠে, পাখা উঠিলেই মরে কেন? এ সকল বিষয় অনুসন্ধানের যোগ্য। আমি এ সকল বিষয় কিছুই জানি না; অথচ জানিতে ইচ্ছা হয় ; এই জন্য এ সকল বিষয়ের আন্দোলন করি। আশা এই, কোন অনুসন্ধিৎসু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই আন্দোলন দেখিয়া এ সকল বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বপিপাসু চাতকগণের তৃপ্তি হইতে পারে।

আমি স্থূলদৃষ্টিতে যে টুকু দেখিয়াছি, তাহা এই :—অপত্র, অর্দ্ধপত্র, দ্বিপত্র, সরলপত্র, শিরালপত্র প্রভৃতি যে দ্বাদশজাতীয় পতঙ্গ আছে, তন্মধ্যে পুত্তিকা ও পিপীলিকা অপত্র জাতীয়। সর্ব্বদা ইহাদিগের পাখা থাকে না, মধ্যে মধ্যে পক্ষ উদ্গত হয়। বর্ষাকালেই ইহাদিগের পাখা উঠিবার প্রধান সময়। পাখা উঠিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে উহারা মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে। যাহারা মৃত্তিকা মধ্যে থাকে, তাহারা বহুসংখ্যক একত্র সমাগত হয়। ঐ সময়ে তাহাদিগের শরীর স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা চারিখানি করিয়া পাখা বাহির হয়। পাখাগুলির আয়তন শরীরায়তন হইতে কিছু বৃহৎ। পাখা বাহির হইলেই তাহারা গর্ত্ত হইতে অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত সত্বর বহির্গত হয়, এবং উড়িতে আরম্ভ করে। ঐ দুই জাতীয় পতঙ্গের কোন কালে উড্ডয়নের অভ্যাস না থাকায় হঠাৎ ঐ শক্তির প্রয়োগে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। গর্ত্ত হইতে বহির্গমনকালেই শৃগাল, নকুল, ভেক, কুক্কুর প্রভৃতি অসংখ্য স্থলচর জন্তু তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। উড়িতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য খেচর পক্ষী তাহাদের বিনাশ সাধন করে। উড়িয়া জলাশয়ে পতিত হইবা মাত্র মৎস্যাদি

জলচর জন্তু তাহাদিগকে আহার করে। যাহারা উপরিউক্ত বিনাশ-দ্বার সকল অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, তাহারা অগ্নানলে দেহ বিসর্জন করে। নিশার অন্ধকারে যেখানে একটী আলোক দেখিবে, সেইখানে অসংখ্য পতঙ্গ গিয়া দগ্ধ হইবে। মৃত্যুই জীবের প্রধান ভয়, কিন্তু ইহাদের জীবনে মৃত্যু প্রধান উৎসব বলিয়া বোধ হয়।

কোন সৃষ্টিই লক্ষ্যশূন্য নহে। ঐ লক্ষ্য যিনি যাহাই বলুন, সচ্চিদানন্দের আনন্দ-বিকাশ ভিন্ন আমরা উহাকে আর কিছু বলিয়া কল্পনা করিতে ইচ্ছা করি না। তবে উহাদিগের জীবন ও কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যে উহাদিগের সংখ্যার একটী ইয়ত্তা আছে। যখন উহাদিগের সংখ্যা ঐ ইয়ত্তা অতিক্রম করে, তখনই উহাদিগের সংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন জন্যই পুত্তিকা ও পিপীলিকার পাখা উঠে, এবং উহারা নাচিতে নাচিতে হাঁসিতে হাঁসিতে মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করিয়া আনন্দময়ের আনন্দ বৃদ্ধি করে। পিপীলিকা ও পুত্তিকার পাখা উঠিলে উহাদিগকে "গাঁদিপোকা" কহে।

মশা ও ছারপোকা।—পৃথিবীতে এমন স্থান আছে কিনা সন্দেহ,যেখানকার লোকদিগের এই দ্বিবিধ প্রাণীর সহিত পরিচয় নাই। সকলেই মনে করিয়া থাকেন, এই দুইটা প্রাণী মানুষকে কেবল জ্বালাতন করে। আমরাও সেরূপ মনে করি বটে; কিন্তু সেরূপ মনে করিয়া তৃপ্তি হয় না। ভাবি এই, মানুষ ত পৃথক্ বস্তু নহে,—ভগবানের আনন্দ-বিধায়িনী লীলার একটী উপকরণ মাত্র। এক বস্তুর সমস্ত উপকরণ পরস্পর সাপেক্ষ;—কেহ কাহাহইতে নিরপেক্ষ বা কেহ কাহার ক্ষতিজনক নহে। মশা, ছার-পোকা আমাদিগের শোণিত পান করে, নিদ্রার ব্যাঘাত করে, শরীরে ক্লেশজনক অনুভূতি উৎপাদন করে, সকলই সত্য। কিন্তু আমার বোধ হয়, মনুষ্য-দেহ যখন ভগবানের একটী লীলোপ-করণ, তখন যাহাকে আমরা মশা ছার পোকার উৎপাত মনে করি, সে সকলই নরদেহের মঙ্গলের নিমিত্ত। আমার বোধ হয়, মশা ছার-পোকা মনুষ্য রক্তের বিষদোষ ও অতিরিক্ত বৃদ্ধি নিবারণ করে। এক অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-সিদ্ধি ঐশী সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ। যেমন প্রথম প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, গাঁদি পোকা মরে, অথচ অসংখ্য জীব তাহাদিগের শরীর দ্বারা মহানন্দে উদরপূর্ত্তি করে; এখানেও এক দিকে নরদেহের হিত-সাধন, অন্য দিকে মশা ছার পোকার জীবন ধারণ। এ বিষয়ে আমার অনু-সন্ধান ও অভিজ্ঞতা অল্প; তথাপি যে সন্ধানটুকু আছে, তদ্দ্বারা বোধ হয়, যে যে গৃহে মশা ছার পোকা অধিক, সে গৃহে অন্যান্য পীড়া অল্প।

লাউডগা সাপ, গাং ফড়িং,—ইত্যাদি;—আমরা জৈবী সৃষ্টির মহামোহে

মুগ্ধ হইয়া আছি। ঐ সৃষ্টির প্রভাব আমাদিগের শোণিতাস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। যেমন নদী বা সরোবরে নিমগ্ন ব্যক্তি জলের বাহিরের ঘটনা জানিতে পারে না, সেইরূপ আমরা জৈবী সৃষ্টির মহাসমুদ্রে ডুবিয়া আছি, ঐশীসৃষ্টির কোথায় কি হইতেছে, দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ অভ্যাস অতি প্রবল! অনাদিকাল হইতে পুরুষে পুরুষে পদার্থের উপর উপর দেখা এতই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, কোন বস্তু বা কোন ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সকল বস্তুর উপর চক্ষু ভাসে,—চক্ষুর উপর বস্তু ভাসে। কদাচিৎ কোন বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্রম দেখিতে ইচ্ছা হইলেও জৈবী সৃষ্টি বাধা দেয় অর্থাৎ যতক্ষণ পদার্থতত্ত্ব চিন্তা করিব, ততক্ষণ সংসার চিন্তা করিলে "কাজ" হইবে, এইরূপ ভাবোদয়ে তত্ত্বচিন্তার অবসান হয়। সুতরাং ঐশী সৃষ্টির কান্ত ও শান্ত মূর্ত্তি চক্ষুর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইলেও আমরা দেখিতে পাই না।

হয়ত, অনেকের সংস্কার আছে, লাউডগা সাপ লাউগাছেই অবস্থান করে এবং গাংফড়িং বা গঙ্গাফড়িং গঙ্গায় বাস করে। বাস্তবিক তাহা নহে, লাউ লতার ডাল অর্থাৎ অগ্রভাগ যেমন সরল ও গাঢ় হরিৎ বর্ণ, উক্ত সর্পও তদ্রূপ। গঙ্গাফড়িং গঙ্গায় বাস করে না, তাহারা হরিৎ বর্ণ তৃণাবৃত ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যে কোন নদীর তীরবর্ত্তী ঐরূপ ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকে। তাহাদেরও অঙ্গ, গাঢ় হরিৎবর্ণে রঞ্জিত। আর এক প্রকার মাকড়সা জাতীয় জীব আছে, তাহারা মলপূর্ণ ভিত্তিগাত্রে বাস করিয়া থাকে। ঐ ভিত্তির গায়ে যে রঙ্গের ও যে আকারের মলা থাকে, ঐ জীবের গাত্রেও ঠিক সেই রূপ মলায় আবৃত থাকে। হঠাৎ দেখিয়া তাহাকে একটী প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না,—ভিত্তি গাত্রের মলাংশ বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ কি উদ্দেশে এই তিনটী জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে ঐ তিনটী জীব কিরূপ সাহায্য করিয়া থাকে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না, কেবল এই মাত্র বুঝি, ঐ তিনটী ক্ষুদ্র ও সামান্য জীবেরও ঐশী সৃষ্টির মধ্যে থাকার প্রয়োজন আছে, কেন না উহাদিগের শরীর রক্ষারও স্বাভাবিক উপায় রহিয়াছে। লাউডগা সাপ গাছের পাতায় পাতায় অঙ্গ মিশইয়া অবস্থান করে। গাংফড়িং হরিৎবর্ণ তৃণের মধ্যে হরিৎবর্ণ অঙ্গ লুকাইয়া ক্রীড়া করে। শেষোক্ত মাকড়সা জাতীয় প্রাণীটী মলীভূত হইয়া অবস্থান করে। উহাদিগের অবস্থান প্রণালী ঐরূপ হওয়াতে অন্য কোন হিংস্র প্রাণী সহসা উহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে না। এই রূপ কত শত প্রাণী আছে যাহারা ঐরূপ স্বাভাবিক উপায়ে প্রাণ রক্ষা করে।

তবে কি উহাদিগের বিনাশ নাই? আছে বই কি! মরিবার সময় উহারা আপন চেষ্টায় মরে। যেমন জীবন ধারণ,

আনন্দ ভোগ প্রভৃতির জন্য জীবের চেষ্টা আছে, মরিবার জন্যও সেইরূপ তাহাদিগের চেষ্টা আছে। কিন্তু মরিবার সকল চেষ্টা জীবের জ্ঞানকৃত নহে। বরং স্থল বিশেষে বিপরীত চেষ্টায় তাহারা মরিয়া থাকে। যথা, কোন তৃণ ক্ষেত্রে একটী পক্ষী আসিয়া বসিল, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। সেই স্থানে যে ফড়িং থাকে, সে পক্ষীর ভয়ে আকুল হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তৃণাভ্যন্তর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়নের চেষ্টা করে। পক্ষী সেই সুযোগে তাহাকে উদরস্থ করিয়া ফেলে। সে যদি পক্ষীর ভয়ে না বাহির হয়, তাহা হইলে হয়ত, মারা পড়ে না। ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের সৎকীর্ত্তি।

গম্বারক রদরিং।

ইটালির মধ্যে যে লম্বার্ডদিগের রাজ্য স্থাপিত হয়, গম্বারক রদরিং নাম্নী একটী রমণীর লোকহিতৈষণা তাহার মূল।

দেন্মার্কের রাজা স্নাইজের রাজত্বকালে সমস্ত রাজ্যে বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রাজা কোন উপায়ে অন্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। অন্নাভাবে প্রায় সকল লোক মারা যাইবে, এরূপ সম্ভাবনা হইল। তখন দেশের লোকেরা একত্রিত হইয়া স্থির করিল, দেশ মধ্যে যত বৃদ্ধ ও শিশু আছে, তাহাদিগকে হত্যা করা যাউক, তাহা হইলে যে অন্ন সংস্থান আছে তাহাতে অবশিষ্ট লোকেরা বাঁচিতে পারিবে। অপার্য্যমাণে রাজাও এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন সময় গম্বারক-রদরিং নাম্নী এক সম্রান্ত মহিলা এই নিষ্ঠুর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে আপনারা এই নিদারুণ রাক্ষসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া দেশকে কলঙ্কিত করিবেন না। আপনারা আর এক কার্য্য করুন, দেশ মধ্যে যত যুবা ব্যক্তি আছেন, তন্মধ্যে কতকগুলিকে এদেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বসতি করিতে বলুন, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইবে। এই প্রস্তাব সকলের মনোনীত হইলে কতকগুলি যুবা ব্যক্তি দেন্মার্ক ত্যাগ করিয়া স্ক্যান্ডেনিয়া দেশে চলিয়া গেল। তথা হইতে তাহারা ইতালির মধ্যে প্রবেশ করিয়া লম্বার্ডী রাজ্য স্থাপন করিল।

কারারুদ্ধা স্ত্রীদিগের কারুণ্য।

দেশে দুর্ভিক্ষ বা মড়ক উপস্থিত হইলে রমণীগণ যে সেই দুর্ভিক্ষ বা মড়ক-পীড়িত লোকদিগের সাহায্য করিয়াছেন, তাহার অনেক উদাহরণ পাঠ করা যায়। কিন্তু যাহারা নানাবিধ অপরাধে কারারুদ্ধা, এমন স্ত্রীগণের মনেও যে তাদৃশ

স্থলে প্রশস্ত কারুণ্য রসের সঞ্চার দেখা যায় তাহা অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য।

এক সময় ফিলাডেলফিয়া নগরে পীত জ্বর উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণ লোককে এরূপ অভিভূত করে, যে চিকিৎসালয়ের রোগীদিগের নিমিত্ত শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তখন পরামর্শ হইল যে কারাগৃহ হইতে কারারুদ্ধা স্ত্রীদিগকে এই কার্য্যের জন্য আনয়ন করা হউক। তদনুসারে তাহাদিগের নিকট এই ক্লেশের কথা ব্যক্ত করিয়া প্রার্থনা করা হইল যে তাহারা আসিয়া রোগীদিগের কষ্ট নিবারণ করে। কারাবন্দিনীগণ এই কথা শুনিয়া সেবাকার্য্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। এই অবসরে তাহারা নারীসুলভ দয়ার্দ্র ভাব ও শুশ্রূষা নৈপুণ্য যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছিল। যতগুলি স্ত্রীলোক আবশ্যক, ততগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ঐ জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিঃশেষ হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসালয়ে থাকিয়া পীড়িত লোকদের সেবা করিয়াছিল। রোগীদিগের জন্য যদি আবশ্যক হইত, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের শয্যাও ছাড়িয়া দিত। সাধারণতঃ তাহারা আপনাদের স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা কার্য্য সযত্নে সম্পাদন করিত।

অষ্টাবক্র মুনির প্রশ্ন।

কোনও সময়ে রাজর্ষি জনকের প্রাসাদে কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সাধু, ত্যাগী, উদাসী এবং ধর্ম্মপ্রচারকের সম্প্রদায় উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। মহারাজ জনক জ্ঞানে ও ধনে তৎকালে ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইনি ইহাঁদের সকলকে নিজ স্বভাবসুলভ অমায়িকতায় এরূপ বিমোহিত করিয়া তুলেন যে, নিমন্ত্রিত মহাত্মাগণ ইহাঁকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরমসুখে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবক্র মুনি আসিয়া জনক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জনক! নিয়ত সাধুসংসর্গে তুমি আপনার ইহ জীবনকে উন্নত করিতেছ দেখিয়া আমি নিতান্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি; গৃহস্থের পক্ষে এতদপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সকল প্রকার উজ্জলতাশালী পদার্থ মাত্রই কি স্বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে? তোমার সৌভাগ্যবলে তোমার পবিত্র ও প্রশস্ত প্রাসাদে বহুসংখ্যক সাধুমাত্রের সমাগম হইয়াছে, কিন্তু বল দেখি ইহাঁদের সকলেই কি প্রকৃত পরমহংস পদের অধিকারী? গৈরিক বসনধারী মাত্রেই কি উদাসী ও ত্যাগী পুরুষ? সমুপস্থিত বহুসংখ্যক "সাধু" সম্প্রদায় মধ্যে প্রকৃত

সাধু ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়াও নিতান্ত দুষ্কর। ইহাঁদের মধ্য হইতে প্রকৃত পরমহংস পুরুষকে নির্ব্বাচন করিয়া যদি আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমার সুক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিব।" মহামুনি অষ্টাবক্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে, জনক বলিলেন "মহাশয়! আমি নিতান্ত অজ্ঞান; ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আমার এখনও জন্মে নাই। মহাত্মারা অনুগ্রহ করিয়া আমার কুটিরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি সকলকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকি।" অষ্টাবক্র কহিলেন, সপ্তাহ কাল মধ্যে তুমি প্রকৃত পরমহংস পুরুষকে নির্ব্বাচন করিয়া লইবার জ্ঞানমূলক দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। এই কথা বলিয়া অষ্টাবক্র চলিয়া গেলে, জনক-রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তাহ কাল অতীত হইতে না হইতে অষ্টাবক্র মুনি যোগবলে এক পরম রমণীয় সুন্দরীর আকার ধারণ পূর্ব্বক সাধু সমিতিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঐ সমিতির পূর্ব্ব দিকে জনক, উত্তর দিকে পরমহংসগণ, পশ্চিমে ত্যাগী পুরুষ সম্প্রদায় এবং দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মচারী প্রভৃতি পুরুষবর্গ উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছিলেন। হঠাৎ রমণীয় বেশে, মনোহর অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া এক সুন্দরী রমণী সভা মধ্যে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় উপনীত হইলে সভাস্থ সকলের দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হইল এবং ধর্ম্মালাপ বন্ধ হইয়া গেল। পশ্চিম দিকস্থ ত্যাগী পুরুষ সম্প্রদায় সমিতি মধ্যে রমণীর লজ্জাহীনতা দেখিয়া আপনাপন বদন নত করিলেন; দক্ষিণ দিকস্থ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মনে মনে ভাবিলেন এরূপ স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করা অন্যায়, এই জন্য তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আপনাপন চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিলেন। উত্তর দিকের পরমহংস বর্গের মধ্যে অনেকে ঐ স্ত্রীলোককে দুষ্টভাবে দেখিতে লাগিলেন; ইহাঁদের মধ্যে কেবল একজন যুবা পুরুষকে কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচালিত হইতে দেখা গেল না। সমিতি মধ্যে নগ্না সুন্দরী আসিবার পূর্ব্বে ইনি যেমন ছিলেন, এখনও সেইরূপ; শরীর কিম্বা মনের অথবা ইন্দ্রিয়বর্গের কোন অংশই সামান্য রূপেও বিচলিত হয় নাই। ছদ্মবেশিনী সুন্দরী সমিতিস্থ জনগণের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ নৃত্যাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবা পুরুষের ভালদেশে একটি অনতিক্ষুদ্র তিলক প্রদান করতঃ স্বস্থানে গমন করিলেন। যুবা পুরুষ নির্লজ্জভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

পর দিবস অষ্টাবক্র মুনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত বেশে রাজা জনকের গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "গত কল্য সাধুদিগের সভায় এক নগ্না সুন্দরী আগমন করিয়া যে যুবা পুরুষটির মস্তকে তিলক প্রদান করিয়া গিয়াছে,

সেই যুবা পুরুষ কোথায় ?” অষ্টাবক্রের অনুজ্ঞানুসারে যুবা পুরুষ সম্মুখে আনীত হইলে, মুনি কহিলেন “জনক ! তোমার প্রাসাদস্থ বহুসংখ্যক সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিই প্রকৃত পরমহংস, অন্যান্য সকলে বসনমাত্রধারী সাধু। এই যুবা পুরুষ যথার্থই ত্যাগী এবং ব্রহ্মপদাকাঙ্ক্ষী; অন্যান্য সকলে উদরের জন্য, অর্থের জন্য, সম্মানের জন্য অথবা ভ্রমণের জন্য সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছে।” জনক জিজ্ঞাসিলেন “মহাশয়। ইনিই যে প্রকৃত সাধু, তাহা কেমন করিয়া জানিলেন ?”

অষ্টাবক্র কহিলেন “জনক ! উত্তরদিকের পরমহংসবর্গ অতীব দুষ্টভাবে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা ধর্ম্মপথ হইতে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট; পশ্চিম দিকস্থ ত্যাগী পুরুষ সম্প্রদায় রমণীর লজ্জাহীনতা দেখিয়া আপনাপন বদন নত করিয়াছিল, সুতরাং ইহারাও প্রকৃত ধর্ম্মপথ এখনও জানিতে পারেন নাই, কারণ যাহাদিগের হৃদয়ে এত লজ্জা ও অভিমান তাহারা কেমন করিয়া ত্যাগ স্বীকারের ক্লেশ সহ্য করিতে পারে ? দক্ষিণ দিকস্থ ব্রহ্মচারীবর্গ নিতান্ত কুসংস্কারান্ধ ও তরলমতি যুবা, সুতরাং তাহারা এই পথের এখনও অধিকারী হয় নাই; কিন্তু এই যুবা বাস্তবিকই ঐ পথের পথিক। নগ্না সুন্দরী সভা মধ্যে যখন উপস্থিত হইল, তখন ইনি বুঝিতেই পারেন নাই যে, আগন্তুক ব্যক্তি পুরুষ কি স্ত্রী অথবা নগ্না কি বস্ত্রপরিহিতা। জনক ! যাহার চিত্তভৃঙ্গ সদত হরিচরণারবিন্দের শান্তিমধু পান করিতেছে, সদত যাহার চিত্তবৃত্তি কেবল সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের দিকে নিয়োজিত, তাহার মনে কি ভাল মন্দের জ্ঞান থাকে ? এতাদৃশ ব্যক্তি সমগ্র জগৎকে একমাত্র পরমাত্মাময় বলিয়া ভাবেন, ইহাঁদের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, ইহাঁরা জাতি,সম্প্রদায়,ব্যবহার, আচার, শাস্ত্র, তর্ক, বিচার এ সকলের কিছুই মান্য করেন না। এরূপ ব্যক্তি কোন বস্তুতে মন্দ ভাব দেখেন না, সকলই তাঁহার নিকট ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ।

পূর্ণিমার চাঁদ।

কে তুমি হাসিছ সুনীল অম্বরে ?
মাতায়ে তুলিছ অবশ প্রাণ !
গাইছে নীরবে নিখিল ভুবন—
অনন্ত সুরেতে মিলায়ে তান ! (১)
সুধার লহরী সুখ-সিন্ধু মাঝে—
উঠিছে পড়িছে খেলিছে তায়,
বিমল বিভাতি রজত জোছনা—
মুকুতার পাতি শোভিছে গায়। (২)
মলয়-অনিল মৃদুল হিল্লোলে—
হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া যায়,
আনন্দে মগন-প্রেমে মাতোয়ারা
কি করিবে কিছু ভেবে না পায়। (৩)
পাখীরা গাহে না-ভাবেতে বিভোর!
শাখীরা নীরব—নাহিক সাড়া,

নিস্তব্ধ নিস্পন্দ—প্রকৃতি সুন্দরী,
কি মহা ভাবেতে হয়েছে হারা ? (৪)
গহন বিজন—নিরমল ঠাঁই—
পেয়ে বুঝি আজ কৌমুদী সতী,
পাদপ নিচয়ে রচি যোগাসন,
ধ্যায়িছে হৃদয়ে নিখিলপতি। (৫)
ছড়ায়ে সুরভি বন ফুলগুলি
আমোদিত করি তুলিছে বন,
চুপি চুপি আসি চুমিছে ভ্রমরা,
মধুরসে আজ মজিছে মন। (৬)
চকোর চকোরী চাহি কার পানে—
ধাইছে ঊরধে উল্লাসে মাতি ?
প্রফুল্ল হৃদয়—আনন্দ ধরে না,
মরি কি সুন্দর জোছনা রাতি ! (৭)
ভাবুক যে জন—জন কোলাহল
পরিহরি আজি বিজনে একা,
বসিয়া রয়েছে আশায় আশায়
কার সনে যেন করিবে দেখা ? (৮)
কে রচিলা এই ভুবনমোহন
অপরূপ ছবি—দেখালে আজ ?
কি শিল্প-চাতুরী আহা মরি মরি !
বলিহারি যাই মোহন সাজ। (৯)

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধুক্তি।

(৩য় প্রস্তাব)

ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত পাপপঙ্কে নিমজ্জিত দুরাত্মা সন্তানের হৃদয়ে অন্য সকলই তিরোহিত হইলেও যে মাতৃভক্তি থাকে, সামুয়েল ওয়ারেন্ বোস্যাম্প তাহার উদাহরণ। বোস্যাম্পের মুখে "মা, আমার মা, এই তোমার পুত্র।" "মা, অভাগিনী স্নেহময়ী মা," "মা তুমি কি তোমার অত্যাচারী অমিতব্যয়ী সন্তানকে দেখিবে" প্রভৃতি হৃদয়-বিদারক বাক্য গুলি উচ্চারিত হইয়া মাতৃস্নেহের সারবত্তা দেখাইয়া দিয়াছে। মহাত্মা থিওডোর পার্কার উপদেশ দিয়াছেন যে, গর্ভধারিণী মাতাকে অন্তরের অকৃত্রিম প্রগাঢ় ভক্তি করিবে, শুভানুধ্যায়িনী ভগিনীগণকে ও যাঁহাকে প্রীতি-নয়নে দেখ এমন অবলাকে সম্মান করিবে, যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, সেই প্রণয়িনীকে স্নেহ করিবে।" আর একস্থানে বলেন "স্বভাব ও চরিত্রগত বিশেষ গুণের অধিকারিণী বলিয়াই নারী ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দানে বিশেষ পারদর্শিনী।" "অধুনাতন অধ্যাপনা কার্য্যের অধিকাংশ ভার মহিলাদিগের হস্তে ন্যস্ত।" কবিশ্রেষ্ঠ ওয়ার্ডসওয়ার্থ—স্বপত্নী মেরী হচিন্‌সন্‌কে অবলম্বন করিয়া A "perfect woman" আদর্শনারী নামে যে দুর্লভ ক্ষুদ্র কবিতা রত্নে ইংরাজী ভাষাকে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদিত হইল :—

হেরিনু রূপের জ্যোতি প্রথমে যখন
ভাবিনু আনন্দ দেবী দিলা দরশন,
মনোলোভা দেবদূতা প্রেরিত ভুবনে
শোভিতে ক্ষণেক তরে সুষমা ভূষণে ;

কাছে গিয়া হেরি তারে অপূর্ব্ব মোহিনী
মানবিনী নয়, সেত মানব রূপিণী ;
এহেন সুহৃদ বিনা কিসে শান্ত হয়
প্রতি দিন মনুষ্যের ব্যথিত হৃদয় ?
অসার জীবন-পথ বিপদ নিধান
প্রকৃত রমণী সৃষ্টি অপূর্ব্ব বিধান !
গুরু ভার সমর্পিত তার শির পরে
সতর্ক সান্ত্বনা লয়ে চালনার তরে ;
দেবী সেত নারী নয়, কিরণ বিমল
স্বরগের, করিয়াছে তারে সমুজ্জ্বল !!"

আর্সেনিয়স্‌ যখন ফিলামনের নিকট তাঁহার ভগিনী পেল্যাজিয়ার কথা উত্থাপন করেন, তখন তিনি যে অনির্ব্বচনীয় দেব ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা কিংসলির নীতিগর্ভ উপন্যাস যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবগত আছেন। আমরা তাহার কিঞ্চিৎ অনুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—"ভগিনী, শুধু ঈশ্বরদত্ত বন্ধু তুল্য বন্ধি বা সহকারিণী নয়। তাঁহাকে ভাল বাসিলে কেহ—এমন কি কোন মঠবাসী সন্ন্যাসীও দোষারোপ করিতে পারিবেন না। "ভগ্নী" এই পবিত্র কথাটিতে বলিয়া দেয় যে যে শোণিত ভ্রাতার নিজের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, যে মাংসে তাহার দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই রক্ত মাংসে ভগিনীরও দেহের পুষ্টি সাধন হইতেছে, এক পিতা এক মাতা হইতে উভয়ের জন্ম, এমন ভগিনী তাহার, চির কালের জন্য তাহার, তাহার নিজের।" বৈবাহিক প্রীতি সম্বন্ধে অন্যত্র লেখা আছে :—"নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা যাহাতে এক জন কুমারী এক জন বলীয়ান পবিত্রচিত্ত যুবকের (বরের) নিকট মস্তক অবনত করিতেছে, কিম্বা যাহাতে এক ব্যগ্র যুবক এক জ্ঞানবতী কোমলহৃদয়া পাত্রীতে (কন্যাতে) আসক্ত হয়, যে নারী সংসারের বিপজ্জালে সৌন্দর্য্যের গরিমায় ও স্ত্রী জনোচিত দায়িত্ব ও চিন্তারাশি সত্ত্বেও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করে, এ পবিত্র বৈবাহিক সম্বন্ধ ব্যতীত ধরাধামে সুন্দরতর পদার্থ আর কি হইতে পারে ? এই সম্বন্ধ ভগিনী সম্বন্ধ হইতেও অধিক, ইহাতে মাতৃ সম্বন্ধ বিদ্যমান।" ভয়সী বলেন নবপ্রসূত শিশুর প্রতি যে অনির্ব্বচনীয় মাতৃস্নেহ, শিশুর জন্মের বহু পূর্ব্বজাত জীবনপোষক অটল যে মাতৃস্নেহ, প্রকৃত ভালবাসা যে রূপ অকৃত্রিম, স্বার্থপরতাশূন্য এবং কষ্টদায়ক ত্যাগ স্বীকারে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, ইহাও তাহাই। ঐ স্নেহকে ভালবাসার আদর্শ করিয়া উহার দ্বারা স্বর্গের কি পৃথিবীর অন্য ভালবাসা পরীক্ষা করা যায়, কোন স্থানেরই প্রেম আর একটী নূতন ভাবের উদ্ভাবন বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহারই দ্বারা ঈশ্বর নিজ প্রেম মনুষ্য সমাজে জ্ঞাপন করেন।" চ্যানিং 'এডুকেশান' অর্থাৎ শিক্ষা নামক নীতিগর্ভ প্রবন্ধসারে সন্তানের চরিত্র গঠন ও সৎশিক্ষার উপকারিতা সুন্দররূপে বুঝাইবার জন্য শিক্ষককে পিতা মাতার সহিত সমান অধিকার দিয়াও এক স্থানে বলিয়াছেন যে "পিতা মাতার সন্তানের

উপর প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা আছে এবং সেই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে তাঁহারা বাধ্য হন। সুলেখক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবন চরিত ইংরাজীতে লিখিয়া আপনার লেখনীকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। প্রতাপ বাবু উল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কেশব বাবুর মহত্ব কেশব বাবুর মাতারই গুণে। তিনি অন্তিমকালে জননীর সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ এই ;— মাতা বলিয়াছেন "আমার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া সে বলিল কিছুতেই কি আমার যন্ত্রণা আরোগ্য হয় না ?" "আমি বলিলাম বাছা! তোমার যন্ত্রণা আমার পাপের ফল, ধার্ম্মিক পুত্র অধার্ম্মিকা পাপপরায়ণা মাতার পাপের ফল ভোগ করে।" "কেশব করুণ স্বরে বলিল 'মা! এমন কথা বলিবেন না, পরম মাতা স্বর্গস্থ জননী আমারই মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত আমার নিকট পাঠাইতেছেন।" সন্তানের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া তাঁহাকে শোকে বিহ্বলা হইয়া অনুতপ্তহৃদয়ে অতিশয় রোদন করিতে শুনিয়া তিনি কাতরস্বরে বলিলেন "আপনার মত মাতা কোথায় ? আপনার সমস্ত সদ্‌গুণকলাপ ঈশ্বর আমাকে দিয়াছেন। যাহা কিছু আমার তাহা সকলি আপনার।" এই বলিয়া তিনি জন্মের মত জননীর পদ রেণু মস্তকে ধারণ করিলেন।

পৃথিবীতে স্ত্রীলোক অধিক না পুরুষ অধিক ?

ভারতবর্ষ ও কলিকাতার লোকসংখ্যা গণনায় প্রকাশিত হইয়াছে যে এ দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক। পুরাতন মহাদেশের অনেক স্থলেই এই রূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। কিন্তু নূতন মহাদেশ আমেরিকার সকলই নূতন। যুক্ত রাজ্যের (ইউনাইটেড ষ্টেটসের) লোক সংখ্যা গণনায় যেরূপ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক প্রদেশে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষই অধিক। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও নগরের পত্তনকাল অনুসারে স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার যে রূপ ন্যূনাধিক্য দেখা যায় তাহা আশ্চর্য্য এবং তাহাহইতে অতি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ফিলাডেলফিয়া টাইম্‌স নামক সাময়িক পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

যুক্তরাজ্যে পুরুষ সংখ্যা ৫ কোটী, কিন্তু স্ত্রীলোক সংখ্যা প্রায় ৬ কোটী, ৯১ লক্ষ অর্থাৎ সে দেশে পুরুষ অপেক্ষা প্রায় ৯ লক্ষ অধিক স্ত্রীলোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রকৃতির একটী রহস্য বুঝা কঠিন। স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অল্পসংখ্যক হইলেও দীর্ঘজীবিনী। শতায়ুদিগের মধ্যে পুরুষ ১৪০৯, কিন্তু স্ত্রীলোক ২৬০৭ জন। বয়স অনুসারে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার অনেক কম বেশী দেখা যায়। বাল্যকালে পুরুষ সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ অধিক থাকে, ১৬ বৎসরের পর পুরুষের সংখ্যা কমিতে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ৩৬ বৎসর বয়স কালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হয় এবং ৭৫ বর্ষের পর স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া যায় অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়। প্রকৃতির নিয়মের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে। স্ত্রী সংখ্যার আধিক্য নিবারণার্থ আবার অধিক সংখ্যক বালক ভূমিষ্ঠ হয়। যুক্তরাজ্য ৪৯টী প্রদেশে বিভক্ত, তন্মধ্যে অরিজানা, ডেলাওয়ার, ফ্লরিডা, লাউসিয়ানা, মণ্টানা ও উত্তর কারোলিনা এই ছয়টী মাত্র প্রদেশে অধিক বালিকার জন্ম হয় এবং ১১ হইতে ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষাপেক্ষা তাহাদের সংখ্যা অধিক থাকে। যে দেশ যত প্রাচীন, তাহাতে স্ত্রীলোক সংখ্যা তত অধিক দেখা যায়। এই কারণে যুক্তরাজ্যের ১৩টী আদিম উপনিবেশে স্ত্রীলোকের ভাগ অধিক। কিন্তু ডেলাওয়ার ও উত্তর কারোলিনা তাহাদের অন্তর্ভূত নহে। লোকের প্রকৃতি এবং জল বায়ুর তারতম্যানুসারেও পুরুষ ও স্ত্রী জন্মের যে প্রভেদ হইতে পারে, তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

যুক্তরাজ্যের পূর্ব্ব প্রদেশ সকলে পুরুষ সংখ্যা কম এবং পশ্চিম প্রদেশ সকলে স্ত্রী সংখ্যা কম। ইডোহা নামক একটী নূতন উপনিবেশে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা দ্বিগুণ। মাসাচুসেট্স সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিবেশ, তথায় পুরুষ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। এস্থলে প্রাচীন ও নূতন বসতি ভেদে স্ত্রী পুরুষ সংখ্যা নিয়মিত হইতেছে বলা যায়। এই সকল প্রদেশে বালক ও বালিকাদিগের মধ্যে সংখ্যায় যত প্রভেদ দেখা যায়, প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়াদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে অনেক পুরুষ কার্য্যোপলক্ষে পশ্চিম প্রদেশে গমন করে, ইহাও প্রভেদের একটী কারণ বলিয়া লক্ষিত হয়।

পূর্ব্ব প্রদেশ এবং পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার যেমন তারতম্য দেখা যায়; প্রদেশ এবং নগরের মধ্যে আবার সেইরূপ দেখা যায়। নগর সকলে প্রায়ই স্ত্রী সংখ্যা অধিক। প্রদেশ অপেক্ষা নগর অধিক প্রাচীন, ইহা তারতম্যের কারণ হইতে পারে। যে নগর আবার যত প্রাচীন, তাহাতে স্ত্রী সংখ্যা তত অধিক। নিউইয়র্ক একটী অতি প্রাচীন নগর, তথায় ৫ ও ১৭ বৎসরের মধ্যে বালক অপেক্ষা বালিকা ৪৬৮০ অধিক;

কিংস কাউণ্টীতে ১৭০৮, বালটীমোরে ১৭২৫, সফোকে ১০১৩ এবং অর্লিয়ান্সে ২২৩৩ অধিক। নিউ অর্লিয়ান্স ছাড়া আর সকল প্রদেশে বালক অধিক জন্মে। জর্জিয়া প্রদেশে ১৪৭টী কাউণ্টী বা জেলা তন্মধ্যে কেবল ২৬টী জেলায় বালিকা অপেক্ষা অধিক বালকের জন্ম হয়। নিউ অর্লিয়ান্সে ফরাসী অধিবাসী সংখ্যা অধিক বলিয়া বালিকার সংখ্যা অধিক কেহ কেহ অনুমান করেন। জর্জিয়া অপেক্ষাকৃত নূতন উপনিবেশ বলিয়া পুরু-যাধিক্য স্বাভাবিক।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার ন্যূনাতিরেক সম্বন্ধে যে সকল কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কারণও থাকিতে পারে এবং মানবের স্বভাব চরিত্র ও নৈতিকভাব একটী প্রবল কারণ বলিয়া বোধ হয়। যাহাহউক এ বিষয়টী বিশেষ অনুসন্ধানযোগ্য এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে জলই মানুষের স্বাভাবিক পানীয়। বিশুদ্ধ জল পাইলে অন্য কোন প্রকার পানীয় আবশ্যক হয় না। কিন্তু মানুষে অনেক প্রকার কৃত্রিম পানীয় প্রস্তুত করিয়াছে, তন্মধ্যে চা, কাফি ও মদ্য প্রধান। চা ও কাফি অল্প পরিমাণে খাইলে বোধ হয় কোন অপকার হয় না। প্রাতঃকালে উঠিয়া অল্প পরিমাণে চা অথবা কাফি খাইলে শরীরের জড়তা নষ্ট হয় এবং শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। অথবা গুরু পরিশ্রমে যখন শরীরের অতিশয় ক্লান্তি বোধ হয়, তখন অল্প পরিমাণে ইহা খাইলে সেই ক্লান্তি দূর হয় এবং শরীরের সজীবতা সম্পাদিত হয়। কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ইহাতে অবশ্যই অপকার হয়। শুইতে যাইবার পূর্ব্বে ইহা খাওয়া উচিত নয়, কারণ ইহাতে ঘুমের ব্যাঘাত করে।

আমাদের দেশে এই দুই দ্রব্যের যত ব্যবহার হউক না হউক, মদ্য পানের বহুল প্রচার হইয়াছে। দিন দিন ইহার ব্যবহার যেরূপ বাড়িতেছে এবং ইহা হইতে যেরূপ অপকার সাধিত হইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে দুই একটী কথা বলিলে বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণের অরুচিকর হইবে না।

মদ্যপান করা উচিত কি না? এপ্রশ্ন স্বভাবতই জিজ্ঞাস্যই হইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে মদ্য পান উপকারী কি অপকারী তাহা এখন আলোচ্য নয়, যুবকদিগের ইহা পান করা উচিত কি না

আপাততঃ তাহা দেখা যাউক। এ বিষয়ে উত্তর অতি সহজ এবং তাহা এই যে—যুবকদিগের সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান হইতে বিরত থাকা উচিত। আমাদের এই প্রকার মত হইবার কারণ এই :—

এই কালে অবয়বাদির বৃদ্ধির জন্য মদ্য কোন উপকারে আইসে না। এই কালে অঙ্গাদির বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শ্রম ও নাইট্রোজেনবিশিষ্ট খাদ্যের আবশ্যক হয়। মদ্যে কিছুমাত্র নাইট্রোজেন নাই; সুতরাং ইহাতে শরীরের কিছুমাত্র পুষ্টি-সাধন হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন যে ইহাতে অন্য প্রকারে শরীরের উপকার সাধন করিতে পারে। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে ইহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি করে; শরীর এবং মনের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে; এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ বৃদ্ধির সহায়তা করে। কিন্তু মদ্য পানে ইহার মধ্যে একটি কার্য্যও সম্পন্ন হয় না। মদ্য পান করিলে ক্ষণকালের জন্য বল বৃদ্ধি অনুভব হয় বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর দুর্ব্বলতা অনুভব হয়। গুরুতর পরিশ্রম-জনিত ক্লান্তি অনুভব হইলে, মদ্যপান করিলে ক্ষণকালের জন্য সে ক্লান্তির অব-সান হয় বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দ্বিগুণ-তর ক্লান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মদ্য পানে আপাততঃ যে বল ও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি অনুভব হয়, সে সকলই ক্ষণস্থায়ী এবং অধিকতর ক্লান্তি এবং কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। মদ্যপানে শরীরের অভ্যন্তরস্থ উত্তাপের কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না। মদ্য পান করিলে ক্ষণকালের জন্য যে উত্তাপ অনুভূত হয়, তাহা শরীরের অভ্যন্তরীণ নহে, বাহ্যিক উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং ইহাতে উত্তাপ হ্রাস করে। তাহার কারণ এই যে আমাদের শরীরের মধ্যস্থ উত্তাপ, শরীরের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গারক পদার্থ (Carbon) এবং অম্লজন (Oxygen) সংযোগে হইয়া থাকে। কিন্তু মদ্য পান করিলে আমাদের রক্তস্থিত অম্লজন মদ্যের সহিত মিলিত হইয়া বাহ্যিক তাপ উৎপাদন করে। সুতরাং কতক অম্লজন ঐরূপে নষ্ট হওয়াতে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ তাপও ঐ পরিমাণে কমিয়া যায়। ইহাতে কি তবে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়? অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ইহাতে ক্ষুধা নষ্ট করে, বৃদ্ধি করে না। বিশেষতঃ শ্রমশীল যুব-কের পক্ষে ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ ঔষধ আবশ্যক হয় না।

উল্লিখিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে মদ্য পানে কোন উপকার নাই, সমূহ অপকারের সম্ভাবনা আছে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে শিশুদিগকে মদ্য পান করা-ইলে তাহাদিগের বল ও বুদ্ধির হ্রাস হয়, তাহাদের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়, এবং অন্যান্য প্রকারে তাহাদের নানা অনিষ্ট সাধিত হয়। যদি মদ্য পানে কোন উপকার না হয়, বরং অপকারের আশঙ্কা থাকে, তাহাহইলে শুধু সুখ

বিপদে গিয়া পড়া নির্ব্বোধের কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

মদ্য পানে যে কেবল শরীরেরই অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা নহে। মদ্য পান করিলেই মস্তিকে অপরিমিত রক্ত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্ষণ কাল পরেই সেই পরিমাণে রক্ত মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া যায়। এই উভয়ই মস্তিকের পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাতে ইহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয় এবং কিছুকালের মধ্যে ইহা বিকৃত হইয়া যায়। মস্তিক মনের আধার সুতরাং মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে নানা প্রকার মানসিক বিকার উপস্থিত হয় এবং মনুষ্যের ধর্ম্মভাব ও চরিত্র হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

এই কালে, মদ্য পান হইতে যে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকা উচিত, তাহার আর এক কারণ এই যে এই কালে যাবতীয় অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। এ সময়ের অভ্যাস দৃঢ় বদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহা সহজে উৎপাটিত হইবার নহে। মদ্য পানের এমনই গুণ যে ইহাতে নিয়ম রাখা (বিশেষতঃ এই কালে) অতিশয় কঠিন কার্য্য। অনেকে প্রথমতঃ নিয়মিতরূপে মদ্য পান করিতে যাইয়া পরিশেষে ঘোর মাতাল হইয়া পড়েন। যে কোন অভ্যাস হউক না কেন, উহা সহজে দূরীকৃত করা যায় না। বিশেষতঃ এই অভ্যাস দূর করা এক প্রকার অসাধ্য সাধন হইয়া উঠে। কত শত বুদ্ধিমান কৃতবিদ্য যুবক এইরূপে নিয়মিতরূপে মদ্য পান করিতে যাইয়া ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সব হারাইয়াছেন এবং পরিশেষে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মদ্য পানের ফলে প্রতি দিন কত রোগ, কত শোক, কত অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে; প্রত্যহ কত শত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষণ কাণ্ড হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে?

নূতন সংবাদ।

১। জর্ম্মণ সম্রাট্ ইংলণ্ডে উপস্থিত। দিদীমা ইংলণ্ডেশ্বরীর অতিথি হইয়া কিছু দিন থাকিবেন। আমরা আশা করি এই উপলক্ষে তাঁহার জননীর সহিত মনোবাদের শান্তি হইবে।

২। কোলাপুরের বিধবা রাণী শাকবার বাই সাহেব স্থানীয় বালিকাগণের পারিতোষিক বিতরণ কালে স্বয়ং ইংরাজীতে এক বক্তৃতা পাঠ করেন এবং বিদ্যা শিক্ষায় ছাত্রীদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন।

৩। লেডী লান্সডাউন পীড়িত হইয়াছিলেন, আরোগ্য লাভ করিতেছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।

৪। গত ১লা জুলাই লণ্ডন বিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট সভার বার্ষিক অধিবেশন মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক সাইস ৩৫০০ বৎসরের পুরাতন এক আসিরীয় পুস্তকালয় আবিষ্কার করিয়া তাহার যে আশ্চর্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহা সভাস্থলে পঠিত হয়। এই প্রাচীন সময়ে সমুদয় সভ্য জগতে বাবিলোনীয় ভাষা প্রচলিত ছিল, বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত ছিল এবং আরও অনেক পুরাতত্ত্ব ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কতকগুলি খোদিত প্রস্তর ফলকও প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। গত ৩রা আগষ্ট বঙ্গ-মহিলা সমাজের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ আগামী বারে প্রকাশ্য।

৬। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলান্তর্গত এটোয়া নগরীতে সম্প্রতি একটি শিক্ষিতা রমণী উপনীত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ অঙ্গের এমন কোনও গ্রন্থ নাই, যাহা ইনি পাঠ করেন নাই। বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, স্মৃতি, কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে ইনি অতি উচ্চ দরের পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিন চারি ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া সংস্কৃত ভাষায় মৌখিক বক্তৃতা করিতে পারেন। আমাদের সংবাদদাতা ইহাঁর বক্তৃতা শুনিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন। রমণীর নাম জানকী বাই, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ক্রম ২২ বৎসর, সধবা এবং পুত্রবতী, নিবাস জয়পুরের নিকট নার্ণুর গ্রাম। ইহাঁর স্বামীও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম এই বিদুষী রমণী কলিকাতায় আগমন করিয়া বাঙ্গালী ভগ্নীদিগের মধ্যে সুনীতি প্রচার করিবেন এরূপ মানস করিয়াছেন।

৭। গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজধানী লস্কর নগরে সম্প্রতি একটি বিধবা বিবাহ হইয়াগিয়াছে। পাত্রের নাম রামচরণ, জাতি ক্ষত্রিয়, বয়স ২৬ বৎসর; পাত্রী যশোদা দেবী, জাতি ব্রাহ্মণ, বয়স ১৮ বৎসর; উভয়েই শিক্ষিত। বিবাহ হিন্দু মতে সম্পন্ন হইয়াছে।

বামা রচনা।

বঙ্গ মহিলার পত্র।

প্রিয় ভগ্নী শ্রীমতী ন:—

আমরা সবাই এসেছি ভাই
ভাগীরথীর কোলে;
হেথায় শোভা নয়নলোভা
দেখ্‌লে আঁখি ভোলে!
করি মধুর ধ্বনি সুরধুনী
সাগর পানে ধান,
কত লহরী চল্‌ছে মরি

তুলি সুধার তান!
বাতাস পেয়ে উঠ্‌ছে ধেয়ে
ছোট্টো ছোট্টো ঢেউ,
ব্যস্ত হেন, ডাকছে যেন
আদর করি কেউ!
তরুর শাখে, বিহগ ডাকে
"বউ কথা কও" বলে ;
ঘোম্‌টা খুলে বউরা মিলে
ডুব দিতেছে জলে!
ভাগ্যে বঙ্গে ছিলেন গঙ্গে
তাই এ "সু" যোগ পেয়ে,
কোলের ছেলে আস্‌ছে ফেলে
দেশ বিদেশের মেয়ে!
আমরা তো ভাই, সময় কাটাই
বসি ঘরের কোণে,
কপাল লেখা হয় না দেখা
সাগর ভূধর সনে!
আঁধার মতন, সোণার জীবন
যাপন করি মোরা,
কপালে ছাই হবে কি ভাই
দেশ বিদেশে ঘোরা!
বিধির সৃষ্টি কতই মিষ্টি
দেখা কি হায় হবে,
বল দেখি বোন! জুড়াবে মন,
সাধ পুরিবে কবে?
নূতন কথা, দেখ্‌লেম হেথা
"গঙ্গা-তীরে মেয়ে"
সাজা গোজা, ভূতের বোঝা
বেড়ান শুধুই বয়ে!
গৃহধর্ম্ম কাজ কর্ম্ম
মর্ম্ম নাহি বোঝেন ;
ষোল আনা বিবিয়ানা
তাই কেবলি খোঁজেন!
সিঁথির পাশে "পেথাম" ভাসে
হয়ে ময়ূর হারা,
গাউন, বডি, লাখ্‌ কি কোটী
দ্রৌপদী-বাস পারা!
চোখ রাঙ্গিয়ে মুখ বাঁকিয়ে
ছাড়েন "কেকা তান ;
কথায় কথায় "রাগের মাথায়"!
"সভ্য" অভিমান!
সভ্য কিসে—বিলাস বিষে
দেহে ধরেছে ঘুণ ;
নভেল নাটক পড়ার চটক
এইটী আছে গুণ!
ভাবেন মনে অনুক্ষণে
আকাশ পানে চেয়ে,
"মরুই ঘরে কেমন করে
থাকে বঙ্গ মেয়ে!
হয়ে ভার্য্যা পরিচর্য্যা
করে পতির পায়!
গুরু সেবা তাকেই সেবা
খাট্‌নি খেটে খায়!
হায় রে কি পাপ, আতর গোলাপ
ল্যাবেণ্ডার না মাখে,
পাড়াগেঁয়ে পেত্নীগুলো
কিসের সুখে থাকে!"
ভেবে এ কথা, সোণার লতা
হাসেন কতই হাসি ;
(তাঁদের) খাইয়ে দেয় "বামুন্‌ দিদী"
আঁচিয়ে দেয় দাসী!
বিনীত বেশে পতি এসে

সারাদিনের পরে,
ছেলে রাখেন, আলো আলেন
শয্যা পাতেন ঘরে !
হোথা "বুড় মাগী" (শ্বশ্রূ না-কি)
চাউল ডাউল মাপেন,
মনেতে ভয় পাছে কি হয়
"বৌমা" আস্ত খাবেন !
এমন হলে কদিন চলে
এই কাঙ্গালের দেশ ?
রক্ত মাংস ক্রমে ধ্বংস
হাড় ক খানি শেষ !
যে দেশেতে হরষেতে
অন্নপূর্ণা পূজে,
ধান্য ধন সমর্পণ
লক্ষ্মী-পদাম্বুজে,
সে দেশ যুড়ে, আলসে কুড়ে,
লক্ষ্মী ছাড়ার মেলা,
এর চেয়ে হায় দেখ্‌বে কোথায়
নূতন তর খেলা !
বল্‌ছি তাও আছেন হেথাও
দেবীর মত নারী,
কেমন নরম কতই সরম
সদাই সদাচারী ;
পরের দুঃখে কমল চোখে
অশ্রু-ধারা ঝরে,
আপ্‌না ভোলা, হৃদয় খোলা,
খাটেন পরের তরে !
শুক্তি মাঝে মুক্তা সাজে,
ফুল তো ফোটে বনে,
কে দেখে তায় গুণেই জানায়
এইটী রেখ মনে।
সখ্‌ খেতে আনন্দেতে
খেল্‌ছে গিরিবালা,
দেখ্‌লে তায় জুড়ায় হায়
হৃদয় ভরা জ্বালা।
যেখানে যাই সেই খানে ভাই
"আর্য্য-কীর্ত্তি" রাশি,
(কিবা) স্বরগ মেয়ে পড়লো ছেড়ে
ভারত ভূবে আসি !
শুভ জনম ধন্য করম
ভগীরথের ভাই !
তাঁর প্রসাদে মনের সাধে
গঙ্গা নেয়ে যাই !
আজ মনের কথা বুকের ব্যথা
তোমার কাছে ব'লে,
দিতেছি হার (এ উপহার)
বামা-বোধিনী-গলে ।
শ্রীমা—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৬ সংখ্যা } ভাদ্র ১২৯৬—সেপ্টেম্বর ১৮৮৯। { ৪৫ কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ষড়্‌বিংশ শুভ জন্মোৎসব।

মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় বামাবোধিনী গত বর্ষে ইহার পঞ্চবিংশ বার্ষিক জুবিলী সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতে ইহার হিতৈষী বন্ধুগণ ইহার প্রতি যেরূপ আশাতীত সহানুভূতি ও স্নেহ-নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইহা জীবনে ভুলিবে না। ইহার ভাগ্যে পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব ঘটিবে কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাহা না হইলেও ইহা ইহার জীবনে নারীজাতির যে উন্নতি দর্শন করিয়াছে এবং নারীজাতির সেবায় নিযুক্ত হইয়া সাধারণের যে অনুরাগ ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাহাতে কৃতার্থ হইয়াছে। ঈশ্বর-কৃপায় ইহার জীবন যত দিন থাকিবে, সেই স্মৃতি ইহার অবলম্বিত ব্রত পালনে ইহাকে উৎসাহিত ও সবল করিয়া রাখিবে। আজি বামাবোধিনী

২৬ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২৭ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজি বামাবোধিনী ভক্তিভরে জীবন-দাতার চরণে প্রণত হইতেছে এবং ইহার হিতকারী বন্ধু ও অনুগ্রাহক গ্রাহক গ্রাহিকা সকলকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপ-হার অর্পণ করিতেছে। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন ইহার সপ্ত-বিংশ বর্ষ যেন নিরাপদে গত হয় এবং ইহা উপযুক্তরূপে আপনার কর্ত্তব্য ভার বহনে সক্ষম হয়। সকলের স্নেহ ও অনুগ্রহ দৃষ্টি ইহার উপরে থাকিলে ইহার উন্নতি ও কল্যাণের পক্ষে আর কোন সংশয় থাকিবে না। আজি ইহার শুভ জন্মদিনে দিক্ সকল ইহার প্রতি প্রসন্ন হউক, ভূলোক দ্যুলোক মধুর হাস্য করিতে থাকুক, আজি ভূলোকের বায়ুহিল্লোল ইহার জন্য মধু বহন করুক, আজি দ্যুলোকস্থ নক্ষত্ররাজি মধুর জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ইহার পথ দিব্যালোকে আলোকিত এবং ইহার জীবন নবভাবে পূর্ণ করুক।

সপ্তবিংশ সহোদরা আকাশের তারা,
আগুসারি এসো লয়ে মুখে জয়ধ্বনি,
বর্ষে বর্ষে ঢালি কত আনন্দের ধারা,
সুধাময় সুখময় করেছ অবনী। ১
কত রবি কত চন্দ্র কত গ্রহদল,
তোমাদের জ্যোতিচক্রে হয় বিঘূর্ণিত,
সবে মেলি করি আজি গগন উজ্জ্বল
নৃত্য কর, গাও মধু প্রেমের সঙ্গীত। ২
অশ্বিনী ভরণী এস কৃত্তিকা রোহিণী,
মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, স্বাতি, ভাদ্রপদ,
হাত ধরাধরি করি যতেক ভগিনী,
সঙ্গে লয়ে এস যত স্বর্গের সম্পদ। ৩
আজি সপ্তবিংশ বর্ষে করি পদার্পণ,
একে একে তোমাদের যাচিছে প্রসাদ,
একে একে করি সবে করুণ প্রসারণ,
বামাবোধিনীর শিরে কর আশীর্ব্বাদ।
যুড়িয়া অনন্ত দেশ অনন্তের লীলা
দেখিয়াছ দেখিতেছ দেখিবে বা কত,
ইহার এ ক্ষুদ্র প্রাণ দুদিনের খেলা,
সীমাবদ্ধ স্থানে কালে হইবে বিগত। ৫
তবু যাঁর কৃপাবলে তোমরা রক্ষিত,
নিশি দিন কর যাঁর করুণা কীর্ত্তন,
তাঁর দয়া এ বালার নহে অবিদিত,
তাঁর কার্য্য সাধিবারে ইহার জীবন। ৬
লও এরে সাথী করে তোমাদের সনে,
তোমাদের মত দেব-ইচ্ছা শিরে ধরি,
যথাশক্তি রত হয়ে কর্ত্তব্য সাধনে,
সার্থক করুক প্রাণ আপনা পাশরি। ৭
ইহার এ নব বর্ষ বিধির বিধান,
নব ভাবে পূর্ণ হো'ক নবোৎসবময়,
দেখি, শুনি, সাধি—নারী কুলের কল্যাণ,
গাউক উৎসাহভরে জগদীশ জয়। ৮

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সিংহ শার্দ্দূল যুদ্ধ—সম্প্রতি আলিপুরের পশুশালায় এক সিংহী ও ব্যাঘ্রীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ভৃত্যাদিগের অসাবধানতা বশতঃ একের ঘরে অন্যটি প্রবেশ করিয়াছিল। কয়েক মিনিট যুদ্ধের পর রণে সিংহীই হত হইয়াছে।

অদ্ভুত মনুষ্য—(১) তিন বৎসর অতীত হইল দীর্ঘলোমা মাতা পুত্র ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত হইয়া ভারতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, সম্প্রতি মধ্য এসিয়ায় এরূপ লোমশ স্ত্রীলোক পাওয়া গিয়াছে। এক জন লোক গেলবোরণ নগরে তাহাকে প্রদর্শন করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন।

(২) মেক্সিকোর উত্তরাংশে কতকগুলি অসভ্য আদিমবাসী আছে, তাহারা শৃগালাদির ন্যায় গর্ত্তে বাস করে।

রাজসংবাদ—মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী বাতরোগে বড় কষ্ট পাইতেছেন, শুনিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। পারস্যের শাহার সম্মানার্থ সাণ্ডরিংহমে রাজপ্রাসাদে যে উদ্যান-ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে তিনি যুবরাজকে বাম হস্তে ধরিয়া ও যষ্টির উপর ভর দিয়া তবে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।

(২) জর্ম্মণ সম্রাট ২য় উইলিয়ম ইংলণ্ড দর্শনে বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বরী এক দল জর্ম্মণ সৈন্যের "ক্যাপ্তেন" উপাধি পাইয়াছেন।

(৩) স্পেনের রাজমাতা বেলুন চড়িয়া শূন্যে উড়িয়াছিলেন। প্রজাপুঞ্জ তাঁহার সাহস দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

(৪) ২০ শে জুলাই লর্ড ফাইফের সহিত রাজকুমারী লুইসের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রাজকুমারী প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছেন।

(৫) স্যাক্সনীর রাজ্ঞী অনেক সৎকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সকল শ্রেণীর রমণীগণ ধাত্রী (Nurse) কার্য্য শিক্ষা করেন, এজন্য তাঁহার বড় অনুরাগ। ড্রেসডেন নগরে এক বৎসর মধ্যে তাঁহার উৎসাহে ১২০০ কার্য্যক্ষম ধাত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।

স্ত্রী চিকিৎসা—শোলাপুরে একটী স্ত্রী-মেডিকেল স্কুল ও একটী স্ত্রী হাঁসপাতাল স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই জন্য একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। সোরাবজী নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলা স্বজাতীয় ও ইংরাজী ভাষায় সদনুষ্ঠানের সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

স্ত্রী বিদ্যালয়—২১শে শ্রাবণ সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ইটালী হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের বাটীর ভিত্তি-

প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী কলকোহন গ্রাণ্ট স্বহস্তে রৌপ্য কর্ণিক দ্বারা ভিত্তি মূলে প্রস্তর প্রোথিত করিয়াছেন। সভাস্থলে মিঃ বিভারিজ মহোদয়, কয়েকটী ইংরাজ মহিলা ও দেশীয় ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

দাতব্য—(১) লেডী ডফরীণ ফণ্ডে যুবরাজপত্নী ৫০ গিনি এবং এক সওদাগর কোম্পানি ৫০০ গিনি দান করিয়াছেন।

(২) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মহিষাদলের রাজা যতিপ্রসাদ গর্গের নিকট হইতে হিন্দুহোষ্টেলের দ্বিতল নির্ম্মাণার্থ ৩২ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আরও শুনা যায় তিনি কাসিম বাজারে গিয়া প্রচুর সাহায্যের আশা পাইয়াছেন।

(৩)বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিধবা পত্নী রাণী রাজকুমারী দাসী সংস্কৃত কলেজে এক টাকা বেতনে ৫০ জন ছাত্রের পড়ার জন্য কতকগুলি টাকা দান করিয়াছেন।

(৪) মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুর মুরসিদাবাদে এক হিন্দু ধর্ম্মালয় স্থাপন জন্য ৫০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

কীট রহস্য—আমেরিকার এক পত্রিকাতে প্রজাপতির এক অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। হাজার হাজার প্রজাপতি একখানা রেল গাড়ির চাকা এমনি আঁটকাইয়া ধরিয়াছিল যে দুখানি এঞ্জিন দিয়া টানাইয়াও তাহা নড়ান যায় নাই।

স্ত্রী ডাক্তার—মান্দ্রাজের কুমারী জগন্নাথম এডিনবর্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া L. R. C. P. উপাধি পাইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য জাতীয় সভা হইতে ২৫০ টাকা পাইয়াছেন।

অদ্ভুত বিবাহ—সোমপ্রকাশ লিখিয়াছেন যে সম্প্রতি জনাইয়ের সন্নিকট বাগডাঙ্গা নামক স্থানে ২৮ বর্ষ বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ ৮ মাস বয়স্কা একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন! জামাতা কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে ২০০ টাকা পণ গ্রহণ করিয়াছেন!

মহোচ্চ প্রাসাদ—পৃথিবীতে ৭টী মহোচ্চ প্রাসাদ আছে, তন্মধ্যে ইফেল টাউয়ার ৯৮৪ ফুট, ইউনাইটেড ষ্টেটসের ওয়াসিংটন নগরে ওবেলিস্ক প্রাসাদ ৫২২ ফুট, ফরাসী রাজ্যে রুওয়েন কেথিড্রেল ৪৬২ ফুট, মিসর দেশান্তর্গত গিজের পিরামীড ৪৭৮ ফুট, ভিয়েনা নগরের সেণ্ট ষ্টিভেন্স প্রাসাদ ৪৫২ ফুট, রোমের সেণ্ট পিটার্স কেথিড্রেল ৪৪২ ফুট, এবং লণ্ডনের সেণ্ট পলস্ কেথিড্রেল ৪২০ ফুট উচ্চ। সঞ্জীবনী!

পুস্তকালয়—বোম্বের পরলোক গত সিবিল সার্জ্জেণ্ট শ্রীপদ বাবাজি ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের এক পুস্তকালয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে মা আর স্ত্রী, সন্তানাদি কিছুই নাই। তাঁহার মার ইচ্ছা এই পুস্তকালয়টী ঠাকুর সাহেবের নামে নামকরণ করিয়া সাধারণকে দান করেন।

শ্রমদক্ষ নারী—জর্জিয়ার কুমারী জেন স্মিথ কাপ্তেন জেন স্মিথ নামে বিখ্যাত। তিনি তাঁহার ভগিনীর সাহায্যে গত যুদ্ধের পর ২০০ একর বা প্রায় ৪৮০ বিঘা ভূমি চাষ করিয়াছেন। তাঁহারা কফি ছাড়া আর সকল প্রকার গাছ তৈয়ার করেন। নিজের জন্য বস্ত্রবয়ন করেন।

স্ত্রী-কমিসনর—কুমারী মেরী সেমোর নিউইয়র্ক প্রদেশের হইয়া যুক্তরাজ্যে কোর্ট অব ক্লেমের কমিসনার কার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে সমগ্র যুক্তরাজ্যের কোর্ট অব ক্লেমের কমিসনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলির কুবের—আমেরিকাবাসী জে সাহেব বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় ধনবান। তাঁহার সম্পত্তি অন্যূন ষাট কোটী মুদ্রা। এক জন গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার স্বর্ণ মুদ্রা উপর্য্যুপরি রাখিলে ১৩ মাইল অর্থাৎ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরের বিশ গুণ উচ্চ এবং পঞ্চাশৎ টাকার নোট যোড়া দিলে লণ্ডন হইতে মস্কাউ পর্য্যন্ত যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যত লোক আছে, তিনি প্রত্যেককে এক সিলিং (প্রায় ॥৶০ আনা) করিয়া দিতে পারেন।

ধনাঢ্যা রমণী—কুমারী নেলী গুলড আমেরিকার কুমারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্যা, তাঁহার হস্তে ৬০ লক্ষ ডলার আছে। তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। তিনি অতি শান্তভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁহার ব্যয়ে দরিদ্র স্ত্রীলোক ও পীড়িত শিশুদিগের জন্য স্থাপিত ৬টী আশ্রমের কার্য্য চলিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকার দানও আছে।

কুমারী মেরিয়া মিচেল, এল, এল, ডি।

সম্প্রতি এই অসাধারণ গুণবতী রমণী পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ উইলিয়ম মিচেলের কন্যা। ১৮১৮ খৃঃঅব্দের ১লা আগষ্ট মেসেচুসেট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার গণিত শাস্ত্রের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে এবং শীঘ্রই পিতার গাঢ় গবেষণার সহকারিণী হইতে শিক্ষা করেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি নান্টুকেট এথিনিয়ম পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। তদবধি তিনি দুর্লক্ষ্য তারাবলী (Nebulæ) এবং ধূমকেতু সকলের গতি নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একটী নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন—ইহার জন্য ডেনমার্কের অধিপতি তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক পুর-

স্কার দেন। তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের প্রধান প্রধান মানমন্দির সকল দর্শন করিয়াছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে তিনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা সার জন হারসেল ও সার জর্জ এরি, পারিসের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লিভেরিয়ার এবং বার্লিনের বিখ্যাত ভ্রমণকারী হামবোল্টের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ অব্দে তিনি ভাসার কলেজের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং তত্রত্য মানমন্দিরের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রতিদিন নিয়মিত অধ্যাপনা কার্য্য সমাপন করিয়া অবশিষ্ট সময় সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্ক সকল (spots) এবং বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের উপগ্রহ সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলম্বিয়া কলেজ হইতে এল এল ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। হানোভার কলেজ বহুদিন পূর্ব্বে (১৮৫২ সালে) তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তিনি বহুসংখ্যক বিজ্ঞান সমিতির সভ্য ছিলেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে তিনিই প্রথম আমেরিকার একাডমি অব আর্টস এণ্ড সায়েন্স সভা কর্ত্তৃক সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি কল্পে তিনি এক জন প্রধান উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন। আমেরিকার অনেকগুলি নারী সমাজ তাঁহা হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন বিদুষী রমণীরত্নের তিরোভাবে কেবল আমেরিকা কেন, সমগ্র সভ্য জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

মহাভারতের গল্প।

কৃতঘ্ন।

(শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম—১৬৮ অধ্যায়)

দাক্ষিণাত্যবাসী গৌতম নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ একদা ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে এক ম্লেচ্ছরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্রহ্মবর্জ্জিত চণ্ডালদেশে কেবল দস্যুগণের বাস। এক সমৃদ্ধিশালী দস্যুর আলয়ে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিল। গৃহস্বামী চণ্ডাল হইলেও অতিশয় আতিথেয় ছিল (১)।

(১) আতিথেয়তা ধর্ম্মটি পূর্ব্বে এ দেশের দস্যু চণ্ডালেও পালন করিত। এক্ষণে উহা ভদ্রসমাজেও দুর্লভদর্শন হইয়াছে। দস্যু, চণ্ডাল, শবর, কিরাত, ব্যাধ, অনার্য্য, ম্লেচ্ছ, প্রভৃতি শব্দ সচরাচর সংস্কৃত শাস্ত্রে একার্থেই ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। ইহারা পার্ব্বত্য ও অরণ্যময় স্থানে বাস করে। পশুমারণ ও পরস্বহরণ প্রভৃতি ইহাদের জীবিকা।

সে পরম যত্নে সেই ভিক্ষার্থী অভ্যাগতের সৎকার করিল। অনন্তর তাহাকে নিরাশ্রয় জানিয়া সেই স্থানে বাস করিতে অনুরোধ করিল। ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলে, দস্যু তদীয় বাসোপযোগী গৃহ ও গৃহসামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে সেই স্থানে বাস করাইল। ব্রাহ্মণকে তথায় স্থায়ী করিবার জন্য দস্যু তাহার বার্ষিক বৃত্তি স্থির করিয়া দিল, এবং এক বিধবা চণ্ডালযুবতীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে স্বজাতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ব্রাহ্মণ চণ্ডালদেশে বাস করিতে করিতে ক্রমে চণ্ডালপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল। নিষ্পাপ পশু পক্ষী ও নিরীহ পথিকগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আত্মপোষণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, একদা তাহার স্বদেশীয় আর এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া দৈবঘটনায় সেই ম্লেচ্ছদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি শুদ্ধাচার ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; সেই দস্যুসমাকীর্ণ স্থানে সাধু লোকের আবাস অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে সেই স্বদেশীয় পরিচিত ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৌতমও সেই সময় পশু পক্ষী বধ করিয়া বন হইতে প্রত্যাগত হইল। তাহার হস্তে ধনুর্বাণ, স্কন্ধে পশু পক্ষীর মাংসভার, এবং সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত। রাক্ষসের ন্যায় বীভৎসবেশে গৌতমকে আসিতে দেখিয়া অভ্যাগত ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অনন্তর তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ওরে কুলাঙ্গার! তোর একি দুর্দ্দশা? তুই না আমার স্বদেশীয় সেই চিরপরিচিত গৌতম? হায়! তুই পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া কর্ম্মদোষে এককালে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিস্! তোর ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতৃলোক ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করিয়া দেখ! তোর কুলোচিত সদাচারপরম্পরা স্মরণ করিয়া দেখ! তোর দুর্গতি দেখিয়া দুঃখে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তিনি এইরূপে তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, এবং স্বদেশে গিয়া পুনরায় সদাচারে থাকিবার জন্য বিস্তর বুঝাইলেন। গৌতম শেষে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিল, আমি কল্যই এ চণ্ডাল সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিব। ধনলোভেই আমার এ দুর্গতি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আপনার তিরস্কারে আমার চৈতন্য হইল, আজি আপনার দর্শনলাভে আমি কৃতার্থ হইলাম।

অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সে রাত্রি গৌতমের গৃহে বাস করিলেন বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম-চণ্ডালের প্রদত্ত অন্ন জল স্পর্শও করিলেন না। রাত্রি প্রভাত না হইতেই তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গৌতমও প্রত্যূষে উঠিয়া সেই দস্যুদেশ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে দেখিল, এক দল বণিক্ সমুদ্রযাত্রায় চলিয়াছে। গৌতম ধনলাভের চেষ্টায় তাহাদেরই সমভিব্যাহারে চলিল। তাহারা যেমন এক গিরিগহ্বর পার হইবে, অমনি এক মত্ত হস্তী আসিয়া তাহাদিগকে আক্র-

মগ্ন করিল। বণিক্‌দলের প্রায় সকলেই হত হইল। গৌতম প্রাণভয়ে দৌড়িতে দৌড়িতে বহুদূরে গিয়া এক রমণীয় বন-ভূমি প্রাপ্ত হইল।

সেই বনভূমি অতি প্রশান্ত ও পবিত্র। অপূর্ব্ব ফলপুষ্পের শোভায় যেন তাহা নন্দন-লক্ষ্মী বিস্তার করিয়াছে। যেন তাহা অমৃতময় সরসে আর্দ্র রহিয়াছে। প্রতি পলকেই যেন শান্তি ও করুণা উচ্ছ্বাসিত করিতেছে। শান্তিদেবীর প্রফুল্ল নিশ্বাসবায়ুর ন্যায় দিব্য গন্ধবহ সঞ্চারিত হইয়া তত্রত্য প্রাণিমাত্রেরই আত্মা পুলকিত করিতেছে। মকরন্দনিস্যন্দে অভিষিক্ত থাকায় তরু-লতা সকল যেন ভূত-করুণায় দ্রবীভূত হইতেছে। উন্মাদ বিহঙ্গকুলের মধুময় কলকলে বনস্থলী উচ্ছলিত হইতেছে, যেন পতত্রিকুল প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রমুক্ত-কণ্ঠে সেই রাজরাজেশ্বর বিশ্বনাথের জয়-ধ্বনি করিতেছে। সমস্ত কাননভূমি যেন তপ্তকাঞ্চনময়ী; তাহার অভ্যন্তর হইতে যেন এক শান্ত পাবন অচিন্ত্য বৈভব নিঃসৃত হইতেছে। বিশ্ববিধাতা যেন সেই বনভূমিকে সর্ব্ব প্রাণীর জননীরূপে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল; সুমেরুশিখরের ন্যায় তাহার চূড়া ঊর্দ্ধ-লোক স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার দিগন্ত-ব্যাপিনী অসংখ্য শাখা দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন আশ্রয়ার্থিগণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বয়ং বিরাট পুরুষ সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

প্রাণভয়ে, পরিশ্রমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় গৌতম মৃতকল্প হইয়াছিল। সেই তরু-বরের সুশীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইল। সেই বৃক্ষে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক দিব্যস্বভাব বকরাজ বাস করিতেন। তিনি সায়ংকালে আবাস-বৃক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তরুতলে এক-জন অভ্যাগত ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তির হিংসা-পূর্ণ পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণি-মাত্রকেই চমকিত হইতে হয়; কিন্তু তাহাকে বিপন্ন ও শরণাগত জানিয়া আতিথেয় পক্ষিরাজের হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গিয়া মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে সাধো! আজি আমার কি সৌভাগ্য! আমি ভবাদৃশ প্রিয়তম অতিথির সমাগম লাভ করিলাম। আপনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন হইয়াছেন, এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। এ রাত্রি আমার আলয়ে অবস্থান করুন, কৃপা করিয়া এ ভক্তজনের পূজা গ্রহণ করুন। আমি প্রাণপণ যত্নে আপনার শুশ্রূষা করিতেছি। আপনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া কল্য প্রাতে গমন করিবেন।

কশ্যপতনয় শকুন্তরাজের অমৃতায়মান সম্ভাষণে গৌতম উঠিয়া বসিল। পক্ষীও তাহার যথাবিধি পূজা করিয়া তাহার জন্য দিব্য পুষ্পময় আসন ও সুমধুর ফল জল আহরণ করিলেন, এবং পরম যত্নে তাহার সেবা করিতে লাগি-

লেন। অতিথি আহারে ও পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত হইলে, তিনি কুসুমবাসিত কোমল কিসলয়শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া পক্ষপুটে বীজন করিতে করিতে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৌতম কহিল, আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার নিবাস মধ্যদেশে। ধন-লাভের প্রত্যাশায় সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে বিপন্ন হইয়া এখানে আসিয়াছি। পক্ষিরাজ কহিলেন,—মহা-ত্মন্! আপনি আমার পরম প্রীতিপাত্র অতিথি। আপনি পূর্ণকাম হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। যাহাতে আপনার প্রভূত অর্থলাভ হয়, আমি তাহার উপায় করিয়া দিব।

গৌতম পরমাহ্লাদে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে যখন গমন করে, তখন নাড়ীজঙ্ঘ তাহাকে কহিলেন,—হে সৌম্য! আপনি এই পথ দিয়া গমন করুন। এস্থান হইতে তিন যোজন দূরে মেরুব্রজ নামে এক নগর আছে; তথায় বিরূপাক্ষ নামে এক পরাক্রান্ত রাক্ষসপতি বাস করেন। তিনি আমার পরমবন্ধু ও অতি বদান্য। আপনি আমার নাম করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি সমাদর পূর্ব্বক আপনার আতিথ্য করি-বেন, এবং প্রচুর ধনদানে আপনাকে পরিতুষ্ট করিবেন। গৌতম, পক্ষিরাজের উপদেশক্রমে সেই রমণীয় বনভূমি অতি-ক্রম করিয়া মেরুব্রজে উপস্থিত হইল। রাক্ষসপতি, প্রিয়বন্ধুর নিকট হইতে অতিথি আসিয়াছে শুনিয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং স্বগৃহে লইয়া গিয়া বিবিধ বিধানে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসরাজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধি-কারী; জাতিতে রাক্ষস হইলেও দানে সাক্ষাৎ কল্পতরু (১)। যে দিন গৌতম তথায় উপস্থিত হইল, সে দিন শুভ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। সেই পুণ্য দিনে তদীয় দানধর্ম্ম চন্দ্রমার ন্যায় যেন ষোল কলায় পূর্ণ হইল; তদীয় পুণ্যব্রত যেন অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইল।

ঐ সকল পুণ্য তিথিতে অসংখ্য দীন দরিদ্র ব্যক্তি নানা দেশ হইতে তথায়

(১) পূর্ব্বকালে এ দেশের দস্যুগণের দান-ধর্ম্মের প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিখ্যাত রঘো ডাকাতের কথা অনেকেই শুনি-য়াছেন। সে ব্যক্তি কৃপণ ধনকুবেরগণের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সেই অর্থরাশি দীন-দরিদ্রগণের উপর বর্ষণ করিত। বোধ হয়, তাহারা ভাবিত যে, যে জল হ্রদমধ্যে বদ্ধ হইয়া আছে, যাহা লোকের কোনও উপ-কারেই আসিতেছে না, নালা কাটিয়া তাহা ক্ষেত্র সকলে সঞ্চারিত করিলে তাহাতে ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম নাই।

"উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগএবহি রক্ষণম্।
তড়াগোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্॥

অকাতরে সুপাত্রে করিলে বিতরণ,
তবেই সার্থক হয় ধনের রক্ষণ;
নতুবা, হ্রদের জল হ্রদেই রহিল,
ক্ষেত্রে না পড়িল, তাহে শস্য না ফলিল।"

(হিতোপদেশ)

আগমন করিত। রাজাজ্ঞায় রাজ্যমধ্যে কেহ প্রাণিহিংসা করিতে পারিত না। মনুষ্যে ও রাক্ষসে মিলিত হইয়া প্রেমালিঙ্গন করিত। সকলই যেন আনন্দময়, উৎসবময়, আলোকময় ও পুলকময় বলিয়া বোধ হইত।

রাক্ষসপতি অভ্যাগতমাত্রকেই দানে মানে ও প্রীতিভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন। অনন্তর বন্ধু-প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণকে বহুমূল্য কনকরাশি দান করিয়া যথোচিত সম্মান সহকারে বিদায় করিলেন। গৌতমও সেই গুরুতর স্বর্ণভার অতি কষ্টে বহন পূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ভারবহনে প্রপীড়িত এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে নিতান্ত আক্লান্ত হইয়া গৌতম পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ পুনরায় সেই বটবৃক্ষের তলে উপস্থিত হইল। প্রিয়তম অতিথিকে দেখিবামাত্র পক্ষিরাজ সসম্ভ্রমে আসিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক কুশল সম্ভাষণ করিলেন, এবং পক্ষপুটে বীজন পূর্ব্বক তদীয় শ্রান্তিদূর করিলেন, অনন্তর, অতিথিকে পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া রাত্রিকালে তদীয় ব্যালভয়াদি নিবারণার্থ চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলেন (১)। অতিথি, রাক্ষসরাজের নিকট প্রচুর অর্থলাভে পূর্ণকাম হইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। গৌতম সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিলে, পক্ষিরাজও বহুক্ষণ পরিচর্য্যার পর স্বয়ং তদীয় পার্শ্বে বিশ্রব্ধমনে শয়ন করিলেন।

গৌতম শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল,—আমি লোভপ্রযুক্ত অতিরিক্ত সুবর্ণভার গ্রহণ করিয়াছি। এই গুরুতর ভার বহন করিয়া আমাকে বহুদূর যাইতে হইবে। সঙ্গে আহারের সম্বল কিছুই নাই। এক্ষণে পার্শ্বে এই অপূর্ব্ব আহার উপস্থিত। এই পক্ষীটাকে মারিয়া লইলেই পথে আহারের সংস্থান হইবে। কৃতঘ্ন নরপিশাচ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠের নিদারুণ আঘাতে সেই বিশ্বস্তচিত্ত পরমমিত্র পক্ষিরাজের প্রাণ বধ করিল। পক্ষী তাহার প্রাণভয় নিবারণার্থে যে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, নরাধম সেই কাষ্ঠের আঘাতেই সেই প্রাণদাতার প্রাণ সংহার করিল। যে পক্ষপুটের সুস্নিগ্ধ বায়ু দ্বারা পক্ষী তাহার সন্তাপ হরণ করিয়াছিলেন, তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা সে তাহা ছিন্ন করিল। পক্ষীর যে হৃদয় তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমবশে দ্রবীভূত হইয়াছিল, দুরাত্মা তাঁহার সেই হৃদয় শস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ করিল। অনন্তর তাঁহার দেহমাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লইল। এইরূপে আহারের সংস্থান করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

(১) 'ব্যালভয়'—সর্প ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর ভয়। পর্ব্বতে বা অরণ্যে রাত্রিকালে বাস করিতে হইলে, চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে আর কোনও হিংস্র জন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

এদিকে, ঐ পক্ষীর প্রিয়বন্ধু সেই বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসরাজের মন অকস্মাৎ কেমন বিচলিত হইল। তিনি যেন কোনও প্রিয়তর বস্তুর শোকে অস্থির হইলেন। ভাবিলেন,—হায়! আজি আমার সেই প্রিয়মিত্র পক্ষিরাজের জন্য প্রাণ কেন আকুল হইতেছে। তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া পরম ব্রহ্মের উপাসনা সাঙ্গ করিয়া যখন গৃহে প্রতিগমন করেন, তখন আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই যান না। আজি তিনি আমাকে দর্শন দিলেন না কেন?

আমার নিকটে তিনি যে অতিথিকে পাঠাইয়াছিলেন, সে ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও প্রকৃতিতে সাক্ষাৎ পিশাচ! তাহার ভাবগতিকেই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম। বুঝি সেই কৃতঘ্নই তাঁহার প্রাণহত্যা করিয়াছে।

রাক্ষসপতি এইরূপ আশঙ্কা করিয়া প্রিয়বন্ধুর সংবাদ লইবার জন্য তৎক্ষণাৎ আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। রাক্ষসকুমার পিতার আজ্ঞায় বিদ্যুদ্বেগে প্রস্থান করিল। সে সেই বটবৃক্ষে গিয়া দেখিল, তথায় পক্ষিরাজ নাই, সমস্ত অরণ্য গভীর শোকে নীরব। বৃক্ষতলে কতকগুলি ভস্মাবশেষ কাষ্ঠ পতিত আছে এবং তাহার এক পার্শ্বে সেই পক্ষীর ছিন্ন পদ ও পক্ষ সকল বিকীর্ণ রহিয়াছে। উহা দেখিবামাত্র সে সেই সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝিতে পারিল, এবং দুরাত্মা গৌতমকে ধৃত করিবার জন্য প্রলয়বেগে ধাবমান হইল। রাক্ষসকুমার অনতিবিলম্বে গৌতমকে পথিমধ্যে ধৃত করিয়া রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত করিল।

রাক্ষসেন্দ্র সেই কৃতঘ্নের নিকটে প্রিয়বন্ধুর দেহমাংস দর্শন করিয়া মহাশোকে গভীর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসনগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা হাহাকার করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি শোকে ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রাক্ষসগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই দণ্ডেই এই দুরাত্মাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহার দেহ ভক্ষণ কর। রাজাজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড হইল বটে, কিন্তু রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! আমরা প্রাণান্তেও এই কৃতঘ্নের দেহ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অনন্তর, তিনি তাহার দেহমাংস দস্যুগণকে প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দস্যুরাও সেই পাপিষ্ঠের মাংস পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তিনি মাংসলোলুপ শ্বাপদগণকে সেই মাংস বণ্টন করিয়া দেওয়াইলেন। শ্বাপদেরাও সেই কৃতঘ্নের মাংস ঘৃণায় পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তাহা ক্রিমকীটগণকে প্রদত্ত হইল। নরকের ক্রিমকীটেরাও সেই কৃতঘ্নের দেহ স্পর্শ করিল না (১)।

---

(১) "ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ নৃশংসশ্চ নরাধমঃ।
ক্রব্যাদৈঃ কৃমিভিশ্চান্যৈর্ন ভুজ্যন্তে হি তাদৃশাঃ"॥

অতঃপর, রাক্ষসরাজ প্রিয় সুহৃদের অক্ষয়স্বর্গকামনায় সপরিবারে মিলিত হইয়া তদীয় অগ্নিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার পক্ষ, পদ ও মাংস প্রভৃতি যাহা কিছু দেহাবশেষ পাইলেন, সমস্ত চিতামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিলেন। রাক্ষসপতির শোকাগ্নির সহিত সেই চিতাগ্নি প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইল। বিশ্বনাথের অভাবনীয় ঘটনাচক্রের গতি কে বলিতে পারে? ঠিক সেই সময় দেবমাতা দাক্ষায়ণী কামধেনু সুরভি ঊর্দ্ধপথে গমন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ সুরভির বদন হইতে মৃতসঞ্জীবনী সুধা স্খলিত হইয়া সেই চিতামধ্যে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে চিতানলের মধ্য হইতে সেই দিব্যস্বভাব পক্ষী অক্ষত শরীরে বহির্গত হইলেন। সেই ঘোর শ্মশান তৎক্ষণাৎ মহোৎসবে পরিণত হইল। বন্ধুকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন। ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া রাক্ষসকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তদীয় আনন্দে পরমানন্দ প্রকাশ করিলেন। স্বয়ং দেবরাজকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া পক্ষী তৎক্ষণাৎ তদীয় চরণতলে নিপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে সুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রাণাধিক অতিথি গৌতমকে জীবিত করুন; তিনি জীবন পাইলেই আমার জীবনলাভ সার্থক হইবে।

দেবেন্দ্র তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইয়া অমৃতসেচনে গৌতমকে জীবিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গৌতমকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া পক্ষিরাজ আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাহাকে প্রেমভরে গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। তিনি পূর্ব্ববৎ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে গৌতমের অতিথিসৎকার করিয়া তাহাকে পরম সমাদরে বিদায় দিলেন, এবং পথে তাহার কোনও কষ্ট না হয়, তাহারও উপায় বিধান করিলেন।

মহাভারতে এইরূপ শতসহস্র গল্প আছে। এক একটি গল্পের প্রকৃতি যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই সেই দিব্য-প্রকৃতি ভারতীয় আচার্য্যগণের প্রতি হৃদয়ে ভক্তিরস উচ্ছলিত হয়। কি শুভক্ষণেই তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! লোকশিক্ষায় জন্য কি মহীয়ান্ আদর্শই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন! জগতে কি অমূল্য নিধিই রাখিয়া গিয়াছেন! যাহার দেহ নরকের কৃমিকীট পর্য্যন্ত ঘৃণায় স্পর্শ করিল না, পরমকারুণিক ভারতীয় আচার্য্যেরা সেই নরককীটাধম মহাপাপীকেও প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। ধন্য সেই পুণ্যশ্লোক আচার্য্যগণ! ধন্য তাঁহা-

---

ব্রহ্মহত্যাকারীরও নিষ্কৃতি আছে, সুরাপায়ীরও নিস্তার আছে, চৌরেরও পরিত্রাণ আছে, যে ব্যক্তি ব্রত হইতে স্খলিত হয়, তাহারও উদ্ধার আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের পরিত্রাণ নাই।

মিত্রদ্রোহী, নৃশংস, নরাধম, কৃতঘ্ন পাপীর দেহ শ্বাপদেরাও ভোজন করে না, কৃমিকীটেও তাহা ভোজন করে না।

দের শিক্ষা! ধন্য তাঁহাদের যোগসিদ্ধি! তাঁহারা প্রাণহন্তাকেও প্রাণমধ্যে, হৃদয়ভেদীকেও হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। করুণাময় বিশ্বপতির রাজ্যে তাঁহারাই রাজভক্ত প্রজা।

এ সংসারে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা তাঁহারাই শিখিয়াছিলেন। যাহার প্রভাবে জীবলোক জীবন্মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দধামে বিহার করে, সেই 'তারকব্রহ্ম'—মহামন্ত্রের তাঁহারাই উপদেষ্টা। সেই নির্ব্বিকার যোগসিদ্ধ আচার্য্যগণের অনুশাসন এই ;—

"বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তয়োপিচ চিন্তয়েৎ" ॥

তোমার এক বাহুতে একজন কুঠার হানিতেছে, এবং অন্য বাহুতে আর একজন চন্দন মাখাইতেছে ; তুমি একের অকল্যাণ ও অন্যের কল্যাণ চিন্তা করিও না। অভেদে উভয়েরই যুগপৎ কল্যাণ কামনা করিও।

এ উপদেশে কে না চমকিত হইবেন? ইহার লোমহর্ষণ কঠোরতায় কে না শীহরিয়া উঠিবেন? কিন্তু সেই মহাপুরুষেরা যে অবস্থায় এই সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, সেই সত্বময়ী অবস্থা অগ্রে প্রাপ্ত হও, তখন ইহার স্বর্গীয় কোমলতা অনুভব করিতে পারিবে।

"সত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।"

সেই সত্বময় অলৌকিক কাব্যরসে রসিক হও, তবে ইহার অলৌকিকী মাধুরী আস্বাদ করিতে পারিবে। তখন বুঝিবে,—"আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্"—যাহা অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তাহা অগ্নি নহে, তাহা হৃদয়স্নিগ্ধকারী মণি।

আফগানদিগের দণ্ডবিধি।

পাঠিকা অবশ্যই অবগত আছেন যে আফগানিস্থানের আমীর এক্ষণে ভারত গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী। ঐ প্রদেশে এক্ষণে ইংরাজদিগের গতিবিধি হইতেছে, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ঐ প্রদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি কোন ইংরাজ পরিব্রাজক আফগানদিগের দণ্ডবিধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহা অতি কৌতুককর। আমরা উহার সারসঙ্কলন করিয়া নিম্নে বিবৃত করিতেছি। চাবুক প্রহার দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবার নিয়ম আফগানিস্থানে খুব প্রচলিত। এই চাবুক প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত আছে। ইহা প্রস্তুত করণে তিন খণ্ড চর্ম্ম ব্যবহৃত হয়—এক খণ্ড গাভীর, অপর

খণ্ড উষ্ট্রের এবং তৃতীয় খণ্ড মেষের চর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। এই তিনটী একত্র সেলাই করিয়া একটী চাবুক প্রস্তত হয়। প্রহারকর্ত্তা কোন দোষীকে এই চাবুক দ্বারা প্রহার করিবার পূর্ব্বে কোরাণ হইতে কয়েকটী মন্ত্র উচ্চারণ করে। প্রহারকর্ত্তার প্রতি আদেশ আছে যে দোষীর প্রতি সে কখনও স্বীয় মনে ক্রোধের উদ্রেক হইতে দিবেক না, বরং তাহার দোষের জন্য দুঃখিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিবে। এই নিয়মটী বেশ যুক্তিসিদ্ধ, কেননা প্রহারক ক্রোধোদ্দীপ্ত হইলে সে সহজে অপরিমিত বলের সহিত প্রহার করিতে পরিচালিত হইতে পারে। আফগান দণ্ডনীতি অনুসারে রাজপথে কাহাকেও কুবাক্য বলা দণ্ডনীয়। যদি কোন পদস্থ বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে কেহ কুবাক্য বলে, তাহা হইলে তাহার কুড়ি চাবুক ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। সামান্য লোককে গালি দিলে দশ চাবুক ও দশ টাকা জরিমানা হয়। যদি কেহ কোন আফগানের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতের কোন অবমাননা করে, তাহা হইলে তাহার ৭২ চাবুক ও ৭২ দিন কারাদণ্ড হইয়া থাকে। ঐ দোষ দ্বিতীয় বার করিলে ছয় মাস কারাদণ্ড এবং তৃতীয় বার করিলে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। সামান্য নিন্দার জন্যও চাবুকাঘাত দ্বারা দণ্ড দিবার নিয়ম আছে। যদি কেহ কাহারও মুখ, বা চক্ষু বা হস্ত পদের নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহাও রাজদ্বারে ঐ প্রকার দণ্ডনীয় হয়। যদি কেহ কোন প্রকাশ্য স্থানে স্নান করিবার সময় উলঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহার দণ্ড হইয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মানুসারে প্রত্যহ প্রার্থনা করিবার এবং মধ্যে মধ্যে উপবাসের নিয়ম আছে। এই নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিলে জরিমানা বা কারাদণ্ড হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা সম্বন্ধে আফগানদিগের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। কেহ কোন মহিলার সতীত্ব অপহরণ বা অপহরণের চেষ্টা করিলে তাহার কঠোর দণ্ড হইয়া থাকে। যদি কোন পুরুষ স্বীয় পরিণীতা মহিলা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোককে চুম্বন করে, তাহা হইলে তাহার কুড়ি চাবুক হইয়া থাকে। আমীর নিজে যথেচ্ছাচারী, কিন্তু প্রজাগণ যাহাতে কোরাণোক্ত নীতির বিপরীতাচরণ না করে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যের দণ্ড-নীতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজদিগের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অবধি আমীর স্বীয় রাজ্যের শাসন প্রণালী কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর আদর্শ অনুসারে গঠন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। তদনুসারে দণ্ডনীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ সম্ভাবনা আছে।

সামুদ্রিক উৎপাত ।

সমুদ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি নিবন্ধন পৃথিবীর যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। সিন্ধু মধ্যে আগ্নেয় গিরির মহোৎপাতে কত শত মহাদ্বীপ একেবারে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং কত শত নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে ? কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল যাবাদ্বীপের প্রকাণ্ড আগ্নেয় উৎপাতে তাহার কিয়দংশ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিল এবং কিঞ্চিৎ দূরে নূতন দ্বীপ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। সিংহলের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে লঙ্কেশ্বর রাবণের সময় সিংহলের আয়তন বর্ত্তমান সিংহলের অপেক্ষা বহুগুণ বিস্তৃত ছিল। রাজধানী শ্রীলঙ্কাপুর উপকূল হইতে বহুদূরে সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন আছে। অদ্যাপি সমুদ্র জলের বিশেষ হ্রাসতা হইলে সিংহলের উত্তরে পিত্তলের প্রাসাদ ও প্রকাণ্ড প্রাকার সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত চিন পরিব্রাজক ফাহিয়োন যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ প্রধান নগর ছিল। এক্ষণে তমলুক হইতে সমুদ্র কতদূর দক্ষিণে অপসারিত হইয়াছে। এক সময় বালী, যাবা, সুখতর প্রভৃতি দ্বীপ সকল ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহারা যে ভারতের সহিত সংযুক্ত বা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরস্পর সংমিলিত ছিল না তাহা কে বলিতে পারে ? পুরাণে চারি মহা সাগরের উল্লেখ আছে, সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের স্থলে প্রকাণ্ড ভূমি খণ্ডের অবস্থিতিপ্রযুক্ত আমেরিকা ও আসিয়া যে এক দেশ ছিল না তাহাই বা কে বলিতে পারে ? বরঞ্চ ইহারা যে এক ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ এক্ষণে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রশান্ত সাগর গর্ভে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহার কোন কোনটীতে বর্ব্বর জাতির বসতি এবং কোন কোনটী মনুষ্যসমাগমশূন্য। অথচ ইহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধ মন্দির, ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি অনেক সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার অস্তিত্ব কেবল সভ্য দেশেই সম্ভব। মেক্সিকো প্রদেশেও অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেরিং প্রণালীর উভয় পার্শ্বে আমেরিকা ও আসিয়ার বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সাহারা মহামরু যে এককালে মহাসাগর ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহা বালুময় উষর ভূমি, অতীব দুর্গম, কেহ এপর্য্যন্ত ইহার সীমা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু যদি ইহা সাগর

রূপে অবস্থিত থাকিত, তাহাহইলে ইহার সীমা নির্ণীত ও বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ পথ সুগম হইত। এই জন্যই ইহা পুনর্ব্বার সাগরে পরিণত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

অনেকে অনুমান করেন ইংলণ্ড দ্বীপও এককালে ইউরোপের সহিত সংযুক্ত ছিল। উত্তর সাগর বা জর্ম্মণ সমুদ্র তখন একটী সামান্য খাড়ি ছিল মাত্র, সুতরাং গ্রিনলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ সমূহের সহযোগে ইউরোপ ও আমেরিকা অভিন্ন ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে ইংলণ্ড প্রভৃতি ব্রিটিষ দ্বীপ সকল অপেক্ষাকৃত অল্পকালে ইউরোপ হইতে পৃথক হইয়াছে! ফ্রান্সের উপকূলস্থ গ্রিসনেজ অন্তরীপই ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী। এস্থান হইতে ইংলণ্ডস্থ ফকষ্টোন ন্যূনাধিক ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী। বিগত শতাব্দী মধ্যে গ্রিসনেজ অন্তরীপের প্রায় ৫০ পঞ্চাশৎ হস্ত পরিমিত স্থান সমুদ্রসাৎ হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে ৬০০০০ ষষ্টি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একটী যোজক দ্বারা সংযুক্ত ছিল। অধুনা ইঞ্জিনিয়ার অগ্রণী ডি লিসেপসের উদ্যোগে যেরূপ যোজক সকল কৃত্রিম নদীর (খালের) দ্বারা বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে সমুদ্রে সংযোগ হইতেছে, বোধ হয় সেই পুরাকালেও কোন বিশারদ ইঞ্জিনিয়ার এইরূপে এই যোজকের উচ্ছেদ করিয়া থাকিবেন। ইহাতে যে কেবল স্থল পথের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে এরূপ নহে, সমুদ্র স্রোত ক্রমে প্রসারিত হইয়া ফ্রান্স উপকূলের ধ্বংস সাধন করিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস যে কালে রাজধানী পারিস একটী উপকূলস্থ নগর হইয়া ক্রমে সমুদ্রসাৎ হইবে। সম্প্রতি ব্রিটেনির উপকূলস্থ বালুকারাশির নিম্নে একটী প্রোথিত অটবী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সেণ্ট মেলোর ঠিক সম্মুখে। ফরাসী ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এতদ্দেশে সমুদ্রের উৎপাত সন্দর্শনে গণনা করিয়াছেন যে প্রতি শতাব্দীতে ব্রিটেনি, নরমাণ্ডি, আরটলস, বেলজিয়ম এবং ইংলণ্ডের অনধিক সপ্তপাদ ভূমি সমুদ্রসাৎ করিতেছে। অদ্যাপি ইজ নগরের চিহ্ন সমুদ্রগর্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রিটেনির কৃষকেরা বলিয়া থাকে যে তাহারা প্রবল বাত্যার সময় জলমগ্ন গির্জ্জা সকলের ঘণ্টানাদ স্পষ্ট শুনিতে পায়। বাত্যাঘাতে উদ্বেলিত হইয়া তরঙ্গ সকল যখন আবর্ত্তাকারে জলমগ্ন নগর মধ্যে প্রধাবিত হয়, তখন তাহাদিগের অন্তঃপ্রবাহের প্রতিঘাতে জলমগ্ন গির্জ্জাস্থিত ঘণ্টা সকল আন্দোলিত হইয়া উঠে ও বিকট শব্দ করিতে থাকে। শব্দের কিয়দংশ মাত্র জলজ বায়ুদ্বারা উপরে নীত হইয়া শ্রুতিগোচর হয়। সময়ে সময়ে সমুদ্র জলের হ্রাস হইলেও গৃহশিখর ও গির্জ্জার চূড়া সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চৌর্য্য কর্কট।*

পাঠিকারা স্বল্পতোয় পল্বলের ক্ষুদ্রকায় কর্কট হইতে প্রশস্ত জলাশয়স্থ বাদার (সচরাচর যাহাকে সামুদ্রিক কর্কট বলে) প্রভৃতি অনেক জাতীয় কর্কট দেখিয়াছেন। সকল জাতীয় কর্কটের দশ দশ দাড়া বা পদ আছে, এই জন্য ইহাকে দশরথ বলিয়া থাকে। এই দাড়া গুলির মধ্যে সম্মুখের দুইটীই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও স্থূল এবং দেখিতে তীক্ষ্ণধার সাঁড়াশির ন্যায়; অপরগুলি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ। সম্মুখের দাড়াদ্বয় দ্বারা ইহারা খাদ্যাহরণ, শিকার আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা—সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহারাই ইহাদিগের জীবনোপায়। কোন কোন জাতির পুচ্ছও আছে। জাতিভেদে এই পুচ্ছেরও আবার হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্য দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ কর্কট জাতি অতি সাবধান। দূর হইতে মনুষ্য বা অন্য কোন শত্রুর শব্দ শুনিবামাত্র তড়িতের ন্যায় বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শিকার দর্শন করিলে নিঃশব্দে নিকটস্থ হইয়া তীরের ন্যায় তাহার উপর পতিত হয় ও তাহাকে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্রে বিদ্ধ করিয়া কবলিত করিয়া থাকে। ইহাদিগের বুদ্ধিও অতীব প্রখর। জলাশয়ের সন্নিধানে ক্ষেত্রের মধ্যে ও বৃক্ষের মূলদেশে ইহারা কতই কৌশলে বিবর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আরবোপসাগরের উপকূলে এক জাতীয় শ্বেত কর্কট দৃষ্ট হয়; ইহাদিগের আকার নিতান্ত বড় নহে, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা এমনি সতর্ক যে অনেক কৌশলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের নির্ম্মিত বিবর গুলি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন বৈজ্ঞানিক নিয়মে প্রস্তুত হইয়াছে। বেলা ভূমির আলগা বালুকা মধ্যে এরূপ সুন্দর বিবর নির্ম্মাণ চমৎকার ব্যাপার। আমরা প্রথমতঃ এই বিবরগুলি সন্দর্শন করিয়া কিছুই ঠিক্ করিতে পারি নাই। বেলাভূমি বহিয়া যতই জলরাশির নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, ততই এই বিবরের আধিক্য দেখিতে পাইলাম। ক্রমে যখন কল্লোলিত তরঙ্গের অনুসরণ করিয়া লবণাম্বুরাশি স্পর্শ করিলাম, হঠাৎ তরঙ্গনিঃসৃত একটী শ্বেত কর্কট বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিতে পাইলাম। অনুসন্ধানের অবসর নাই, পরক্ষণেই উত্তাল ঊর্ম্মি মালা ভীষণ কল্লোলে বেলাভিমুখে প্রধাবিত হইল, আমরাও সত্বর দৌড়িয়া জলাঙ্কের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়া তরঙ্গ লীলা অবলোকন করিতে লাগিলাম। এবারেও উত্থিত জলরাশির সহিত কতিপয় কর্কট দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহারাও চকিতের ন্যায় বিবরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

* Robber Crab.

বেলাতটে বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াও একটা কর্কট ধরিতে বা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম বহু আয়াসে ও কৌশলে কখন কখন দুই একটা সংগৃহীত হয়।

প্রস্তাবিত চৌর কর্কট কেবল ভারত সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মালয়দ্বীপ, সিংহল ও আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপ সকলের উপকূলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহাদের আকার বৃহৎ। ইহাদিগের সম্মুখস্থ দাড়াদ্বয় অতীব তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। ইহারা কেবল নারিকেল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা দ্বারা শুক (ঝুনা) নারিকেল ছুলিয়া তাহা ভগ্ন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি ইহাদিগের এই কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

কর্কট নারিকেল পাইবামাত্র প্রথমতঃ যে স্থলে তাহার তিনটী চক্ষু থাকা সম্ভব, সেই স্থানটী লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে বিদারণ করে এবং শনৈঃ শনৈঃ এক একটা ছোবড়া অবলীলাক্রমে ছাড়াইয়া থাকে। যখন সমস্ত ছোবড়া ছাড়াইয়া খোলটী স্বতন্ত্ররূপে বাহির হয়, তখন তাহার একটী চোখের উপর হাতুড়ীর ন্যায় তাহার পীন দংষ্ট্রা বার বার আঘাত করিতে থাকে, খানিক পরেই তাহা বিদীর্ণ হইয়া একটী ছিদ্র হয়। তখন সে ঘুরিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগের দুইটী ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ দাড়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া শস্য (শাঁস) বাহির করিয়া আহার করিতে থাকে। ইহারা নারিকেল বৃক্ষের মূলদেশেই বিবর খনন করিয়া বাস করে। যখনি শুষ্ক পক্ক নারিকেল পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ বিবর হইতে বহির্গত হইয়া উপরোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে ভোজন করিয়া থাকে এবং ছোবড়াগুলি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া বিবর মধ্যে শয্যা প্রস্তুত করে ও তদুপরি আরোহণ করিয়া সুখে নিদ্রা যায়। মালয়োপদ্বীপবাসীরা অনুসন্ধান করিয়া বিবরস্থ ছোবড়া সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহা নানা কার্য্যে ব্যবহার করে। তাহারা এই কর্কট ভক্ষণ করে। ইহা খাইতে সুস্বাদু, ইহার পুচ্ছদেশে অনেক বশা সঞ্চিত হয়, গলাইলে এক একটা হইতে প্রায় এক কোয়াট (ন্যূনাধিক তিন পোয়া) তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন প্রাণিবিদ্যাবিদের মতে ইহারা নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া নারিকেল অপহরণ করিয়া থাকে, এই জন্যই ইহারা চৌর কর্কট বলিয়া অভিহিত। কিন্তু পণ্ডিত ডারউইন বলেন ইহারা নারিকেল বৃক্ষে উঠে না বা উঠিতে পারে না—কেবল বৃক্ষ-পতিত ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে। তবে ছোট ছোট বৃক্ষ সকলে সহজে উঠিয়া থাকে। সম্প্রতি এই জাতীয় চারিটী কর্কট বোম্বাই চিত্রশালিকায় প্রদর্শিত হইতেছে। ইহারা আণ্ডামান দ্বীপে ধৃত হয়। চিত্রশালিকার একটী প্রকোষ্ঠে ইহাদিগকে রাখা হইয়াছে। ইহারা যখন ঝুনা নারিকেল ছুলিয়া অবলীলাক্রমে

আহার করিতে থাকে, তখন তাহা বাস্তবিক দর্শনযোগ্য। প্রতি দিন বহুসংখ্যক লোক এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধূক্তি।

(গত প্রকাশিতের পর)

পরমহংস রামকৃষ্ণ শক্তি উপাসক ছিলেন। অনেকে বলেন কেশব বাবু ঈশ্বরের মাতৃভাব উঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া নব-বিধান প্রবর্ত্তিত করেন। রামকৃষ্ণ শক্তিরূপিণী নারীকে দেখিলেই ছোট বড় বিচার না করিয়া প্রণাম করিতেন ও মাতৃ সম্বোধন করিতেন। এইরূপে সংযত হইয়া ধর্ম্ম সাধনের ও ঈশ্বর জ্ঞানের ভয়ানক প্রতিবন্ধক ইন্দ্রিয় ভোগ লালসা হইতে আপনাকে সুদূরে রাখিতে সমর্থ হন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতুল অক্ষয় জ্ঞান রত্নাকর হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" রূপ শাস্ত্র সংগ্রহ করেন, তাহার অনুশীলন হইতে আমরা অদ্য কিছু অমূল্য নিধি লইয়া পাঠক পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতেছি ;—

গুরূণামেব সর্ব্বেষাং মাতাপরমকোগুরুঃ।
অর্থাৎ সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরমগুরু।
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্
অর্থাৎ পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। এই হেতু স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলে। ইংরাজীতে স্ত্রীর অন্যতম নাম better half অর্থাৎ শ্রেষ্ঠার্দ্ধ।
স্ত্রিয়ঃশ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।
অর্থাৎ স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। বালিকা স্নেহ ও কৃপার পাত্রী, যুবতী প্রণয়িনী অর্থাৎ ভালবাসা ও সম্মানের পাত্রী; প্রবীণা ও বৃদ্ধা পূজনীয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী।

কবিবর রায়রণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নারী-উপাসক। তিনি কিছু সংযত হইলে তাঁহার প্রতিভা সহস্রগুণে প্রতিভাত হইত।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী "পরম কল্যাণ গীতায় লিখিয়াছেন" রাজ্য প্রজা। আপনারা বিচার পূর্ব্বক দেখুন যে অবলা স্ত্রীলোকগণের কি অপরাধ যে, উহাদিগকে অশুদ্ধ বলিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছ না, আর সত্য-ধর্ম্ম ওঁকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের উপদেশ দিতেছ না, গুপ্ত করিয়া রাখিতেছ, অতএব উহাদিগের অপরাধ কি?

উইলিয়ম্ হোএওয়েল 'Elements of morality' অর্থাৎ নীতিসূত্র নামক গ্রন্থরচনা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ যেরূপ শীর্ষস্থানীয়, সেইরূপ শীর্ষস্থানীয় লোককে অর্থাৎ রাজকবি মহাত্মা

ওয়ার্টসওয়ার্থকে তিনি উৎসর্গ করেন। তিনি এতৎ সম্বন্ধে উহাতে আপনার যাহা অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহা এই স্থানে প্রকটিত হইল ;—আইনে স্বামীকে স্ত্রীর যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য যোগাইতে বাধ্য করিয়াছে। অভাব পূরণের জন্য যদি তিনি ঋণ করেন, স্বামী তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য। যদ্যপি বিবাহের পূর্ব্বে ঋণ করেন, স্বামীর তাহাও পরিশোধনীয়, কারণ তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া পরিণয়সূত্রে তাঁহাকে ও তাঁহার অবস্থাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। উইলিয়ম কবেট প্রথমতঃ একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। তিনি নিজের প্রতিভা বলে সভ্যজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য ও নৈতিক ভাণ্ডারে অনেক অমূল্য রত্ন দান করিয়া যান। আমরা তাঁহার জ্ঞান নীতি ও সাহিত্য ভাণ্ডার "Advice to Young men" অর্থাৎ যুবকদিগের প্রতি উপদেশ ও তৎসঙ্গে যুবতীদিগের প্রতি উপদেশ মালা গ্রন্থ হইতে কতক গুলি রত্ন অদ্য পাঠক ও পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। "স্ত্রীজাতি স্বদেশ হিতৈষিণী। নারীর হৃদয় অধিকতর বোধক্ষম। তাঁহাদিগের প্রণয় অধিকতর গভীর, বিশুদ্ধ, এবং অধিক কালস্থায়ী। তাহাদিগের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে তাঁহারা অধিকতর সরলতা ও একাগ্রতার পরিচয় দেন। যথোচিত সদ্বিবেচনার সহিত তাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাঁহাদিগের দোষ গুলি শশাঙ্কের কলঙ্কবৎ গুণরাশিতে বিলুপ্ত করিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহাদিগের মনঃপীড়া উপস্থিত হয় এরূপ কার্য্যকে কোনরূপে উপেক্ষা করা উচিত নহে। বিবাহের দিন হইতে তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা—এমন কি দেহ পর্য্যন্ত পতিসেবায় নিয়োজিত করেন।" এই গ্রন্থকারের একটি বিশেষত্ব আছে, তাহা আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি নিজের জীবনের পরীক্ষার ফল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; যথা পরিণীত জীবনের চিন্তা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "চিন্তা! চিন্তা যে কি তাহা আমি কখনও কি জানি? আমি এই ক্ষমতাশালী দণ্ডবিধাতা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত ও দণ্ডিত হইয়াছি। বার বার আমার পরিশ্রমের ফল আমার হস্ত হইতে বল পূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু আমার সহধর্ম্মিণী কদাপি বিরক্ত, বিষণ্ণ বা কাতর হন নাই; তাঁহার বাস্যের প্রসন্নতা দূষ্ট হয় নাই, তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বলীয়ান ও রক্ষিত করিয়াছেন; তিনি সৌভাগ্যেও যেরূপ, দুর্ভাগ্যেও সেইরূপ, তিনি নিজের সুখময় গৃহেও যেরূপ, দুঃখময় ভাড়াটিয়া বাটীতেও সেইরূপ প্রফুল্লা ও প্রেমময়ী। কেহ জানিত না যে, তিনি অবস্থান্তরে কাতর। অতএব চিন্তা কি?"

দরিদ্রা রমণীর ন্যায়পরতা।

১৭৭৬ খৃঃ অব্দে লিসবন নগরে একটী দুঃখিনী বিধবা নারী পুনঃ পুনঃ রাজসভার সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মচারীরা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে আবার পরদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দেয়, আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক দিবস রাজা সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, বৃদ্ধা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তে একটী বাক্স ছিল, সে তাহা রাজার নিকট স্থাপিত করিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! গত বৎসর ভূমিকম্পে যে সকল গৃহ পতিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক স্থানে ভগ্ন ইষ্টক রাশির নিম্নে আমি এই বাক্স পাইয়াছি। আমি অতিশয় দীন; আমার ছয়টি সন্তান। ইহাতে যাহা আছে, তাহা আত্মসাৎ করিলে আমার দুরবস্থা মোচন হয়; কিন্তু আমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি অপেক্ষা সাধুতার মর্য্যাদা এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করি। এজন্য আমি এতৎ সমুদয় আপনার নিকট অর্পণ করিলাম, আপনি ইহার যথার্থ অধিকারী ব্যক্তিকে ইহা দান করুন্। আর আমার পারিতোষিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ আমাকে দিউন।" রাজা সেই বাক্সের ডালা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, তাহা মনোহর রত্ন রাজিতে পরিপূর্ণ। রাজা বৃদ্ধার ন্যায়পরতা ও অলোভ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিংশ সহস্র মুদ্রা (পিয়াওর) পুরস্কার দিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন, এই সম্পত্তির অধিকারীর অনুসন্ধান কর; যদি যথার্থ অধিকারীর তত্ত্ব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই সকল রত্ন বিক্রয় পূর্ব্বক সেই অর্থ ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী ও তাহার সন্তানগণকে প্রদান করা যাইবে।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে ফ্রান্স দেশে ন্যায়-পরতা ও লোভহীনতা ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত উদাহরণ অপেক্ষা আরও মহত্তর উদাহরণ দেখা গিয়াছিল।

এক ব্যক্তি একটী দরিদ্রা স্ত্রীর হস্তে কতকগুলি সম্পত্তি ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি নিঃসন্তান অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিবে; আর যদি তোমার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহার কিয়দংশ লইয়া আপনার দুরবস্থা মোচন করিবে। কিছু দিন পরে সেই দরিদ্রা স্ত্রী অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক গুলি সন্তান। সুতরাং তাহার সকল প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও তাহার এমন প্রতায়